পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 225 Thursday, 16 July, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২২৫ সংখ্যা ✱ ৩১ আষাঢ় ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ১৬ জুলাই ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘দেখব, ভাবব না, কাজ করব-তে বিশ্বাসী’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ ২০২৪ সালের ১৩ এপ্রিল লেকটাউনের একটি ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র সৃঞ্জয় দের নিথর দেহ। আরজি কর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর পুলিশ এটিকে ‘আত্মহত্যা’ বলে দাবি করলেও, সেই তত্ত্ব মানতে নারাজ মৃতের পরিবার। হরিণঘাটার বাসিন্দা তথা ছাত্রের বাবা যদু দে-র অভিযোগ, এটি স্রেফ আত্মহত্যা নয়, বরং এর পিছনে রয়েছে গভীর রাজনৈতিক অভিসন্ধি। বুধবার বিজেপির ‘জনতার দরবারে’ হাজির হয়ে তিনি সরাসরি আঙুল তুলেছেন রাজ্যের তকালীন মন্ত্রী সুজিত বসুর দিকে। যদুবাবুর দাবি, তাঁর ছেলে নরেন্দ্র মোদির পক্ষে ডিবেট করত। সেই আক্রোশেই ওকে খুন করেছে তৃণমূল। জনতার দরবার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, তিনি স্রেফ মুখের কথায় নয়, বরং সক্রিয় পদক্ষেপে বিশ্বাসী। তাঁর কথায়, ‘‘আমি যা বলব, তা এখানে কাজে পরিণত হবে। এটি সংবাদমাধ্যমের কাছে স্রেফ আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। মানুষ এখানে বুকভরা প্রত্যাশা নিয়ে আসেন।’’ তিনি আরও জানান, ইতিপূর্বে আয়োজিত ৫-৬টি জনতার দরবারে আসা অভিযোগের প্রেক্ষিতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার খতিয়ান (অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট) ইতিমধ্যেই রাজ্য বিজেপির পদাধিকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ‘‘আমরা শুধু ‘দেখতে হ্যায়’ বা ‘সোতে হ্যায়’-এর নীতিতে চলি না, সরাসরি ‘করনা হ্যায়’-তে বিশ্বাস করি। দরবারে আসা প্রায় ৮০ শতাংশ সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে এ রাজ্যের বিজেপি। আমি নিজে এই পুরো প্রক্রিয়ার তদারকি করছি।’’ এ দিন জনতার দরবারে হাজির হয়েছিল ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত এক পরিবারও। ইতিপূর্বে বিজেপির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার কথা জানান তাঁরা। সেই প্রসঙ্গে আক্রান্তদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ওঁরা নিশ্চয়ই বিচার পাবেন। এই ঘটনায় অভিযুক্ত নয় জনের কাউকেই রেয়াত করা হবে না।’’ একই সঙ্গে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আদালতের নির্দেশে মামলাটি সিবিআই-এর হাতে যাওয়ার আগেই স্থানীয় পুলিশ তড়িঘড়ি চার্জশিট জমা দিয়ে গোটা বিষয়টি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল।’’ তবে সুবিচারের স্বার্থে ইতিমধ্যেই নতুন পিটিশন দাখিল করা হয়েছে এবং রানাঘাটের পুলিশ সুপারকে (এসপি) মামলাটি পুনরায় খতিয়ে দেখার (রি-ওপেন) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

● এরপর ৬ পাতায়...

বারুইপুরে নির্যাতিতার বাবাকে সরকারি চাকরি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৫ জুলাইঃ বারুইপুরে গণপিটুনিতে ৩৫ বছরের যুবক ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের মৃত্যুর ঘটনায় আরও এক জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সাকিম লস্কর ওরফে ‘কেলে’। গণপিটুনি কাণ্ডে সব মিলিয়ে গ্রেপ্তার আট জন। পুলিশ সূত্রে খবর, সূর্যপুর এলাকা থেকেই সাকিমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে হাজির করানো হয়। অন্য দিকে, প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বারুইপুরে নির্যাতিতার বাবাকেও কারা দপ্তরে চাকরি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক সাহায্যও করা হয়েছে পরিবারকে। বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ইন্দ্রজিৎও জড়িত, এমন অভিযোগ তুলে তাঁকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দেন, ইন্দ্রজিৎ সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন। পরে আবার বারুইপুরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ইন্দ্রজিতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য এবং তাঁর দাদাকে সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরিও দেন। সেই সঙ্গে শুভেন্দু জানিয়েছিলেন, নাম-পরিচয় দেখে কিছু মানুষ ইন্দ্রজিৎকে খুন করেছেন। বলেছিলেন, ‘‘নাম-পরিচয় দেখে খুন করা হয়েছে। ৩৫ বছরের অবিবাহিত যুবককে হাত-পা বেঁধে মারধর করা হয়েছে। যাঁরা ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, এর পিছনে তাঁদের উস্কানি রয়েছে। ভিডিয়োয় যত জনের ছবি দেখা গিয়েছে, সকলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বকখালি, দিঘা থেকেও অভিযুক্তদের ধরে এনেছে পুলিশ।’’ মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, গণপিটুনিতে জড়িত কাউকেই ছাড়া হবে না। কড়া পদক্ষেপ করা হবে সকলের বিরুদ্ধে। তার পর থেকেই গণপিটুনি কাণ্ডে ধরপাকড় আরও জোরদার হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, সকলের বিরুদ্ধেই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী বেআইনি জমায়েত, অশান্তি বাধানো, সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা দেওয়া, ইচ্ছাকৃত ভাবে জনসাধারণকে আঘাত এবং গণপিটুনির মাধ্যমে হত্যার মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনায় আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামী দিনে গ্রেপ্তারির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই অনুমান পুলিশ সূত্রের।

রাস্তায় নয়, এবার আকাশে ছুটবে বাস!

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাইঃ জ্বালানি নিয়ে তুমুল বিতর্ক। বলা ভালো, ই-২০ পেট্রোল নিয়ে সমালোচনা-কেন্দ্রের জবাবদিহির পর্ব চলছে। এর মাঝেই কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও হাইওয়েজ মন্ত্রী নিতিন গড়করী তাঁর পরবর্তী বিরাট পরিকল্পনা সামনে আনলেন। রাস্তাঘাটে যানজট কমাতে এবার ‘উড়ন্ত বাস’ আনার পরিকল্পনা। এরিয়াল পড ভিত্তিক বা ইভিটিওল-ভিত্তিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম চালু করার পরিকল্পনা করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করী। তবে এর প্রযুক্তিগত ডিটেইল বা টাইমলাইন এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে গড়করীর বক্তব্য, এই মাস র‍্যাপিড ইলেকট্রিক ট্রান্সপোর্ট ব্যস্ত শহরে যানজট কমাবে অনেকটাই। লখনউ-কানপুর এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধনে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গড়করী বলেন যে সরকার এখন অত্যাধুনিক ও নির্ভরযোগ্য মোবিলিটি টেকনোলজি বা পরিবহন প্রযুক্তির উপরে জোর দিচ্ছে। এর আগেই তিনি সি-প্লেনের কথাও বলেছিলেন। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে হাইপারলুপ, কেবল বাস ও ফিউনিকুলার রেলপথের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার স্কাই ট্রানজিট পড সিস্টেম চালু করার পরিকল্পনা করছে দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলগুলির জন্য। এতে একাধিক রুটে যানজট কমবে অনেকটা। ফ্ল্যাশ চার্জিং ইলেকট্রিক বাস- ১৩৫ আসনের এগজেকিউটিভ ক্লাস বাসের পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা ও ট্রায়াল চলছে। নাগপুরের মতো শহরে এই ইলেকট্রিক বাস চালানো হতে পারে। এর গতিবেগ ঘণ্টায় ১২৯ কিলোমিটার হবে। মাত্র ৩০ সেকেন্ডেই রিচার্জ হয়ে যাবে বাস।

ভারতের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে সাইবার হানা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাইঃ ভারতের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কুডানকুলম নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টকে ঘিরে বড়সড় সাইবার নিরাপত্তা উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, কুখ্যাত র‍্যানসমওয়্যার গোষ্ঠী ওয়ার্ল্ড লিকস ডার্ক ওয়েবে প্রকল্প-সংক্রান্ত বিপুল সংখ্যক নথি প্রকাশ করেছে। ওই নথিগুলির মধ্যে প্ল্যান্টের কিছু কাঠামোর নকশা, সরবরাহকারী সংস্থার তথ্য, বৈঠকের নথি, পরিদর্শন রিপোর্ট, যন্ত্রপাতির মূল্যায়ন এবং বিমা সংক্রান্ত তথ্য থাকার দাবি করা হয়েছে। রয়টার্স জানিয়েছে, এই নথিগুলিকে ওয়ার্ল্ড লিকস অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলে দাবি করেছে। তবে সংবাদ সংস্থাটি স্পষ্ট করেছে যে, প্রকাশিত নথিগুলির সত্যতা তারা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপ এক বিবৃতিতে স্বীকার করেছে যে, তৃতীয় পক্ষের ডেটা সেন্টার পরিষেবা প্রদানকারী ইয়োটার হোস্ট করা একটি সার্ভারে আংশিক ডেটা লঙ্ঘনের ঘটনা

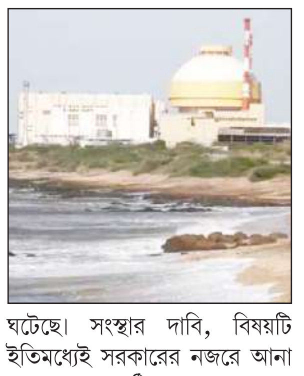

ঘটেছে। সংস্থার দাবি, বিষয়টি ইতিমধ্যেই সরকারের নজরে আনা হয়েছে। তবে ঠিক কোন ধরনের তথ্য ফাঁস হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি। তামিলনাড়ুর কুডানকুলম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ভারতের সাতটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে বড়। বর্তমানে নির্মীয়মাণ ইউনিট-৩ এবং ইউনিট-৪-এর কাঠামো নির্মাণের দায়িত্ব ২০১৮ সালে রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার পায়। এই দুই ইউনিট ২০২৭ সালের মধ্যে চালু হওয়ার কথা এবং মিলিতভাবে প্রায় ২,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য রয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ডার্ক ওয়েবে প্রকাশিত নথিগুলির মধ্যে ইউনিট-৩ ও ইউনিট-৪-এর ভেন্টিলেশন ও কুলিং সিস্টেমের নকশা, একটি কমন কন্ট্রোল রুমের সম্ভাব্য ফ্লোর প্ল্যান, অনুমোদিত সরবরাহকারীদের তালিকা, পরিদর্শনের ছবি এবং বিভিন্ন প্রকৌশল সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও এগুলি পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের মূল প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে

● এরপর ৬ পাতায়...

আপাতত কোনও আইনি পদক্ষেপ নয়

মহুয়া মৈত্রকে স্বস্তি দিল হাইকোর্ট!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে আপাতত স্বস্তি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে তাঁর দায়ের করা মামলার শুনানিতে আদালত জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ২১ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত মহুয়ার বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। আদালতের এই নির্দেশে আপাতত আইনি রক্ষাকবচ পেলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। কৃষ্ণনগরে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভকে ঘিরেই এই মামলার সূত্রপাত। অভিযোগ, দলীয় অফিসের সামনে একদল বিক্ষোভকারী জড়ো হয়ে মহুয়া মৈত্রকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে প্রতিবাদ দেখায়। সেই ঘটনার ভিডিও নিজেই সোশাল মিডিয়ায় দিয়েছিলেন সাংসদ। পাশাপাশি ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করেন তিনি। তবে মহুয়ার অভিযোগ ছিল, তাঁর উপর হামলা ও বিক্ষোভের ঘটনায় দায়ের হওয়া অভিযোগকে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে উল্টে তাঁর বিরুদ্ধেই

দায়ের হওয়া এফআইআরের ভিত্তিতে সক্রিয় হয়েছে পুলিশ। তাঁর দাবি, ঘটনার প্রকৃত অভিযোগের তদন্তের পরিবর্তে তাঁকেই আইনি জটিলতার মুখে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতেই নিজের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য পুলিশি পদক্ষেপ ঠেকাতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সেই আবেদনের শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে স্পষ্ট করেন, মামলার পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত পুলিশের তরফে মহুয়ার বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা যাবে না। আগামী ২১ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আদালত। রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরোধী শিবিরের নেতা-নেত্রীদের ঘিরে বিক্ষোভের পাশাপাশি ডিম ছুড়ে প্রতিবাদের ঘটনা একাধিকবার সামনে এসেছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের নেতাদের লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ, বিক্ষোভ এবং অপমানজনক আচরণের অভিযোগ উঠেছে। কোথাও

● এরপর ৬ পাতায়...

অভিষেকের বিরুদ্ধে কত মামলা?

পুলিশের কাছে জানতে চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ একের পর এক মামলার ফাঁসে কার্যত জেরবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিভিন্ন থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ঠিক কতগুলি মামলা রুজু হয়েছে, এবার সেই সুনির্দিষ্ট খতিয়ান সরাসরি পুলিশের কাছে তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিভিন্ন থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের চরিত্র ও সংখ্যা নিয়ে রাজ্য পুলিশকে রিপোর্ট পেশ করার মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আগামী বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিন শুনানির শুরুতে অভিষেকের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, তাঁর মক্কেল রাজ্যের একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়ার কারণেই প্রতিহিংসাবশত তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা রুজু করা হচ্ছে। ঘন ঘন পুলিশি তলবের মুখোমুখি হতে গিয়ে

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হেনস্থার শিকার হতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁর আইনজীবী। আইনজীবীর এই সওয়াল শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, ‘‘আদালত তো ইতিমধ্যেই ওঁর রক্ষাকবচ দিয়ে রেখেছে। তাহলে পুলিশ ডাকলে তদন্তে সহযোগিতা করতে অসুবিধা কোথায়?’’ একই সঙ্গে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। অন্যদিকে, মামলাকারীর আইনজীবী দাবি করেন, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন এফআইআর দায়ের হচ্ছে সাংসদের বিরুদ্ধে। এখনও পর্যন্ত অন্তত আটটি মামলার হদিস পাওয়া গেছে। এই চাপানউতরের মাঝেই ঠিক কতগুলি এফআইআর রয়েছে, তার একটি স্পষ্ট রূপরেখা পেতে পুলিশকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমার নির্দেশ দেয় আদালত। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৎকালীন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও প্রায় একই রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের

● এরপর ৬ পাতায়...

প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রীকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তেও আসতে শুরু করেছে নতুন বার্তা। এবার সেই তালিকায় যোগ হল একটি ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যের জন্য ফের নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই উদ্যোগকে রাজনৈতিক মহলে ‘সৌজন্যের নজির’ বলেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মতাদর্শে বিস্তর ফারাক থাকা সত্ত্বেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট প্রয়াত হন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর মৃত্যুর পর পাম অ্যাভিনিউয়ের ৫৯এ নম্বরের ছোট্ট ফ্ল্যাটেই আগের মতো বসবাস করে আসছেন তাঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য। তবে মীরা দেবীর জীবনযাত্রায় কোনও জৌলুস আসেনি। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি অত্যন্ত সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করছেন, যা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রাজনৈতিক জীবনেরও অন্যতম পরিচয় ছিল। সূত্রের খবর, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর তৎকালীন

রাজ্য সরকার ওই ফ্ল্যাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেয়। সেই সিদ্ধান্তকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে সরকার পরিবর্তনের পর সেই অবস্থান বদলাতে চলেছে। নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মীরা ভট্টাচার্যের নিরাপত্তা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। খুব শীঘ্রই পাম অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে ফের নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং রাজনৈতিক সৌজন্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। কারণ, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং শুভেন্দু অধিকারী সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিনিধি। তবুও রাজনৈতিক বিরোধিতাকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা সম্মানের পথে বাধা হতে দেননি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক বার্তা বহন করছে বলেই মত অনেকের। মীরা ভট্টাচার্যের জীবনযাপনও বরাবরই আলোচনার বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিলাসবহুল সরকারি বাসভবনে না উঠে পাম অ্যাভিনিউয়ের ছোট্ট ফ্ল্যাটেই থাকতে

● এরপর ৬ পাতায়...

কালীঘাট তৃণমূল ছাড়লেন মদন মিত্র!

বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার ঘরে বসেই সমস্ত পদ থেকে ইস্তফার ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ মঙ্গলবার প্রবল জল্পনা তৈরি হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মদন মিত্রকে নিয়ে। কারণ তিনি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের অন্যতম নেতা সন্দীপন সাহার বাড়িতে গেছিলেন। আর বুধবার বড় ঘোষণা করলেন তিনি। সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মদন। বিধানসভায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঘরে তাঁর পাশে বসেই এই ঘোষণা করেন বিধায়ক। পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির নজরে কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের পরিবার। বিধায়কের স্ত্রী এবং দুই পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই আবহেই মঙ্গলবার রাতে মদন মিত্র সোজা হাজির হন এন্টালির তৃণমূল বিধায়ক তথা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের অন্যতম সদস্য সন্দীপন সাহার বাবা এবং এন্টালির প্রাক্তন বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার বাড়িতে। সেখানে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক চলে। তারপরই জল্পনা ছড়ায় যে তিনি শিবির বদলাচ্ছেন। বুধবার সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন মদন নিজেই। বুধবার বিধানসভায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে তাঁর পাশে বসেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া সব পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি। মদনের কথায়, ‘‘তৃণমূলে ছিলাম, তৃণমূলেই আছি। শুধু এ ঘর থেকে ও ঘরে গেলাম।’’ পাশাপাশি স্পষ্ট করেছেন, আগামী ২১ জুলাই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরের শহিদ দিবসের কর্মসূচিতেই উপস্থিত থাকবেন তিনি। উল্লেখ্য, স্বর্ণকমল সাহাও এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি এন্টালি থেকে জয়ী হয়েছিলেন। তবে পরবর্তী নির্বাচনে দল তাঁকে টিকিট

● এরপর ৬ পাতায়...

১৮ দিনে সোনমের আমরণ অনশন!

জীবন বাঁচাতে ‘জোর করে’ খাওয়ানোর আর্জি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাইঃ টানা অনশনের জেরে ক্রমশই ভাঙছে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের শরীর। কিন্তু শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটলেও কোনও অবস্থাতেই অনশনমঞ্চ ছাড়তে নারাজ লাদাখের এই সমাজকর্মী। বুধবার তাঁর এই আমরণ অনশন আন্দোলন ১৮ দিনে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে সোনমের জীবনরক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবার সরাসরি

দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক আইনজীবী। সোনমকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে ‘জোর করে’ খাওয়ানোর আবেদন জানিয়েছেন তিনি। সেই আর্জির ভিত্তিতেই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিল দিল্লি হাইকোর্ট। দিল্লির যন্তরমন্তরে সোনম ওয়াংচুকের এই দীর্ঘ অনশন আন্দোলন নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন আইনজীবী রাকেশকুমার সাইনি। তাঁর মূল আর্জি হল, সোনমের শারীরিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারকে জরুরি নির্দেশ দিক আদালত, যাতে অবিলম্বে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আবেদনপত্রে আইনজীবী উল্লেখ করেছেন, ‘সোনম ওয়াংচুককে দ্রুত কোনও সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোক।’ সেখানে তরল খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান ও ভিটামিন তাঁকে জোর করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হোক। একই সঙ্গে সমাজকর্মীর স্বাস্থ্যের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়েছে ওই আবেদনে। আইনজীবী রাকেশকুমার সাইনির এই আর্জির গুরুত্ব বুঝে বুধবারই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। আদালতের প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্র উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ এই অনুমতি প্রদান করে। গত ১৭ দিন

● এরপর ৬ পাতায়...

আড়াই হাজার লোক নিয়ে বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে ২১ জুলাইয়ের সভা করতে পারবেন মমতা, নির্দেশ কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ হাতে আর পাঁচ দিন রয়েছে। তারপরই ২১ জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ। এবার তৃণমূল দু’ভাগে বিভক্ত। তাই দু’দুটো শহিদ সমাবেশ। ইতিমধ্যেই ঋত-তৃণমূলকে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে, কালীঘাট তৃণমূল কোথায় শহিদ সমাবেশ করবে তা নিয়ে চলছিল বিতর্ক-আলোচনা। জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। অবশেষে সেই সমস্যার সুরাহা। ২১ জুলাইয়ের সভা এবার বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে করতে পারবে কালীঘাট তৃণমূল। শর্ত সাপেক্ষে তেমনই অনুমতি দিল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ। শহিদ দিবস কালীঘাট তৃণমূল কোথায় পালন করবে সেই নিয়ে এ দিন মামলা শুরু হয় হাইকোর্টে। প্রথমে হাজরায় প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে ইচ্ছুক নন বলে জানিয়েছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীঘাট তৃণমূলের দাবি ছিল ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে শহিদ সমাবেশ। যদিও, তাতে অনুমতি দেয়নি কোর্ট। পরে আদালত রাজ্যের কাছে জানতে চায় ডোরিনা ক্রসিং অথবা এসপ্ল্যানেড পূর্বের মধ্যে কোথায় কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। খানিক

সময় নিয়ে এসে রাজ্যের অবস্থান জানানোর নির্দেশ দিয়ে বিচারপতির বেঞ্চ। তারপর বেলা সাড়ে বারোটায় মামলা আবার শুরু হয়। রাজ্য সময় নিয়ে এসে জানায়, ওয়েলিংটনে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সভা হলে ভালো হয়। এখানে দু’হাজার সমর্থককে অনুমতি দেওয়া হতে পারে। দশ হাজারের বেশি হলে ব্রিগ্রেডে যেতে হবে। বিড়লার কাছে হাসপাতাল ও স্কুল আছে। তাই সম্ভব নয়। অপরদিকে, আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোর্টে বলেন, ‘‘২৭ জুনে আমরা ভেন্যু চেয়েছি। পাইনি। আমাদের পরে যারা চেয়েছে তাদের শহিদ মিনার দিয়েছে।’’ রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বা এজি সুরজিৎ মিত্র বলেন, ‘‘দশ হাজার সম্ভব নয়। ওয়েলিন্টন বেশি দূর নয়।’’ পাল্টা কল্যাণ আবার বলেন, ‘‘তাহলে নবান্নের সামনে সভা করার অনুমতি দিন। পুলিশের ইচ্ছে নেই কোনও অনুমতি দেওয়ার। ব্রিগ্রেড হলে আগেই বলতে পারত। আমি সেখানে এক লাখ লোক আনতাম। অন্যান্য গ্রুপের ক্ষেত্রে দশ হাজার লোক আনার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে কীভাবে? আমার বেলায় বাধা কেন?’’ এরপর পুলিশের তরফে আদালতে জানানো হয় শহিদ মিনারে সভার অনুমতি কংগ্রেসের রয়েছে। তারা ১০ হাজার লোক আনতে পারবে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের তৃণমূল গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সভা করবে। সেখানে সাতশো থেকে আটশো লোককে আনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তখনই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘আমার মনে হয়

● এরপর ৬ পাতায়...

অমরনাথ যাত্রায় আরও ৬,২৫১ জন পুণ্যার্থী, দলে ৫০ জন বিদেশিও

জম্মু(সংবাদ সংস্থা), ১৫ জুলাই ঃ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বুধবার ভোরে জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে অমরনাথ যাত্রার উদ্দেশে আরও ৬ হাজার ২৫১ জন পুণ্যার্থীর একটি নতুন দল রওনা দিয়েছে। তাদের মধ্যে ৫০ জন বিদেশি ভক্তও রয়েছেন।বুধবার প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ২ হাজার ৯৮৫ জন পুণ্যার্থী বালতাল রুট এবং ৩ হাজার ২৬৬ জন পহেলগাঁওয়ের নুনওয়ান বেস ক্যাম্পের পথে যাত্রা শুরু করেন। মোট ২৩০টি গাড়ির কনভয়ে ছিল ১৩৭টি বাস, ৩৪টি মাঝারি আকারের যান এবং ৫৯টি হালকা মোটরযান।এদিনের যাত্রীদলে ছিলেন ৪ হাজার ৪৩৯ জন পুরুষ, ১ হাজার ৬১৪ জন মহিলা, ১৩ জন শিশু, ৭৮ জন সাধু, ৫৩ জন মহিলা সন্ন্যাসী, এক জন কিশোর সাধু, তিন জন রূপান্তরকামী পুণ্যার্থী এবং ৫০ জন বিদেশি পুরুষ ভক্ত।বালতালগামী কনভয় ভোর ২টা ৪২ মিনিটে এবং পহেলগাঁওগামী কনভয় সকাল ৩টা ২৭ মিনিটে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রওনা দেয়।উল্লেখ্য, ২ জুলাই জম্মু থেকে অমরনাথ যাত্রা শুরু হওয়ার পর বুধবারের এই দলসহ ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে পবিত্র অমরনাথ গুহামন্দিরের উদ্দেশে রওনা হওয়া মোট পুণ্যার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৯ হাজার ২৮৭ জন।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদী ও লোকসভার অধ্যক্ষ সহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই ঃ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ দেশের একাধিক প্রবীণ নেতা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থ, দীর্ঘায়ু ও সফল জীবন কামনা করেছেন।বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল গুজরাটকে উন্নয়নের এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করেন।লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে তাঁর উত্তম

স্বাস্থ্য, সুখ ও মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করেছেন।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্গদর্শনে তিনি গুজরাটের উন্নয়ন যাত্রাকে নিরন্তর এগিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি ভগবান সোমনাথ মহাদেবের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করি ভূপেন্দ্রভাই প্যাটেলকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে ঈশ্বরের কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু ও মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা করেছেন।প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, ভূপেন্দ্র প্যাটেল প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা নিয়ে গুজরাটের বিকাশকে নতুন গতি দিতে এবং সুশাসনের ভাবনাকে শক্তিশালী করতে ক্রমাগত কাজ করে চলেছেন। তিনি জনসেবায় উৎসর্গীকৃত মুখ্যমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করেন।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, রাজ্যের ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আশা করি, প্রভু শ্রীরামের কৃপাদৃষ্টি সর্বদা আপনার ওপর বজায় থাকবে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দ্বারকাধীশ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে উত্তম স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, এবং সুখময় জীবনের আশীর্বাদ দান করেন। আপনার দক্ষ নেতৃত্বে গুজরাট প্রগতি ও জনকল্যাণের নতুন নতুন কীর্তি স্থাপন করুক।মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের জন্মদিনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি সহ দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন। তাঁরা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্ব এবং উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি গভীর আস্থা ও সম্মান প্রকাশ করেছেন।

বাণিজ্যে নতুন যুগের সূচনা, ব্রিটেনের বাজারে প্রবেশাধিকার ভারতের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৫ জুলাই ঃভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত সার্বিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি বুধবার থেকে কার্যকর হয়েছে। এই চুক্তির সুবাদে ভারতের ৯৯ শতাংশ পণ্যই বিনা শুল্কেই ব্রিটেনের বাজারে প্রবেশাধিকার পাবে। কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করা এবং দুই দেশের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত ও ব্রিটেনের সহযোগিতার প্রতিফলন হল এই চুক্তি। এই চুক্তির আওতায় নেই ডায়েরি ও কৃষি ক্ষেত্র।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, কার্যকর হওয়া ব্যাপক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষা চুক্তি, ভারত-ব্রিটেন অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এই চুক্তি ভারতের কৃষক, উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-কে নতুন গতি দেবে এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাণবন্ত সেক্টর ব্রিটেনের বাজারে আরও শক্তিশালী প্রবেশাধিকার লাভ করবে। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, এটি প্রযুক্তি, পেশাগত পরিষেবা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে আরও গভীর করবে এবং একইসঙ্গে দক্ষ ভারতীয় প্রতিভাদের জন্য বৃহত্তর গতিশীলতাকে সমর্থন করবে।

জটিল হচ্ছে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি, ইরানের বন্দরে অবরোধ শুরু আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ১৫ জুলাই ঃ ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি। ইরানের বন্দরগুলিতে পুনরায় অবরোধ শুরু করেছে আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে পিছু হটতে নারাজ ইরানও। যদিও, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসা জাহাজের ওপর অতিরিক্ত টোল আরোপের হুমকি থেকে পিছু হঠেছেন। এর আগে পণ্যবাহী জাহাজের সুরক্ষার জন্য ২০ শতাংশ টোল আদায়ের কথা জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। যদিও সেই পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছেন তিনি। এর পরিবর্তে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে তিনি নতুন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি্র পরিকল্পনা করেছেন তিনি।এদিকে, তেহরান স্পষ্ট করে দিয়েছে, আমেরিকার সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (মউ) থেকে তারা বেরিয়ে আসছে। দুই পক্ষের এই বিরোধে আবার পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল।

শতাব্দী রায়ের গাড়িতে উড়ে এল ডিম, তৎপরতা পুলিশের

বীরভূম, ১৫ জুলাই ঃএবার শতাব্দী রায়কে লক্ষ্য করে ডিম হামলা! ঘটনাস্থল বীরভূম জেলার সিউড়ি। জেলাশাসকের দফতরে দিশার মিটিং সেরে বেরোনোর সময় শতাব্দী রায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে সিউড়ির চৈতালি মোড়ের কাছে। সে সময়ে শতাব্দী গাড়িতেই ছিলেন।কয়েকজন শতাব্দীকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। খবর পেয়ে

পুলিশ তৎপর হয়। শতাব্দীকে ঘিরে গাড়িতে তুলে দেয় পুলিশ। কিন্তু শতাব্দীর গাড়ি চৈতালি মোড়ের কাছে পৌঁছলে কয়েকজন ডিম ছুড়ে দু'চাকার গাড়িতে পালিয়ে যায়। যা শতাব্দীর গাড়ির পিছনের কাচে লাগে।

সল্টলেকের বন বিতানে অরণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ সল্টলেকের বন বিতানে অরণ্য সপ্তাহের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গাছ পুঁতে অরণ্য সপ্তাহ পালনের সূচনা করলেন তিনি। শুভেন্দু-সহ অন্যান্য অধিকারিকবৃন্দ পতাকা নেড়ে অরণ্য রথের সূচনা করেন। এদিন এক পে। মা কে নাম কর্মসূচির অধীনে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু।অরণ্য সপ্তাহের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ' রাজ্যে কংক্রিটের জঙ্গল। বিভিন্ন বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করার সময়ে নির্দিষ্ট শতাংশ সবুজ রাখার কথা বলা হয়। কিন্তু বিল্ডিং তৈরির সময়ে গাছ লাগানোর নিয়ম কেউ মানে না। তরাই-ডুয়ার্সের অবস্থা দেখে কষ্ট হয়। সব ধ্বংস করেছে, গাছকেও ছাড়েনি।' এদিনের অনুষ্ঠান থেকে প্রকৃতিকে রক্ষা করার বার্তা দেন তিনি।

মুম্বইয়ে সুড়ঙ্গের ভিতরে গাড়িতে আগুন

মুম্বই, ১৫ জুলাই ঃ চলন্ত গাড়িতে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়ালো মুম্বইয়ে। বুধবার দুপুরে মুম্বইয়ের কোস্টাল রোডের সুড়ঙ্গের ভিতরে একটি চলন্ত গাড়িতে হঠা আগুন লেগে যায়। যার ফলে সুড়ঙ্গের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে, প্রায় ২০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। জ্বলন্ত গাড়িটির পিছনে বেশ কয়েকটি যানবাহন আটকে পড়ায় রাস্তার ওই অংশে কিছু সময়ের

২০১৫-তে পথচলা শুরু, স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের ১১ বছর পূর্ণ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৫ জুলাই ঃদেখতে দেখতে ১১ বছর পূর্ণ হলো স্কিল ইন্ডিয়া দফতরের। বুধবার দেশজুড়ে স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের একাদশ বার্ষিকী পালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালে এই মিশনটি চালু করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা এবং সুস্থায়ি জীবিকার জন্য যুবকদের শিল্প-সম্পর্কিত দক্ষতায় সজ্জিত করা।স্কিল ইন্ডিয়া হলো কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উদ্যোগ, যা যুবকদের বিভিন্ন দক্ষতার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করে তাদের আরও বেশি কর্মসংস্থান যোগ্য করে তোলে। এটি লক্ষ লক্ষ যুবককে শিল্প-সম্পর্কিত দক্ষতায় ক্ষমতায়ন করেছে, যা কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা এবং দেশ গঠনের সুযোগ তৈরি করেছে।দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্য গড়তে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ কোটিরও বেশি তরুণ-তরুণীকে ক্ষমতায়ন করেছে। স্কিল ইন্ডিয়া মিশনের অধীনে প্রতি বছর এক কোটিরও বেশি যুবক প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে এক কোটি ৬৫ লক্ষেরও বেশি যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হযেছে। ভারত যখন 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন প্রতিটি নাগরিকের সম্ভাবনাকে উন্মোচন করতে এবং অন্তর্ভুক্তি মূলক, সুস্থায়ী প্রবৃদ্ধি চালনা করতে দক্ষতায় বিনিয়োগ করা অপরিহার্য।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের বদলি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত, পড়ুয়াহীন ও অতিরিক্ত শিক্ষক থাকা বিদ্যালয়গুলির জন্য নতুন নিয়ম চালু

কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে নতুন পরিচালন বিধি (এসওপি) জারি করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নতুন এই ব্যবস্থার অধীনে, যে সমস্ত বিদ্যালয়ে একটিও পড়ুয়া নেই (শূন্য নাম নথিভুক্তকরণ) অথবা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন, সেখানকার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এমন বিদ্যালয়ে বদলি করা হবে যেখানে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে।শিক্ষা দফতর স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, শূন্য নাম নথিভুক্তকরণ থাকা বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বহাল রাখার কোনও যৌক্তিকতা নেই। এই ধরণের সমস্ত কর্মীদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এমন বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হবে। একইভাবে, যেসব বিদ্যালয়ে নির্ধারিত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শিক্ষক আছেন, সেখান থেকেও অতিরিক্ত শিক্ষকদের অন্য বিদ্যালয়ে পাঠানো হবে।এই বদলি প্রক্রিয়াটি

পড়ুয়া-শিক্ষক অনুপাতের ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হবে। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক পিছু পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি, সেগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেখানে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রতিটি জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ শিক্ষক-ঘাটতি থাকা বিদ্যালয়গুলির তালিকা প্রকাশ করবে। এই তালিকায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের নাম, জেলা, ব্লক, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের সংখ্যা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদের বিবরণও উল্লেখ থাকবে।নতুন নিয়ম অনুযায়ী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষককে অতিরিক্ত শিক্ষকের তালিকায় রাখা হবে না। তবে সহকারী শিক্ষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে এবং তাঁদের বদলি করা যাবে।পরিচালন বিধিতে আরও বলা হয়েছে, কোনও পড়ুয়াহীন বিদ্যালয় থেকে সমস্ত শিক্ষক ও কর্মী স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়ার পর, ওই বিদ্যালয়ের ভবন এবং অন্যান্য সম্পত্তির দেখভালের দায়িত্ব সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট সহ-বিদ্যালয় পরিদর্শকের ওপর বর্তাবে। তাঁরা বিদ্যালয়ের সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে জমা দেবেন।মাধ্যমিক স্তরের যেসব বিদ্যালয়ে কোনও পড়ুয়া নেই অথচ অনুমোদিত শিক্ষক পদ রয়েছে, সেখানকার সেই পদগুলি বিলুপ্ত করে শিক্ষক-ঘাটতি থাকা বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হবে।শিক্ষা দফতরের বক্তব্য, এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল রাজ্যে উপলব্ধ শিক্ষকদের ভারসাম্যপূর্ণ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাতে শিক্ষক সংকটের কারণে কোনও বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ব্যাহত না হয়। তবে শিক্ষক সংগঠনগুলির একাংশ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে, জ্যেষ্ঠতার নিরিখে বদলি এবং অতিরিক্ত শিক্ষক নির্ধারণের এই প্রক্রিয়ার কারণে ভবিষ্যতে বিতর্ক তৈরি হতে পারে।

দম থাকলে ব্রিগেড ভরিয়ে দেখান', ২১ জুলাই নিয়ে 'কালীঘাট তৃণমূল'-কে দিলীপ ঘোষের খোঁচা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গে ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবস পালন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই শিবিরের মধ্যে চলা রাজনৈতিক দা টানাটানির আবহে কালীঘাট তৃণমূলের তীব্র সমালোচনা করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, যদি কর্মী-সমর্থকদের আস্থা পাশে থাকে, তবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করে ময়দান ভরিয়ে দেখাক তারা আর তা না পারলে বা।তিেই শহিদদের ছবিতে মালা দিয়ে অনুষ্ঠান করুক।বুধবার সকালে ইকো পার্কে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মুড়ি খাওয়ার ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, যদি সাহস থাকে তবে ব্রিগেডে যান। যদি কর্মী-সমর্থক থাকে তবে ব্রিগেড ভরিয়ে দেখান। আর যদি তা করতে না পারেন, তবে বাড়িতে শহিদদের ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বছরের পর বছর ধরে ২১ জুলাই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে।

১৯৯৩ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তকালীন যুব কংগ্রেসের মহাকরণ অভিযান চলাকালীন পুলিশের গুলিতে ১৩ জন কর্মীর মৃত্যুর স্মরণে এই দিনটি পালন করা হয়। ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ধর্মতলায় এই উপলক্ষে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হতো।তবে এবার তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ভাঙনের পর পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী নিজেদের আসল তৃণমূল দাবি করে ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচির ওপর নিজেদের অধিকার জাহির করছে। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট গোষ্ঠীও পৃথক কর্মসূচির প্রস্তুতি নিচ্ছে।দুই শিবিরের পক্ষ থেকেই ধর্মতলায় সভা করার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ সেখানে সভা করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। এরপর ঋতব্রত গোষ্ঠীকে মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে কর্মসূচি করার অনুমতি দেওয়া হয়। অন্যদিকে, কালীঘাট গোষ্ঠীকে পুলিশের পক্ষ থেকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেনি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, দলে ভাঙন ধরার পর ব্রিগেড ময়দান ভরানো নিয়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তার কারণেই হয়তো এই প্রস্তাব এ।ানো হয়েছে।এই প্রসঙ্গে কালীঘাট শিবিরের দিকে নিশানা সেঁধে দিলীপ ঘোষ বলেন, সংগঠন ও কর্মীদের ওপর ভরসা থাকলে ব্রিগেডে শক্তি প্রদর্শন করা উচিত ছিল। তিনি এও বলেন যে, বড় সমাবেশ করা সম্ভব না হলে ঘরে বসে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানোও সম্মান প্রদর্শনের একটি ভালো উপায় হতে পারে।অন্য দিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে, উপযুক্ত স্থান না পাওয়া গেলে প্রয়োজনে তিনি রিকশায় চড়েও ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি পালন করবেন।

১৫ দিন পর খুলল দীঘার জগন্নাথ দেবের গর্ভগৃহের দ্বার, রথযাত্রার মহাপ্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি,দীঘা, ১৫ জুলাই ঃ দীর্ঘ ১৫ দিনের অনবসর পর্ব বা স্নানপর্ব শেষে বুধবার পুনরায় খুলে দেওয়া হল দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার। স্নানযাত্রার পর থেকে প্রথা অনুযায়ী বিগত ১৫ দিন ভক্তদের জন্য প্রভুর দর্শনে নিষেধাজ্ঞা ছিল। এদিন ভোর ৬টায় মন্দিরের দরজা খোলার পর থেকেই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার নবযৌবন রূপ দর্শনের জন্য হাজার হাজার ভক্তের ঢল নেমেছে দীঘায়।বৃহস্পতিবার রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দীঘার জগন্নাথ মঃিদরে এখন মহাপ্রস্তুতি চলছে। ইতিমধ্যেই সমুদ্রনগরীতে পুণ্যার্থীদের ঢল নামতে শুরু করেছে। রথযাত্রার দিন লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে বলে অনুমান করছে মন্দির কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসন। ভক্তদের সুরক্ষায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। বলভদ্র, সুভদ্রা ও জগন্নাথ দেবের তিনটি রথ সাজানোর কাজও শেষপর্যায়ে।দীঘার জগন্নাথ মঃিদর ট্রাস্ট ও প্রধান পুরোহিত রাধারমণ দাস জানিয়েছেন, অনবসরের ১৫ দিন শেষে জগন্নাথ, বলরাম ও দেবী সুভদ্রার পুনরায় দর্শন লাভ ভক্তদের কাছে এক পরম আনন্দ ও আবেগের মুহূর্ত। দীঘার এই ঐতিহাসিক রথযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য আমরা সকল ভক্তকে আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবারের দীঘার রথযাত্রায় বিশেষ রদবদল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত বছর দীঘার মন্দিরের প্রথম রথযাত্রার সূচনা করেছিলেন তকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবার রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর, দীঘার রথযাত্রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পিতা তথা কাঁথির প্রাক্তন সাংসদ শিশির অধিকারী। তিনিই এবার রথের রশিতে প্রথম টান দেবেন। ইতিমধ্যেই মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে উৎসবের সম্পূর্ণ সময়সূচিও ঘোষণা করা হয়েছে।ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় রথযাত্রা উৎসবের সূচনা হবে। গর্ভগৃহ থেকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে তিনটি রথে আসীন করানো হবে। দুপুর ১টা থেকে আ।াইটে পর্যন্ত তিনটি রথ সাজানো হবে এবং রথে অধিষ্ঠিত অবস্থায় বিগ্রহদের বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হবে। এরপর দুপুর ৩টে থেকে সাড়ে ৩টে পর্যন্ত চলবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং বিকেল সাড়ে ৩টেয় রথের রশিতে টান দেবেন শিশির অধিকারী। বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যে রথ মাসির বাড়ি গুন্ডিচা মন্দিরে পৌঁছাবে।

রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন রজনীশ কুমার আগরওয়াল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৫ জুলাই ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক রজনীশ কুমার আগরওয়াল বুধবার রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। সংসদ ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে সাংবিধানিক শপথ নেন।ভারতের উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি. পি. রাধাকৃষ্ণন তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণের মাধ্যমে আগরওয়াল আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চকক্ষের সদস্য হিসেবে নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।বিজেপির সংগঠনিক স্তরে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় রজনীশ কুমার আগরওয়াল মধ্যপ্রদেশে দলের রাজ্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তাঁকে দলের বিভিন্ন নেতা ও শুভানুধ্যায়ীরা শুভেচ্ছা জানান।

বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজীবীদের জালে উঠে এল 'গুপ্তধন', কী পেলেন?

সংবাদ সংস্থা, মহাবলীপুরম, ১৫ জুলাইঃ বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। জাল ফেললেন। জালে মাছ উঠে এল না। কিন্তু, যা উঠে এল, তা দেখে রীতিমতো চমকে উঠলেন তাঁরা। এ যেন 'গুপ্তধন'। মৎস্যজীবীদের জালে উঠে এল ৫০০ বছরের প্রাচীন মূর্তি। ঘটনাটি তামিলনাড়ুর মহাবলীপুরম উপকূলের কাছে। মনে করা হচ্ছে, পাচারের সময় কোনও বাধা পেয়ে সম্ভবত পাচারকারীরা মূর্তিটি বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে গিয়েছেন। বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন পণ্ডীচেরি কারাইকাল ফিশিং হারবার থেকে ১৬ জন মৎস্যজীবীর একটি দল। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে মাছ ধরছিলেন মৎস্যজীবীরা। মধ্যরাতে মহাবলীপুরম উপকূলের কাছে মাছ ধরার সময় আচমকাই তাঁদের জালে ভারী কিছু একটা আটকে পড়ার অনুভূতি হয়। জল থেকে জাল উপরে তুলতেই চোখ কপালে ওঠে মৎস্যজীবীদের। তাঁরা দেখেন, জালের সুতোয় পেঁচিয়ে রয়েছে একটি বিশাল প্রাচীন মূর্তি। মৎস্যজীবীরা কারাইকাল বন্দরে ফিরে আসেন। এবং মূর্তিটি সুরক্ষিত হেফাজতের জন্য কারাইকালের ডেপুটি কালেক্টর হাতে তুলে দেন। প্রাথমিক তদন্তের পর বিশেষজ্ঞদের অনুমান, উদ্ধার হওয়া মূর্তিটি ৫০০ বছরেরও বেশি পুরোনো এবং এর উৎস তামিলনাড়ু হতে পারে। সমুদ্রের তলদেশে এই প্রাচীন মূর্তি কীভাবে এল, তা নিয়ে জোর কদমে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জোড়াবাটে বন্যা প্রতিরোধে ১৫০ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তের

গুয়াহাটি, ১৫ জুলাই ঃ গুয়াহাটির জোড়াবাটে আকস্মিক বন্যা প্রতিরোধে রিং রোড প্রকল্পের অধীনে ১৫০ কোটি টাকার বন্যা প্রশমন প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, এই উদ্যোগের লক্ষ্য জোড়াবাটে বারবার সৃষ্ট জলাবদ্ধতা এবং আকস্মিক বন্যা-সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা। বুধবার অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের অষ্টমদিনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, অতি সম্প্রতি জোড়াবাটে যে আকস্মিক বন্যা হয়েছে, তাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামোগত সমাধানের প্রয়োজনয়ীতা স্পষ্ট করে তুলেছে। জোড়াবাট অসম ও মেঘালযকে সংযুক্তকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথ।তিনি বলেন, ' গত পরশু আমরা জোড়াবাট এলাকায় ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার সাক্ষী হয়েছি। গুয়াহাটি রিং রোড প্রকল্পের বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর)-এর আওতায় জোড়াবাটের আকস্মিক বন্যা সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষভাবে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরামর্শদাতারা বন্যা প্রতিরোধমূলক প্রকৌশল নকশা প্রস্তুত করছেন। পাশাপাশি, প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে আইআইটি গুয়াহাটির প্রযুক্তিগত অনুমোদন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার বিশ্বাস, রিং রোড প্রকল্পের কাজ শুরু হলে জোড়াবাটে এ ধরনের আকস্মিক বন্যার পরিস্থিতি আর সৃষ্টি হবে না।' তিনি জোড়াবাটের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার কথাও বলেছেন তাঁর বক্তৃতায়। বলেন, অসম ও মেঘালযকে সংযুক্তকারী এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে যানজট এখন নিত্যদিনের ঘটনা।এই সড়কে যানবাহনের চাপ কমাতে সরকার দিগারু-নারেঙ্গি সড়ককে চার লেনে উন্নীত করার প্রস্তাব করেছে বলেও তিনি জানান। এই সড়কটি জাগিরোড এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে গুয়াহাটিগামী যাত্রীদের জন্য বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সহযোগিতা কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী ডিমরিয়া ও দিশপুরের বিধায়কদের প্রস্তাবিত সড়ক সম্প্রসারণে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

প্রথম একদিনের ম্যাচে ভারত ইংল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারাল

লন্ডন, ১৫ জুলাই ঃমঙ্গলবার ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম একদিনের ম্যাচে ভারত ইংল্যান্ডকে ৬ উইকেটে পরাজিত করেছে। বার্মিংহামের এজবাস্টনে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ড ২৫৮ রানে অলআউট হয়ে যায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভারত ২৮ বল বাকি থাকতেই ২৬২ রান করে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।ইংল্যান্ডের ইনিংসে জো রুট ৭৬ এবং বেন ডাকেট ৪৩ রান করেন। ভারতের পক্ষে অক্ষর প্যাটেল সর্বোচ্চ ৪টি উইকেট নেন। রান তাড়া করতে নেমে ভারত ৪৫.২ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে করে ২৬২ রান। ওপেনার শুভমান গিল ৮০ এবং অক্ষর প্যাটেল অপরাজিত ৫৭ রান করেন।অলরাউন্ড নৈপুণ্যের জন্য অক্ষর প্যাটেল ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকারা শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে সতেজ এবং শক্তিতে ভরপুর বোধ করবেন। এটি আপনার জন্য ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গ্রহণের জন্য সঠিক সময়। বিবাহের যোগ হবে।
বৃষঃকাজের চাপ এবং ঘরে বিরোধ কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে। সন্দেহজনক আর্থিক কারবারে জড়িয়ে পড়া থেকে সতর্ক থাকুন।
মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে। আপনি আপনার যোগাযোগ ক্ষমতাকে আরও ভাল ভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।
কর্কটঃ জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক দিন হবে, যেখানে আপনি নতুন শক্তি এবং অনুপ্রেরণা অনুভব করবেন। আর্থিক উন্নতি।
সিংহ ঃ আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। বিদেশী দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীদের আজ অর্থ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কন্যাঃএই দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক দিন হবে, যেখানে আপনি নতুন শক্তি এবং অনুপ্রেরণা অনুভব করবেন। সংসারে শান্তি ফিরবে।
তুলাঃ ক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে গিয়ে আপনার ভালো বন্ধুর সাথে কিছু সুখপ্রদ স্মৃতি কাটান। অর্থের ব্যয়
বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন। শুভদিন।
ধনুঃআপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। অর্থের ব্যয়।
মকরঃমকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।
কুম্ভঃহৃদরোগীদের জন্য কফি ছাড়ার পক্ষে এটি সঠিক সময়। পরবর্তী যে কোন ব্যবহার আপনার হার্টে অহেতুক (অপ্রয়োজনীয়) চাপ সৃষ্টি করবে। কাউকে প্রভাবিত করার জন্য বেশী খরচ করবেন না।
মীনঃ আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিন্তু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে মানসিক ব্যায়ামে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন। অর্থ ব্যয়।

আবহাওয়া

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি অথবা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝা।গ্রাম জেলার এক-দুটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, সেই সঙ্গে বজ্রপাতেরও আশঙ্কা রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলেও বর্ষার প্রভাব বেড়েছে। আবহাওয়া দফতর দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। এছাড়া কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার-সহ উপ-হিমালয় সংলগ্ন এলাকাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। একটানা বৃষ্টির কারণে তিস্তা, তোর্সা ও জলঢাকা-সহ প্রধান নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূলবর্তী এলাকায় সমুদ্র অত্যন্ত উত্তাল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে, যার গতিবেগ সর্বোচ্চ ৫৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। নিরাপত্তার স্বার্থে আবহাওয়া দফতর ১৫ জুলাই থেকে ১৮ জুলাই পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বুধবার আংশিক থেকে মেঘলা আকাশ থাকবে এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার অনুমান রয়েছে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় বৃষ্টির আগে পর্যন্ত আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৮শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৩০মিনিট এবং রাত ১০ টা ৪২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৪৩ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০২মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২২মিনিটে হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতির একটি বহুচর্চিত মামলা

ভুয়ো জমির নথিতে ৪ কোটি টাকার ঋণ! হাওড়া থেকে গ্রেপ্তার ৩, উদ্ধার দেড় কোটি নগদ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতির একটি বহুচর্চিত মামলায় বড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশ। ভুয়ো জমির নথি এবং জাল ভবন অনুমোদনের নকশা জমা দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণ নেওয়ার অভিযোগে হাওড়া থেকে তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মানস রায়, তাপস রায় এবং তন্ময় রায়। তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ প্রায় দেড় কোটি টাকা উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। বুধবার ধৃতদের কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়।

পুলিশ সূত্রের দাবি, ২০১৮ সালে ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় চার কোটি টাকার ঋণ নেওয়া হয়েছিল। ঋণের নিরাপত্তা হিসেবে ব্যাঙ্কের কাছে একাধিক জমির নথি জমা দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নথিগুলি যাচাই করতে গিয়ে জানতে পারেন, জমির কাগজপত্র ভুয়ো এবং সেই নথির ভিত্তিতেই ঋণ অনুমোদন করানো হয়েছিল। অভিযোগ, ঋণ পাওয়ার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিতভাবে জাল নথি তৈরি করা হয়। বিষয়টি সামনে আসার পর একই বছর হেয়ার স্ট্রিট থয়লখিত অভিযোগ দায়ের করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। অভিযোগের

ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ তদন্ত শুরু করে। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ব্যাঙ্ক জালিয়াতি দমন শাখা মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে এবং দীর্ঘ তদন্তের পর হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকেই প্রথমে মানস রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাপস রায় এবং তন্ময় রাযকেও আটক করা হয়। এরপর তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ প্রায় দেড় কোটি টাকা উদ্ধার হয়। ওই বিপুল পরিমাণ নগদের উৎস কী এবং তা জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, অভিযুক্তরা শুধু ভুয়ো জমির নথিই নয়, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নামে একটি জাল ও ভুয়ো ভবন অনুমোদন পরিকল্পনাও ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। সেই নথিগুলিও ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হতে পারে বলে তদন্তকারী সূত্রের ইঙ্গিত। পুলিশের দাবি, ধৃত মানস রায়ের বিরুদ্ধে অতীতেও একাধিক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই সমস্ত মামলার নথিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে এই চক্রের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া য়াশাপাশি, এই জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে অন্য কোনও ব্যক্তি বা বৃহত্তর নেটওয়ার্ক জড়িত রয়েছে কি না, তাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। তদন্তকারীরা এটাও খতিয়ে দেখছেন, অভিযুক্তদের সঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দলের কোনও যোগসূত্র ছিল কি না। এখনও পর্যন্ত সেই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেনি পুলিশ। উদ্ধার হওয়া দেড় কোটি টাকার বাইরে ঋণের বাকি অর্থ কোথায় গিয়েছে এবং সেই টাকা কারা ব্যবহার করেছে, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাওড়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নতুন রূপে সজ্জিত মালদা বিভাগের শিবনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশন

মালদা, ১৫ জুলাইঃ ভারতীয় রেলের আধুনিক ও যাত্রীবান্ধব রেলস্টেশন গড়ে তোলার অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবে, পূর্ব রেলের মালদা বিভাগের অন্তর্গত শিবনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প -এর আওতায় আধুনিকীকরণ ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন রূপে সজ্জিত এই স্টেশনটি আধুনিক যাত্রীসুবিধার সঙ্গে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে আরও নিরাপদ, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে এবং একই সঙ্গে আঞ্চলিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। মালদা বিভাগের সাহিবগঞ্জ-ভাগলপুর রেলপথে অবস্থিত এনএসজি-৫ শ্রেণিভুক্ত শিবনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশন বিহারের ভাগলপুর জেলার মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগস্থল। জাতীয় সড়ক-৮০-এর নিকটবর্তী এই স্টেশন প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী ও কর্মজীবী মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। এই অঞ্চল তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য সুপরিচিত এবং নিকটবর্তী ভাগলপুর শহর ভারতের সিল্ক সিটি নামে খ্যাত, যা শতাব্দীপ্রাচীন রেশম শিল্পের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত।

রথের দড়ি টানার আগে টিকে থাকার লড়াই

প্লাস্টিকের বাজারে অস্তিত্ব বাঁচাতে মরিয়া নবদ্বীপের কাঠের রথশিল্পীরা

ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া,১৫ জুলাই ঃ রথযাত্রা মানেই উৎসব, ভক্তি আর শৈশবের স্মৃতি। একসময় রথের মেলায় কাঠের ছোট ছোট রথ না কিনে বাড়ি ফেরা যেন ভাবাই যেত না। সেই ঐতিহ্যের সাক্ষী আজও নবদ্বীপের রাণীরচড়া এলাকার মিস্ত্রিপাড়া। তবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে বাজার, বদলেছে মানুষের পছন্দ। প্লাস্টিকের তৈরি রঙিন রথ ও খেলনার ভিড়ে ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ছে হাতে তৈরি কাঠের রথ। তবুও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন স্থানীয় কারিগররা। রথযাত্রাকে ঘিরেই সারা বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় আসে মিস্ত্রিপাড়ার শিল্পীদের জীবনে। এই কয়েকদিনের বিক্রির উপরই নির্ভর করে বহু পরিবারের অতিরিক্ত আয়। তাই কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় প্রস্তুতি। কাঠ সংগ্রহ, নকশা তৈরি, কাঠামো বানানো, রং ও কারুকার্য-সবই চলে ধাপে ধাপে। কিন্তু এ বছর সেই কাজে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে টানা বর্ষা।বৃষ্টির কারণে খোলা জায়গায় কাজ করা সম্ভব হয়নি। ঘরের ভেতরে সীমিত জায়গায় কাজ করায় উৎপাদনের গতি কমেছে। অনেক রথ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল। ফলে সময়মতো বাজারে সব রথ পৌঁছে দেওয়া নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।স্থানীয় কারিগর সুজিত শর্মা বলেন, সাধারণত রথযাত্রার আগেই অধিকাংশ কাজ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এবার বৃষ্টির জন্য শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। তাঁর কথায়, উঠোনে কাজ করা যায়নি। বাধ্য হয়ে ঘরের মধ্যে কাজ করেছি। তাই আগের তুলনায় কম রথ তৈরি করেছি।একই ছবি তুলে ধরেন কারিগর শংকর শর্মা। তিনি জানান, আগে যেখানে ১০০ থেকে ১৫০টি রথ তৈরি করতেন, সেখানে এবার বানিয়েছেন মাত্র ৫০ থেকে ৬০টি।

বাজারের চাহিদা বিবেচনা করেই উৎপাদন কমানো হয়েছে। তাঁর মতে, এখন ২০০ থেকে ২৫০ টাকার ছোট রথের ক্রেতাই বেশি। এক হাজার বা দেড় হাজার টাকার বড় রথের বাজার আগের মতো নেই। কারিগরদের দাবি, প্লাস্টিকের তৈরি রথ ও খেলনা সহজলভ্য হওয়ায় কাঠের রথের চাহিদা কমেছে। কম দামে আকর্ষণীয় প্লাস্টিকের সামগ্রী কিনছেন অনেকেই।ফলে ঐতিহ্যবাহী এই কুটিরশিল্প ক্রমশ কঠিন সময়ের মুখোমুখি হচ্ছে। তবুও বহু পরিবার এখনও বিশ্বাস করেন, রথযাত্রার আসল আবেগ জড়িয়ে রয়েছে কাঠের তৈরি রথের মধ্যেই।একটি কাঠের রথ তৈরি করতে প্রয়োজন ধৈর্য, দক্ষতা ও সময়। কাঠ কাটা থেকে শুরু করে কাঠামো তৈরি, প্রলেপ দেওয়া, রঙের কাজ, সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং শেষে চাকা বসানো-প্রতিটি ধাপই সম্পূর্ণ হাতে সম্পন্ন হয়। এই শিল্প কেবল জীবিকার মাধ্যম নয়, নবদ্বীপের ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতিরও এক মূল্যবান অংশ।প্রতিবছরের মতো এবারও পোড়ামাতলা, রাধাবাজার-সহ নবদ্বীপের বিভিন্ন বাজারে নিজেদের তৈরি রথ নিয়ে বসবেন মিস্ত্রিপাড়ার কারিগরেরা। শেষ মুহূর্তে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং ক্রেতাদের ভিড় বাড়লে কিছুটা হলেও ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে বলেই আশা তাঁদের। বাজারের প্রতিযোগিতা যতই বাড়ুক, প্লাস্টিকের দাপট যতই বিস্তার লাভ করুক, নবদ্বীপের এই কারিগরদের হাতেই এখনও বেঁচে আছে কাঠের রথ তৈরির বহু প্রাচীন ঐতিহ্য। রথের চাকা যেমন প্রতি বছর ঘুরে নতুন পথের সূচনা করে, তেমনই এই শিল্পও নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে প্রতিটি রথযাত্রায়।

বাংলায় ৮২ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পে সবুজ সংকেত

১২৫ দিনের কাজে মজুরি বৃদ্ধি, আবাস থেকে কৃষি-একগুচ্ছ ঘোষণায় কেন্দ্র-রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রায় ৮২,৪৯২ কোটি টাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প এবার নতুন করে গতি পেতে চলেছে। রেল, জাতীয় সড়ক, মেট্রো, গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি এবং আবাসন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার নবান্নের সভাঘরে সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানান, পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়ে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন পূরণ সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কেন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, নির্বাচনের আগে দেওয়া কর্মসংস্থান, আবাসন এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পথে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম হাতে কাজ, পেটে ভাত এবং মাথার উপর ছাদ নিশ্চিত করব। আজ কেঃদ্রীয় মন্ত্রীর ঘোষণার মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাস্তবায়নের পথে এগোল। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ২ কোটি ৫৬ লক্ষ জব কার্ডধারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি কেঃদ্রীয় আবাস যোজনার আওতায় প্রথম দফায় ১ লক্ষ নতুন বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন মিলেছে। এতে বহু গৃহহীন ও নিম্নআয়ের পরিবার উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিন শ্রমিকদের জন্যও বড় ঘোষণা করা হয়েছে। ' ভারত' কর্মসূচির আওতায় ন্যূনতম দৈনিক মজুরি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন কাঠামো অনুযায়ী অদক্ষ শ্রমিকরা পাবেন ৩০০ টাকা, আধা-দক্ষ (সেমি-স্কিলড) শ্রমিকদের জন্য ৪৫০ টাকা এবং দক্ষ শ্রমিকদের জন্য ৬০০ টাকা দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনও কারণে কাজ বন্ধ থাকলে শ্রমিকদের জন্য অতিরিক্ত ৫০ দিনের কর্মসংস্থানের সুযোগ রাখা হবে বলে জানান কেঃদ্রীয় মন্ত্রী।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আর্থিক ক্ষমতায়নেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ' দিদি' এবং দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-র অধীনে প্রায় ৮০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে ২৪৫ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ এবং ৫০ কোটি টাকার কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড অনুমোদন করা হয়েছে। এই অর্থ ক্ষুদ্র উদ্যোগ, উৎপাদন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে বলে সরকারের দাবি। কৃষিক্ষেত্রেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। শিবরাজ সিং চৌহান জানান, পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ব ভারতের বীজ উপাদনের প্রধান কেঃদ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আলুবীজ এবং হাইব্রিড ভুট্টার বীজ উপাদনের জন্য কেঃদ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া মালদহ জেলায় আম, লিচু এবং অন্যান্য উদ্যানপালন ফসলের উন্নত চারা উপাদনের জন্য ১০০ কোটি টাকার আইসিএআর প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। অন্যদিকে, হুগলির চুঁচুড়া ধান গবেষণা কেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানের ' অফ এক্সেলেন্স' হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা কৃষি গবেষণা ও আধুনিক প্রযুক্তি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নেও কেন্দ্র বড় আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি মনরেগা প্রকল্পের জন্য ৭০০ কোটি টাকা রাজ্যকে বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা-র আওতায় প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রথম পর্যায়ে ১,০০০ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে এবং স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশে নতুন গতি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার সকালে 'অরণ্য সপ্তাহ' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে দূষণমুক্ত ও সবুজ রাজ্যে পরিণত করতে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ প্রয়োজন। বিশেষ করে নারকেল-সহ বিভিন্ন ফলজ গাছ লাগানোর ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, এগুলি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি বজ্রপাতের ঝুঁকিও কমাতে সহায়ক হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, গত কয়েক বছরে অনিয়ন্ত্রিত নগরায়নের ফলে রাজ্যের বহু এলাকা কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বিল্ডিং নির্মাণের সময় নির্ধারিত পরিমাণে বৃক্ষরোপণের নিয়ম অনেক ক্ষেত্রেই মানা হয়নি বলেও তিনি মন্তব্য করেন। উত্তরবঙ্গের একাধিক অঞ্চলে বনভূমি কমে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগের আহ্বান জানান। কর্মসংস্থান, আবাসন, কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং পরিবেশ-এই পাঁচটি ক্ষেত্রকে সামনে রেখে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে ঘোষিত নতুন প্রকল্পগুলি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছে প্রশাসন।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় বিমলগড় স্টেশনের পুনর্উন্নয়ন

কলকাতা, ১৫ই জুলাই ঃ ভারতীয় রেলের স্টেশনগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে রেল মন্ত্রক 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প' চালু করেছে। উন্নত পরিকাঠামো, সহজ প্রবেশযোগ্যতা এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে যাত্রীদের জন্য পরিষেবার মানোন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পটি স্থানীয় চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি, এটি আঞ্চলিক উন্নয়ন, পর্যটন এবং সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থাকেও সহায়তা করে। সামগ্রিকভাবে, দক্ষিণ পূর্ব রেলের মোট ৭২টি স্টেশনের উন্নয়ন এই প্রকল্পের আওতায় করা হবে। প্রতিটি স্টেশনের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট স্টেশনের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। ও।শির সুন্দরগ। জেলায় অবস্থিত এবং চক্রধরপুর বিভাগের আওতাধীন বিমলগড় রেল স্টেশনটিকে 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প'-এর অধীনে উন্নত করা হয়েছে। যাত্রী ও পণ্য-উভয় ধরনের পরিবহনের ক্ষেত্রেই এই স্টেশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পুনর্‌উন্নয়ন কাজের ফলে স্টেশনটি আরও পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ এবং যাত্রী-বান্ধব হয়ে উঠবে। 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প'-এর আওতায় স্টেশনটিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে বিমলগ। স্টেশনের পুনর্‌উন্নয়ন আধুনিক, সর্বজনীন এবং যাত্রী-কেন্দ্রিক রেল পরিকাঠামো গড়ে তোলার পথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

বড়মার মন্দিরে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নৈহাটি, ১৫ জুলাই ঃ নৈহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা অশোক চট্টোপাধ্যায়কে বুধবার সকালে গ্রেফতার করল পুলিশ। নিজের বাড়ি থেকেই তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বিশেষ করে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ সামনে আসার পর তদন্তে গতি আসে। সেই তদন্তের জেরেই প্রাক্তন পুরপ্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবারই অশোক চট্টোপাধ্যায়কে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে। তদন্তকারীদের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনি জমায়েত, দাঙ্গা-সহ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযোগের প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখতে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন বলেই মনে করছে পুলিশ। গ্রেফতারের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেন, গত ১১ বছর ধরে তিনি মানুষের পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথায়, ১১ বছর মানুষকে পরিষেবা দিয়েছি। কোথাও বোধহয় অন্যায় হয়েছে, ভুল হয়েছে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিরোধীদের একাংশের দাবি, এই বক্তব্য কার্যত তাঁর প্রশাসনিক ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি। যদিও এ বিষয়ে তাঁর আইনজীবীদের তরফে এখনও কোনও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অশোক চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে আলোচিত অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে নৈহাটির ঐতিহ্যবাহী বড়মার মন্দিরে আর্থিক অনিয়মের বিষয়টি। মঃিদর কমিটির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছিলেন, মঃিদরের আর্থিক লেনদেনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। সেই অভিযোগে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের নাম উঠে আসে। তদন্তকারীরা সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই নথিপত্র সংগ্রহ করে তদন্ত শুরু করেন। এই ঘটনার পর অশোক চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন নৈহাটির বিধায়ক সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে একাধিক অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে অশোকের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, ' ওঁর সময়কালে অনেক অন্যায়, দুর্নীতি করেছেন। অন্যায় করলে তো গ্রেফতার হতে হবে।'' বড়মার মন্দির প্রসঙ্গে বিধায়কের বক্তব্য, ' মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। আমার এলাকায় যদি কোনও অন্যায় হয় বিধায়ক হিসাবে আমি তো দায় এড়াতে পারি না। তেমনই উনিও বড়মার মন্দিরে কিছু হলে তার দায় এড়াতে পারেন না।''

বারুইপুরে গণপিটুনি কান্ডে গ্রেফতার আরো ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর,১৫ জুলাই ঃ বারুইপুরের সূর্যপুর গণপিটুনি কাণ্ডে আরেকটি সাফল্য পেল তদন্তকারী দল। মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করা হল আরও এক অভিযুক্তকে। ধৃতের নাম সাকিম লস্কর ওরফে কেলে। এখনও পর্যন্ত ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল হত্যা মামলায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল মোট ৮। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সূর্যপুর এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে তদন্তের স্বার্থে তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিস।

প্রাণিক লজিস্টিকস লিমিটেড
CIN: L60231WB2015PLC205412
নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ পি.এস. সৃজন টেক পার্ক, প্লট নং ৫২
ব্লক ডিএন, ১৪তম তলা, সেক্টর ৫, সল্ট লেক
উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১
ফোন নম্বরঃ ৯১ ৭৬৬৭৮৫২৪১৮, ওয়েবসাইটঃ www.pranikgroup.com
ই-মেইল আইডি ঃ investor.support@pranikgroup.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ২০২৬ সালের ৬ই আগস্ট, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে-সদস্যদের কোনো সাধারণ স্থানে সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই-৩রা জুলাই, ২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা-পাশাপাশি মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়) কর্তৃক যথাক্রমে ৮ই এপ্রিল ২০২০, ১৩ই এপ্রিল ২০২০, ৫ই মে ২০২০, ১৩ই জানুয়ারি ২০২১, ১৪ই ডিসেম্বর ২০২১, ৫ই মে ২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২, ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (General Circular) নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২১, ২১/২০২১, ০২/২০২২, ১০/২০২২, ০৯/২০২৩, ৯/২০২৪, ০৩/২০২৫-এর বিধানাবলি-এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('লিস্টিং রেগুলেশনস')-পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তি নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD 1/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD1/CR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167-এর বিধানাবলি-মেনে পরিচালিত হবে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) কর্তৃক যথাক্রমে ১২ই মে ২০২০, ১৫ই জানুয়ারি ২০২১, ১৩ই মে ২০২২, ৫ই জানুয়ারি ২০২৩, ৭ই অক্টোবর ২০২৩ এবং ৩রা অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জারি করা SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/ সংক্রান্ত নির্দেশিকা। শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন **বুধবার, ১৫ই জুলাই** ২০২৬ তারিখে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (Depository Participant) অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)-অর্থাৎ 'মাশিতলা সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড' (Maashitla Securities Private Limited)-অথবা কোম্পানির কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। ১২তম AGM-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https://pranikgroup.comfinancial-information-এ-ও পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('NSDL')-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ-অর্থাৎ NSE লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট https://www.nseindia.com-এ-ও এগুলি পাওয়া যাচ্ছে।

কোম্পানি আইন-এর ১০৮ নম্বর ধারা এবং এর সাথে পঠিত 'কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪'-এর ২০ নম্বর বিধি, 'ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া' কর্তৃক সাধারণ সভার (AGM) বিষয়ে জারি করা 'সিক্রেটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড' (SS-2) এবং 'লিস্টিং রেগুলেশনস'-এর ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুযায়ী-সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার (AGM) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং, ভিডিও কনফারেন্সিংঅডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (VCOVAM)-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ এবং সভায় ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদানের জন্য NSDL-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। ৩১ জুলাই, ২০২৬ (শুক্রবার)-যা 'কাট-অফ তারিখ' হিসেবে নির্ধারিত-তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের ধারণ করা শেয়ারের অনুপাতে তাদের ভোটিং অধিকার নির্ধারিত হবে। শুধুমাত্র সেইসব সদস্যই ভোট প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, যাদের নাম কাট-অফ তারিখে কোম্পানির 'সদস্য রেজিস্টার' (Register of Members) অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত 'বেনিফিশিয়াল ওনার্স রেজিস্টার'-এ (Register of Beneficial Owners) লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সদস্যরা ভিডিও কনফারেন্সিং (VC)-এর মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং VC সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি কোম্পানি আইনের ১০৩ নম্বর ধারার অধীনে সভার কোরাম (quorum) গঠনের উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (dematerialised) পদ্ধতিতে শেয়ার ধারণকারী সদস্য এবং যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়-এমন সদস্যদের ক্ষেত্রে রিমোট ই-ভোটিং ও সভায় ভোট প্রদানের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ৩রা আগস্ট, ২০২৬ (সোমবার) সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং ৫ই আগস্ট, ২০২৬ (বুধবার) বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন। এরপর এনএসডিএল (NSDL) কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থাটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।

যে সকল সদস্য ভিসিওএভিএম (VCOAVM) সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবগুলোর ওপর ভোট দেননি-অথবা ভোট প্রদানে অন্য কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত নন-তাঁরা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কোনো সদস্য একবার কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না। যে সদস্যরা এজিএম-এর আগেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরাও ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে তাঁরা পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না। এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পরে কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির সদস্য হন এবং 'কাট-অফ' তারিখে শেয়ারের মালিক থাকেন, তবে তিনি evoting@nsdl.com বা rta@maashitla.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যে ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এ নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য তাঁর বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা নোটিশে প্রদত্ত ই-ভোটিং এবং ভিসি (VC)-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ে নেন। পরিচালনা পর্ষদ মিসেস প্রাচী ভার্টিয়া-কে (একজন প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি এসিএস নং ৫৩০২২, সিপি নং ২২৯৬৪) এজিএম চলাকালীন ভোটদান এবং রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য 'স্ক্রুটিনাইজার' হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে এবং এই নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতিও পাওয়া গেছে।

শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন, নোটিশ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা যোগাযোগ পাঠানোর সুবিধার্থে, যেসব সদস্য এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নথিভুক্ত করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা তাদের 'ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট'-এর মাধ্যমে ডিপোজিটরির কাছে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করা শেয়ারের বিপরীতে এই তথ্যগুলো নথিভুক্ত করেন। বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ই-ভোটিং-এর ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল, স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য (যদি থাকে) কোম্পানির ওয়েবসাইট https://pranikgroup.com-এ এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে তার ওয়েবসাইট https://www.nseindia.com-এ পাওয়া যাবে। রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম (AGM)-এর সময় ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে, অনুগ্রহ করে www.evoting.nsdl.com-এর 'ডাউনলোডস' (Downloads) বিভাগে থাকা 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য 'ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল' দেখুন। এছাড়া টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-১০২০-৯৯০-এ কল করতে পারেন, evotingnsdl.com-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন, অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর সিনিয়র ম্যানেজার জনাব প্রীতম দত্ত-এর সাথে নির্দিষ্ট ইমেল আইডি pritamdnsdl.com বা টেলিফোন নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রাণিক লজিস্টিকস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর-
অনুশ্রী চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৬ই জুলাই, ২০২৬

দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে জোরকদমে রাজ্য, ১৯,২০৯ কোটি টাকার মেগা প্রকল্পে শুরু প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের

দাদনপাত্রবাড়ে প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্রবন্দর (ডিপ-সি পোর্ট) নির্মাণের প্রকল্পকে বাস্তব রূপ দিতে দ্রুত পদক্ষেপ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। দীর্ঘদিনের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রশাসনিক স্তরে তৎপরতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার শিল্প সচিব বন্দনা যাদব প্রকল্প এলাকার সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শিল্প সচিব দাদনপাত্রবাড়ে পৌঁছে প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত জমি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সম্ভাব্য নির্মাণ এলাকা এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখেন। পরে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক, জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রকল্পের অগ্রগতি, জমি সংক্রান্ত বিষয়, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ের পর্যালোচনা শেষ হওয়ার পর এবার প্রকল্পের জন্য দরপত্র (টেন্ডার) আহ্বানের প্রক্রিয়া শুরু করবে রাজ্য সরকার। এর মাধ্যমে নির্মাণ সংস্থা নির্বাচন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নের পরবর্তী ধাপ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে দাদনপাত্রবাড়ে একটি অত্যাধুনিক গভীর সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ১,৭০০ একর জমি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ১৯,২০৯ কোটি টাকা, যা রাজ্যের অন্যতম বৃহ পরিকাঠামো প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মিত হলে পূর্ব ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। বড় আকারের আন্তর্জাতিক কার্গো জাহাজ সরাসরি এই বন্দরে ভিড়তে পারবে, ফলে আমদানি-রপ্তানির খরচ ও সময় দুটোই কমবে। পাশাপাশি লজিস্টিকস, গুদামজাতকরণ, পরিবহণ এবং আনুষঙ্গিক শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। শুধু পূর্ব মেদিনীপুর নয়, গোটা রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যিক বিকাশে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করছে প্রশাসন। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য, দ্রুত প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু করা। সেই উদ্দেশ্যেই এখন জোর দেওয়া হচ্ছে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা, প্রয়োজনীয় অনুমোদন সংগ্রহ এবং দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ওপর।

রথযাত্রায় কড়া নিরাপত্তা বলয় কলকাতায়, রাস্তায় নামছে ২ হাজার পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ রথযাত্রা উপলক্ষে কলকাতাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। উৎসবের দিন যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা, যানজট বা আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, সেজন্য একাধিক স্তরে বিস্তৃত নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৯৪টি রথ বের হবে। এই বিপুল জনসমাগমকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, রথযাত্রাকে ঘিরে প্রায় ২ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ মোড়, ব্যস্ত রাস্তা, রথের নির্ধারিত রুট এবং জনবহুল এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি ট্র্যাফিক ব্যবস্থাপনা নির্বিঘ্ন রাখতে ট্র্যাফিক পুলিশের বিশেষ দলও দায়িত্ব পালন করবে, যাতে রথযাত্রার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের যাতায়াতে কোনও বড় ধরনের সমস্যা না হয়। বিশেষভাবে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সেখানে আগাম নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই সব এলাকায় রুট মার্চ শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। পুলিশের এই পদক্ষেপের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং সম্ভাব্য দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া সতর্কতা জারি করা। শুধু মাটিতে নয়, আকাশপথ থেকেও চলবে নজরদারি। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে। পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে কুইক রেসপন্স টিম মোতায়েন থাকবে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি, বিশৃঙ্খলা বা আইনশৃঙ্খলার অবনতির খবর পাওয়া মাত্র দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লালবাজারের পক্ষ থেকে শহরের সমস্ত থানাকে বিশেষ সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে। যে কোনও অভিযোগ বা জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখবেন কলকাতা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরাও। এদিকে রথযাত্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ইসকন কলকাতার রথযাত্রা। এই কর্মসূচির উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, তিনি দুপুর ১২টায় কলকাতার ইসকনের রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। এই অনুষ্ঠান ঘিরেও বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ সেখানে বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগমের সম্ভাবনা রয়েছে। রথযাত্রাকে ঘিরে ধর্মীয় উসবের আনঃদ বজায় রাখার পাশাপাশি নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে। উসব যাতে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়, সেদিকেই নজর কলকাতা পুলিশের।

মাদকদ্রব্য, নগদ টাকা সহ গ্রেফতার দুজন ঘুটিয়ারীশরিফ এলাকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,ক্যানিং, ১৫ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক অপরাধী আইনের হাতে গ্রেফতার হচ্ছে। তৎপর হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। আর এবার বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার অধীন ঘুটিয়ারীশরিফ ফাঁড়ির ওসি তুহিন মন্ডলের নির্দেশে পুলিশের বিশেম টিমের তৎপরতায় গোপন সূএে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে মাদকসহ গ্রেফতার দুজন।উদ্ধার ৩১০ গ্রাম হেরোইন ও ৬,৩০,০০০ টাকা। গোপন সূত্রে খবর আসে যে দুজন ব্যক্তি মাদক দ্রব্য বহন করে নবপল্লী থেকে ঘুটিয়ারি শরিফ রেল স্টেশনের দিকে আসছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল অর্থের বিনিময়ে অন্য এক ব্যক্তির কাছে সেই মাদক সরবরাহ ও বিক্রি করা। আর তা জানতে পেরে হাতে ধরে ফেলে পুলিশ। গ্রেফতার হওয়া দুজন হল- রোশনারা বিবি (৪৩ বছর)বাড়ি জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারি শরিফ হালদার পাড়া ও রাশিদ লস্কর (২২ বছর),বাড়ি জীবনতলা থানার ঘুটিয়ারীশরিফ হালদার পাড়া।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২২৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ৩১ আষাঢ়, ১৪৩৩

নবাব ওয়াজিদ আলি

মেটিয়াবুরুজের নবাব। নবাব তিনি সাজতে চাননি। কিন্তু নবাব হয়ে চেষ্টা করেছিলেন অন্তত কিছু পরিবর্তন আনতে। ওয়াজিদ আলি শাহের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় ব্রিটিশের সুচতুর কৌশলে। লখনউয়ের তখতে তাঁর ন'বছরের নবাবিকে চরিত্রহননের কালিমায় ঢেকে দিতে কম চেষ্টা করেননি গভর্নর জেনারেল ডালহৌসি। ব্রিটিশ সরকার শুধুমাত্র এই তথ্যই পরিবেশন করে গেছে যে তাঁর ৩৭৫ জন স্ত্রী ছিল। নবাবের সংস্কৃতিমনস্কতার কথা বিশেষ উল্লেখ করেনি। অথচ সে সময় গুরুত্বপূর্ণ কবি, গায়ক, বাদকদের কাছে মেটিয়াবুরুজ হয়ে উঠেছিল এক অবধারিত গন্তব্য। ১৮৫৬ সালে কলকাতায় নতুন ঠিকানা খুঁজতে হল ওয়াজিদ আলিকে। এই অবধি বোধহয় সকলেরই জানা। কিন্তু তিনি যে কলকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে প্রায় ৩২ বছর কাটিয়ে মারা যান। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ, তার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না। কলকাতার নির্বাসিত জীবনে নবাব নিজের লেখা নাটক 'রাধা কানহাইয়া কা কিসসা' মঞ্চস্থ করেন। এবং এই কিসসকোই বলা যায় প্রথম আধুনিক উর্দু নাটক। কৃষ্ণ ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় চরিত্র বস্তুতপক্ষে রোল মডেল বলা যায়। যমুনাতীরে পূর্ণিমা রাতে গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা নবাবের চিরকালীন অনুপ্রেরণা ছিল। কৃষ্ণের রাসলীলা থেকেই লক্ষ্মৌয়ে 'রহস'-এর সৃষ্টি। রহস নাটক হল নৃত্যনাট্য, যেখানে নির্দিষ্ট গল্প থাকতো। ওয়াজিদ আলির রহস বস্তুত অপেরা, যেখানে তিনি ব্রজ অঞ্চলে কৃষ্ণের জীবন নিয়ে প্রচলিত নৃত্যের সঙ্গে নিজস্ব কত্থকের কম্পোজিশন মিলিয়েছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন গুণী নৃত্যশিল্পী। ১৮৭৫ সালে তিনি- 'মুসান্মি বা বানি' নামে কত্থক নিয়ে একটি সচিত্র বই লেখেন যা মেটিয়াবুরুজে লিথোগ্রাফ করে ছাপা হয়। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত রূপ দু'টিই আছে। তাঁর সময়ে কত্থক শুধু হিন্দু শিল্পীদের মাঝে আবদ্ধ ছিল না, মুসলমান শিল্পীরাও একে গ্রহণ করে আরো পরিণত করেন। লক্ষ্মৌয়ে নবাবির সময় ওয়াজিদ আলি মোট চারটি জলসার আয়োজন করেন, আর মেটিয়াবুরুজে ১৮৫৯ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যে অন্তত ২৩টি। ১৮৬১ সাল থেকে মেটিয়াবুরুজে নিয়মিত 'রাধা কানহাইয়া কা কিসসা মঞ্চস্থ হয়েছে। লক্ষ্মৌয়ে ঘরানার কত্থকশিল্পীরা ওয়াজিদের সূত্রেই কলকাতায় সমাদৃত হন। তিনি বিখ্যাত সেতার বাদক ছিলেন। ওয়াজেদে আলীর আহবানে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দরবারে সুরবাহার বাজান। এই দরবারেই নাকি ওস্তাদ নিয়ামতুল্লা খান আধুনিক সরোদ সৃষ্টি করেন। ওয়াজেদ আলী তবলাকেও এ শহরে জনপ্রিয় করেন। সানাই, এস্রাজ, সুরবাহার,সরোদের সঙ্গেও জড়িয়ে তাঁর নাম। কিন্তু ব্রিটিশ উল্টো প্রচার করতে চেয়েছে তিনি ছিলেন খানিকটা নারীসুলভ, মদ্যপায়ী, নারীসঙ্গ লিপ্সু অথচ তাম্বুলবিলাসী হলেও নবাব এক ফোঁটা মদ বা আফিম কখনো স্পর্শ করেননি। ওয়াজেদ আলীর বিরুদ্ধে কোম্পানির শাসনকর্তাদের অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, ইংরেজদের কাছে যে যে কারণে তিনি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেননি। ১৮৮৭ সালে নবাব যখন পরলোকগমন করেন।

সত্যরঞ্জন বক্সি

বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের প্রায় সমস্ত অ্যাকশনেই তাঁর অদৃশ্য হাত ছিল। সত্যরঞ্জন বক্সি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সাংবাদিক। ১৮৯৭ সালের ১৪ই জুলাই বরিশালের গৌরনদী থানার বার্থী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে মাতুল হেমচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দল মুক্তি সংঘের (পরবর্তীকালে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে আইনের স্নাতক হন। এই সময় তিনি 'এশিয়াটিক ফেডারেশন' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নজরে আসেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পান। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি ওই পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে দেশদ্রোহিতার অপরাধে জরিমানাসহ তাঁর জেলযাত্রা শুরু হয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পেয়ে 'লিবার্টি' কাগজে যোগ দেন। লিবার্টি বন্ধ হলে 'অ্যাডভান্স' ও পরে শরৎচন্দ্র বসুর 'নেশন' কাগজে সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সহায়তা করে গেছেন সুকৌশলে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে, ঢাকায় লেম্যান, হাডসন, মেদিনীপুরে বার্জ, পেডি, ডগলাস, কুমিল্লায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর শান্তি-সুনীতির গুলি, অ্যান্ডারসনের উপর আক্রমণ বা রাইটার্স বিল্ডিং-এ অলিন্দ যুদ্ধের বিনয়-বাদল-দীনেশ এর আত্মাহুতি- এই সবের পিছনে কোনও না কোনও ভাবে তাঁর যোগদান ছিল। কোথাও পরামর্শদাতা, কোথাও আশ্রয়দাতা আবার কোথাও বা সহযোগী হিসাবে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী তিনি ছিলেনই। তিনি ও মেজর সত্য গুপ্ত নিরলস ভাবে অত্যন্ত সাবধানে ১৯৪১ সালে সুভাষের মহা নিস্ক্রমণের পরিকল্পনার ছক তৈরি করেছিলেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স-এর শান্তিময় গঙ্গোপাধ্যায়, যতীশ গুহ প্রমুখ বিপ্লবীদের সাথে সত্যরঞ্জনও গ্রেফতার হন। সামরিক বাহিনীর হেফাজতে ব্রিটিশ শাসকের অকথ্য অত্যাচার চালায় দিল্লির লালকেল্লায়। বন্দিদশায় যতীশ গুহ নির্মম অত্যাচারের ফলে মারা যান। কিন্তু সত্যরঞ্জন অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে থেকেও শেষে মুক্তি লাভ করেন। নেতাজী সম্পর্কে তাঁর অসামান্য রচনা হল - অ্যান অ্যাডভেঞ্চার ইন লাইফ।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

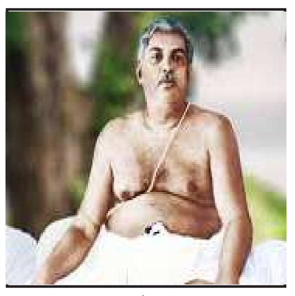

সৎ সঙ্ঘ মানেই হল সত্যের প্রকাশ। যারা সত্যে বিশ্বাসী এবং ভক্তিবাদে বিশ্বাসী তাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে সৎ সঙ্ঘ। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে।

মা সারদা দেবী

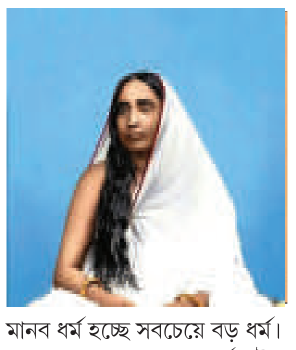

মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথ খুলে দেয়।

রথের মেলায় তাল পাতার বাঁশি আর বাজে না

শঙ্করলাল কর্মকার

(বাংলা ছিল শাক্ত মতে বিশ্বাসী। তন্ত্র মন্ত্র নিয়ে কাপালিকেরা বাংলার মানুষদের শোষন করতো এবং বিপদে পরিচালিত করতো। সেই শাক্ত বাংলাকে বৈষ্ণব ভক্তে পরিণত করতেন নবদ্বীপের মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। তিনি বাংলায় কৃষ্ণপ্রেমকে নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং উড়িশার পুরির রথকে বাংলায় নিয়ে আসলেন। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা বাংলার দেব দেবী রূপে পুজিত হতে থাকলো। তারপরে

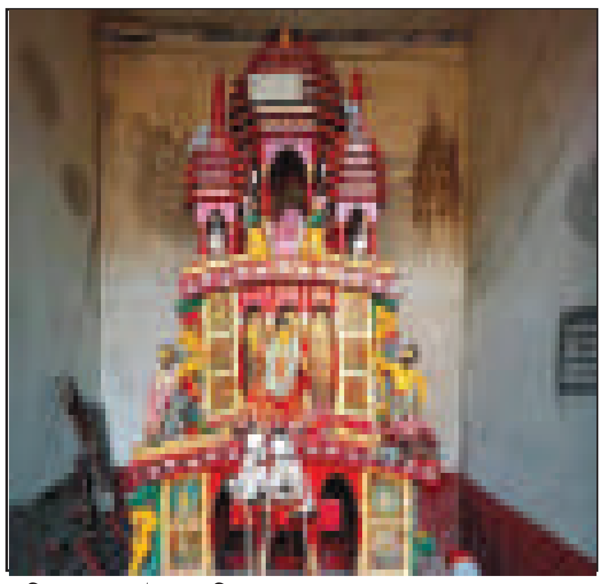

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও শাক্ত মতে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে তাঁর মন পরিবর্তন হয়ে বৈষ্ণব মতের বিশ্বাসী হন। যদিও তিনি কৃষ্ণের প্রেম ধর্মের চেয়ে তাঁর রাজনীতি এবং কূটনীতির দিকে বেশি নজর রেখে প্রচার করেছিলেন। তাঁর রচিত 'কৃষ্ণ চরিত্র' প্রবন্ধ খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।)

কলকাতার রথযাত্রা শুরু হয়েছিল বহুবাজার অঞ্চল থেকে। এর নাম অপভ্রংশ হয়ে বৌবাজার হয়েছে। কিন্তু এর আসল উচ্চারণ হচ্ছে বহুবাজার। এই বহুবাজার অঞ্চলে বহু উড়িশাবাসীরা বসবাস করতো। একনও বহু উড়িশার লোকেরা একানে থাকে। গোপী বোস লেন থেকে শুরু করে বহুবাজার অঞ্চলের প্রতিটি গলিতে উড়িশার বাসিন্দা দের দেখতে পাওয়া যাবে। তারাই কলকাতায় প্রথম রথ উৎসব শুরু করে। তবে আর একটি কারণ রয়েছে। অতীতে বহু বনেদি পরিবার পুরিতে বাগান বাড়ি করতো। সেখানে বছরে পাঁচ ছয়বার গিয়ে বসবাস করতো এবং প্রভু জগন্নাথ দেবকে ঘরের গৃহ দেবতা করে নিয়েছিল তারা। ফলে কলকাতায় বহু বনেদি বাড়ি থেকে এখনও রথ বের হয়। তখন ইসকন কোথায়? ইসকন তো প্রচারের আলোতে এসেনি। যাকগে সে কথা। কলকাতার ছোটবেলার রথের কথায় ফিরে আসা যাক।

রথের আগের দিন রাতের বেলায় ভালো করে ঘুম হতো না। তার একটি কারণ রয়েছে। ভোরবেলায় একজন তালপাতার বাঁশি তৈরি করে বিক্রি করতো মিত্রদের গাড়ি বারন্দার নিচে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে সেই তালপাতার বাঁশিওলায়া তাঁর ঝাকা নিয়ে এসে বসতো গাড়ি বারন্দার নিচে। তখন বাঁশির দাম ছিল এক পয়সা। এক পয়সা জোগার করা খুব কঠিন ছিল। বাড়ির বড়রা এক পয়সা হাতে দিলে সেই পয়সা নিয়ে দে দৌড়। একেবারে বাঁশিওয়ালার কাছে। সেই ধারালো ছুরি দিয়ে তালপাতা কেটে বাঁশি তৈরি করে দিত। সেটাতে ফুঁ দিয়ে বাজানোয় আমাদের খুব আনন্দ ছিল। তখন বাঁশিওয়ালার কাছে ছোটদের বিশাল লাইন পড়ে যেত। ধাক্কাধাক্কিও হতো। কে আগে বাঁশি নেবে তা নিয়ে রীতিমতো কসরৎ হতো বলা যেতে পারে। তখন এই বাঁশিতে ফুঁক দিয়ে আমাদের শৈশবের রথযাত্রা শুরু হতো বলা যেতে পারে। তারপরে রয়েছে রথ সাজানোর পালা। আমাদের বাড়িতে তখন একটি রথ ছিল। জ্যাঠাদের রথ আর কি। কিন্তু রথের দিন আমরা সবাই এক সঙ্গে মিলিত হতাম। সকাল বেলায় রথ সাজানোর জন্য গাছের পাতা চাই। কিন্তু গছের পাতা কী করে সংগ্রহ করা যেতে পারে। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকেই ছিল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। সেখান থেকে গাছের ডাল সংগ্রহ করার জন্য তৈরি থাকতে হতো। কিন্তু সেখানে যে মালি থাকতো সে কড়া নজর দিয়ে রাখতো সকাল বেলায় থেকে বাগানকে। সহজ ছিল না গাছের ডাল ভাঙা। তার হাতে ছিল একটি ছোট লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে রথের দিন ভোরবেলা থেকে মাঠ পাহারা দিত। বাঞ্ছারামের বাগান আর কি। মালির কড়া দৃষ্টির ফাঁক দিয়ে গাছের ডাল কাটা একেবারে অসম্ভব ছিল। ফলে রাস্তার গাছের ডাল কেটে পথ সাজানো হতো। রাস্তায় বড় বড় গাছ। সেই গাছেঠর ডাল কাটতে বড়দের সাহায্য ছাড়া হতো না। বড়রা মাত্র এই একটা দিন করুণা করে ছোটদের রথ সাজানোর জন্য গাছে উঠে পাতা সহ ডাল কেটে ফেলে দিত রাস্তায়। আমরা রাস্তা থেকে ডালসহ পাতা সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে চলে আসতাম। সারা দুপুর চোখের পাতায় ঘুম থাকতো না।

সকাল বেলায় জ্যাঠাদের বাড়ি ভালো করে জল দিয়ে ধোয়ার আয়োজন চলতো। সিঁড়ি থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত জল দিয়ে ধোয়া হতো। তখন আমার ঠাকুরমা বেঁচে ছিলেন। তিনি সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বাবন্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। মেথর এসে জল দিয়ে উঠান পরিস্কার করতো। মনে আছে আমি একবার শীতকালে মেথরকে ছুঁয়ে ফেলে ছিলাম। কলকাতায় তখন প্রচণ্ড শীত। রাজারহাট, ট্যাংরা এলাকা বনজঙ্গলে ভর্তি ছিল। সেখানে মাছ চাষ হতো। ফুলকপি বাধাকপি আসতো ধাপার মাঠ থেকে। নিউ টাউন ছিল বনজঙ্গল। লোকের বসবাস ছিল না বলতে গেলে চলে। সাপের ভয়ে সেখানে কেউ যেত না। রাজার হাট তখন গ্রাম ছিল। সন্ধ্যা হলেই রাত নেমে আসতো। যে কথাটা বলছিলাম, মেথরকে ছুঁয়ে দেওয়ার ফলে শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করতে হয়েছিল। এমনকী জামাকাপড় পর্যন্ত ধুঁয়ে ফেলতে হয়েছিল। তবেই ঘরে প্রবেশ করতে পারি। যাকগে। রথ সাজানোর জন্য ভাত খেয়ে কাজে নেমে পড়তাম। তখন আমাদের পিসির ভাইরা থাকতো। একসঙ্গে বসবাস করতাম। জ্যেঠার তত্ত্বাবধানে। রথটা তৈরি করে দিয়েছিলেন জ্যেঠামশাই। রথটাকে বের করে ভালো করে পরিস্কার করা হতো আগে থেকে। আমার এক কাকা ছিলেন। তিনি আগে থেকেই রথটাকে রং করে একেবারে নতুন করে তুলতেন। সেই রথ সাজানোর দায়িত্ব আমাদের ওপরে পড়তো। আমার পিসি দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলেদের নাম ছিল বুধো এবং সুধো। মেয়ের নাম ছিল আরতি। বড় একজন ছিল। সে কিন্তু এইসব ঝামেলাতে থাকতো না। রথটাকে সাজিয়ে জগন্নাথ সুভদ্রা এবং বলরামকে বসিয়ে বিকেল হলেই রাস্তার বের হয়ে পড়তাম।। কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে আস্তে আস্তে রথটাকে চালিয়ে একবার সুর্য সেন স্ট্রিটের দিকে আর একবার সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের দিকে নিয়ে আসতাম। এটাই ছিল আমাদের রথ পরিক্রমার করার রুট। এই পথ ধরে আবার উল্টো রথ বের করা হতো। তখন জগন্নাথের প্রসাদ ছিল নকুলদানা। নকুনল দানা এবং বড়দের কাছ থেকে চাঁদা চেয়ে বাতাসার ব্যবস্থাও করা হতো। বাতাসা ছিল ভাগ্যবান প্রসাদ। সেইগুলো আবার আমার পিসির ছেলেরা খেয়ে নিয়ে আমাদের নকুলদানা দিত। বলতো, বড় হলে তোরা বাতাসা পাবি। এখন নকুলদানা খেয়ে নে।

বহুবাজার অঞ্চলটা খুব বিরাট ছিল। শশীভূষণ দে স্ট্রিট থেকে শুরু করে একেবারে এমবি সরকার (বর্তমানে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া) হয়ে কোলে মার্কেট বরাবর এবং ওদিকে একেবারে বহুবাজারের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রথ যাত্রার মেলা বসতো। তখন ছিল পুলিশদের হ্যাফপ্যান্ট। পুলিশ দেখলেই ভয় পেত লোকেরা। এত বড় মেলাটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে হিমসিম খেতে হতো। মেলাতে বহু জিনিপত্র বিক্রি হত। বেতের চুপড়ি থেকে শুরু করে কাঠের খেলনা, মাটির খেলনাসহ আসবাব অনেক কিছু। বাড়ির মেয়েরা বেশি ভিড় করতো। তারা সংসারের জিনিস কিনে নিয়ে আসতো। ছুরি কাঁচি, নারকেল কুরানি, কুলো, বঁটি সহ আরও অনেক কিছু। আমরা একটি খেলনা পেলে যথেষ্ট মনে করতাম। তবে একটা জিনিস ছিল সেটা না হলে রথ যাত্রা একেবারে নিরস বলে মনে হতো। তখন রাস্তায় রাস্তায় অজস্র জেলে ভাজা এবং পাঁপড়ের দোকান বসতো। বিক্রিও হতো তেমনি। পাড়ার ছেলেরা সকাল বেলা থেকে রাস্তায় হাতা খুনতি নিয়ে বসে যেত। তৈরি করা হতো ইট আর মাটি দিয়ে অস্থায়ী উনুন। সেই উনুনে তেলের কড়া চাপিয়ে বেগুনি, পিয়াজি ভাজা হত। ভাজা হচ্ছে আর নিমেষের মধ্যে তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তেলেভাজা রথের দিন খেতে গেলে আপনাকে প্রায় আধ ঘন্টার মতো অপেক্ষা করে থাকতে হবে। বেগুনি, পিঁয়াজি, আলুর চপ এর চাহিদা বিশাল। তার পরে রয়েছে পাঁপড়। পাড়ার ছেলেরা রাস্তায় দোকান খুলে বসে পড়েছে। সেখানে পাঁপড় ভাজা হচ্ছে। আর কিনে খাওয়া হচ্ছে। জেলেভাজা আর পাঁপড় না খেলে রথের মেলাটা ঠিক জমে না। আমেজ ঠিক আসে না। দুটো পাঁপড় খেতাম। একটা ঠিক সন্ধ্যা হলেই। সেটা বাবা কিনে দিত। আর একটা জ্যাঠামশাই বহুবাজারের দোকান বন্ধ করে এলে। তখন আমাদের দোকানের পাশে ছিল ভাস্করের তেলেভাজার দোকান। ভাস্করদের বাড়ি ছিল ওড়িশাতে। রথের দিন তার ছেলেরা চলে এসে দোকান সামলাতো। ভাস্করের ছেলেদের মধ্যে কেউ পাঁপর ভাজতো। কেউ আবার তেলেভাজা ভাজছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের মনোহোলী রাজবাড়ি ইতিহাস ও ঐতিহ্য

রাজ কুমার সেন

ছোটবেলা থেকেই আমরা বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা রূপকথার গল্প শুনতে খুব ভালোবাসি। রূপকথা মানেই একটা বিশাল রাজবাড়ী থাকতে হবে। থাকতে হবে চোখ ধাঁধানো জৌলুশ। কিন্তু সেই ধরনে রাজবাড়ি পশ্চিমবাংলায় গুটিকয় আছে। আর সেখানে থাকতে গেলে রীতিমতো মোটা অঙ্কের গ্যাঁটের কড়ি গুনতে হবে। যারা পারবেন তারা কড়ি গুনবেন। আর যারা পারবেন না তারা, এক কালের চোখ ধাঁধানো প্রাসাদ যা আজ বয়সের ভারে জীর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু, প্রায় ধ্বংসোন্মুখ বা আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত। সেসব বাড়িতে গিয়ে কড়ি বরগা গুণতে পারেন। তার জন্য আলাদা করে কড়ি গুণতে হবে না। কিছু বাড়ির তো অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে রাজবাড়ী ছাড়াও বেশ কিছু জমিদার বাড়িও আছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে।

চলুন, আজ আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব তেমনই একটা ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবাড়ীর সাথে। মনোহালী জমিদারবাড়ী। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের অন্তর্গত মনোহালী গ্রামে বিশাল এলাকা নিয়ে দ্বিতল বিশিষ্ট এই জমিদার বাড়ী অবস্থিত। নামেই জমিদার বাড়ী, এখন জমিদারও নেই, জমি দারীও নেই। এখন এনারা নানা পেশায় নিযুক্ত। পাকাপাকিভাবে কেউই এই বাড়িতে থাকেন না। শুধু মাঝেমধ্যে আসেন। শেকড়ের টানে এবং অন্যান্য নানা কাজে।

মনোহালি হল তপন থানার একটি মৌজা। মনোহালি পুরাতত্ত্ব সমৃদ্ধ গ্রাম। বেশ কয়েক বছর আগেই এখান থেকে একটা তাম্রলেখ পাওয়া গিয়েছিল। এই তাম্রলেখটি পাল রাজা মদন পালের। এই লেখটি মনোহালি কপারপ্লেট নামে পরিচিত। এই গ্রামেই রয়েছে রাজা বানের স্মৃতি বিজড়িত বাণদিঘি। এই দিঘিকে ঘিরেই একটা রহস্যময় জনশ্রুতি আছে। এই জায়গার নামের সাথে বৌদ্ধ সংস্কৃতির স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এটা ইতিহাস। এবারে জনশ্রুতি বা গল্পটা বলি, এটা সত্যি কিনা আমার জানা নেই । সেই তাম্র লেখের পাঠোদ্ধার করে যা জানা গিয়েছিল, পাল বংশের রাজা মদন পালের রানী চিত্রমতিকা দেবীকে এক ব্রাহ্মণ মহাভারত পাঠ করে শোনাতেন। তার বিনিময়ে রাজা মদন পাল সেই ব্রাহ্মণকে বেশ কিছু নিষ্কর জমির দান করেছিলেন। সেই জায়গাটাই নাকি আজকের মনোহালি।

তবে এই বাণদীঘি থেকে নাকি আরও নানান প্রত্ন বস্তু পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে মাটি খুঁড়ে বজরার একটা অংশ পাওয়া গেছে। তাছাড়া এখানকার বিভিন্ন দিঘী ও পুস্করিনী থেকে এবং বিভিন্ন জায়গার মাটি খুঁড়ে, বেশ কিছু মূর্তি, মুদ্রা, বাসনপত্রের ভাঙ্গা অংশ, শীলালিপি ও আরো নানান প্রত্ন বস্তু উদ্ধার করা হয়েছিল। যেগুলো এখন কলকাতার মিউজিয়ামে, এবং বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

ঐতিহাসিকদের কাছে প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে এই জেলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই বিষয়টা আমরা যখন দিনাজপুরে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন এটা লক্ষ্য করেছিলাম যে এই পুরো গোটা জেলা জুড়েই বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর মূর্তি,ভগ্ন মূর্তি, শিলালিপি ইত্যাদি উদ্ধার হয়েছে। যার মধ্যে দুই একটা মূর্তি স্থানীয় মানুষদের বাড়িতেও ঠাঁই পেয়েছে।

এই মনোহালী জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন তারাচাঁদ বন্দ্যো পাধ্যায়। এনারা আদতে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সিংগী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এনারা বর্ধমান মহারাজার রাজসভা আলোকিত করে রাখতেন নানা শাস্ত্রজ্ঞানের মাধ্যমে। এনাদের পদবী বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও উপাধি ছিলো, তর্কালঙ্কার, তর্কপঞ্চানন, ন্যায়রত্ন, ন্যায়বাগীশ ইত্যাদি।

আজ থেকে দুশো বছরেরও আগে সম্ভবত ১৮৩০ সালে দিনাজপুরের রাজা (এনারা রাজা বললেও আসলে দিনাজপুর রাজবংশের শেষ রাজা রাধানাথ ১৮০১ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে মারা যান। রেখে যান বিধবা পত্নী প্রান সুন্দরী দেবী ও দত্তকপুত্র গোবিন্দনাথকে। অবশ্য তার আগেই দিনাজপুরের রাজত্ব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এর কারণ হল, ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর রাজস্ব ব্যবস্থার জটিলতা, সরকার ও জমিদারদের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন, নতুন ভূস্বামী সৃষ্টি। এর ফলে অনেক জায়গায় রাজত্ব প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে তৈরি হয়েছিল এক নতুন জমিদার শ্রেণী। দিনাজপুরের রাজত্বও টুকরো টুকরো জমিদারিতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা রাধানাথের মা রানী সরস্বতী দিনাজপুরের কালেক্টরের কাছে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা খুবই মর্মান্তিক। তিনি বলেন, তিনি নিজে এবং তাঁর বিধবা পুত্রবধূ প্রাণ সুন্দরী দেবী বেনামে কয়েকটি জমিদারি লট বা অংশ কিনে নেন। ফলে দিনাজ পুরে জমিদার পরিবারটি কোন মতে টিকে যায়। সেই সময় এই মনোহালি অঞ্চল

শান্তিপুরের রথ প্রাচীন হলেও পুরুলিয়ার মুন্নি বাঈয়ের রথ শতবর্ষ অতিক্রান্ত

রবীন্দ্রকুমার শীল

শান্তিপুরের অভিনব রথযাত্রা। কেবল রাস নয়, রথযাত্রাতেও শান্তিপুর অভিনব, কিন্তু কেন? রাস থেকে রথযাত্রা,যে কোনো বৈষ্ণবীয় উৎসব শান্তিপুর উৎযাপন করে স্বতন্ত্র ঘরানায়। সেই নিজস্ব নিয়মেই শান্তিপুরের রথযাত্রাও ভিন্ন স্বাদে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে কয়েকশো বছর ধরে। ভূ ভারতে সর্বত্র রথযাত্রা মানেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জগন্নাথদেব। সেখানে চৈতন্যপার্ষদ অদ্বৈতাচার্য্যের সাধনপীঠ শান্তিপুরের রথযাত্রা মূলত'রঘুনাথের রথযাত্রা'। শান্তিপুরের সবচেয়ে প্রাচীন বড় গোস্বামী বাড়ি, মধ্যম বা হাটখোলা গোস্বামী বাড়ির রথ বা সাহা বাড়ি প্রাচীন রথে শোভা পায় রঘুনাথ তথা রামচন্দ্রের মূর্তি। সঙ্গে জগন্নাথদেব থাকলেও রঘুনাথের প্রাধান্য চোখে পড়ার মত। যে রঘুনাথকে কেন্দ্র করে এই রথযাত্রা সেই রামচন্দ্রের মূর্তিটিও প্রচলিত মূর্তির থেকে একটু আলাদা প্রকৃতির। এখানে রামচন্দ্র পদ্মাসনে বসে, ধুতি, গায়ে চাদর ও গায়ের রঙ সবুজ।

সবচেয়ে প্রাচীন বড় গোস্বামী বাড়ির আদি রথটি ছিল লোহার,প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু। দেড়শো বছর আগে সেটি নষ্ট হলে বর্তমানে লোহার তুলনামূলক ছোট রথটি বর্তমান। বর্তমান রথটি তিরিশ ফুট উচ্চতার, নটি চূড়া ও নটি চাকাযুক্ত। চেন পুলির সাহায্যে রঘুনাথের মূর্তিকে রথের সর্বোচ্চ চূড়ায় তোলা হয়। তারপরই শুরু হয় রথযাত্রা। এছাড়াও আছে সাহা বাড়ি, গোকুল চাঁদের রথ যেটি বের হয় মধ্যম গোস্বামী বাটি থেকে। সব ক্ষেত্রেই ভক্ত সমাগমে রঘুনাথের রথযাত্রা পালন হয় স্বমহিমায়। রথের দিন থেকে উল্টো রথ অবধি চলে মেলা। যদিও রথকে ঘিরে মেলা প্রায় সব জায়গাতেই বসে, এর মধ্যে নেই কোনোই নতুনত্ব। তবে শান্তিপুরে আছে রথযাত্রায় অভিনত্ব আর নতুনত্ব। এখানের রথযাত্রার মূল আকর্ষণ ঘুড়ি উৎসব। চলে প্রতিযোগিতা। রথের দিন শান্তিপুরের আকাশ জুড়ে দেখা যায় পেটকাটি, মোমবাতি, ময়ূরপঙ্খী, মুখপোড়াদের। আর এই ঘুড়ি

উৎসবকে ঘিরে আবেগ, প্রস্তুতিটা চলে না জানি কত দিন ধরে। শিশু থেকে বয়স্ক সবাই মেতে ওঠে,বয়ে নিয়ে চলেছে এই পরম্পরাকে। তাই শুধু রাস নয় শাক্তবৈষ্ণবের মিলনস্থল উৎসব নগরী শান্তিপুর স্বমহিমায় ভাস্বর।

সামনেই রথযাত্রা। লখনৌ থেকে আগত এক অসাধারণ সুন্দরী বাঈজি মুন্নি বাই এসে পড়েছিলেন পুরুলিয়ার পঞ্চকোট রাজবংশের সব থেকে বিখ্যাত রাজা নীলমনি সিংদেও এর দরবারে। পরে তিনি নির্বাসিত হন পুরুলিয়া শহরের চক বাজারে। ইতিহাস পরিবর্তিত হয়েছিল। মুন্নি বাই পরিবর্তিত হয়েছিলেন বৈষ্ণবী মনমোহনী দাসীতে। তার প্রতিষ্ঠিত পিতলের রথের বয়স শতবর্ষ অতিক্রান্ত। এখনো রথের দিন সেই রথ চালানো হয় পুরুলিয়া শহরে। এই রথের সাথে জড়িয়ে আছে রাজ আমলের অনেক ইতিহাস। ইতিহাসের আলোতে সমৃদ্ধ হতে আপনারাও ঘুরে যেতে পারেন রথের দিনে এই পুরুলিয়ায়। মনি বাঈজি প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের মন্দির দেখে যেতে পারেন যেখানে আজও নিত্য পূজা হয়। পুরুলিয়ার শতবর্ষ অতিক্রান্ত পুরনো মণি বাঈজির রথ। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে ঢেউ খেলানো রাঙামাটির দেশ পুরুলিয়া। একদিকে অযোধ্যা পাহাড়। জঙ্গল, বামনি-টুরগা ঝর্ণা , হাতির পাল, হরিণ বাঘ- এরই মাঝে সমতলভূমি, মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে কাঁসাই নদী। এই লালমাটি, পাহাড় আর বনের দেশ পুরুলিয়ার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় ভাদু টুসু গান। এখানকার শিকড়ে লেপ্টে থাকা এই লোক গানের সাথে মিশে রয়েছে ইতিহাস ও কিংবদন্তির রূপকথারা। পুরুলিয়ার ইতিহাসে রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস বলতেই উঠে আসে প্রায় দু'হাজার বছরের প্রাচীন পঞ্চকোট রাজবংশের কথা। পঞ্চকোট রাজবংশের সপ্তম ও শেষ রাজধানী ছিল কাশীপুর আর এই রাজবংশের সবথেকে বিখ্যাত রাজা ছিলেন রাজা নীলমণি সিংদেও। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কাশীপুর রাজ বাড়ির বিশাল পরিবর্তন হয়। রাজা নীলমণি সিংদেও এবং তাঁর সুযোগ্য পৌত্র রাজা জ্যোতিপ্রসাদ সিংদেও এর হাত ধরে এক অনন্ত কৃতিত্বের নিদর্শন হয়ে দাঁড়ায় কাশীপুর রাজবাড়ি। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে পঞ্চকোটের সংযোজন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছ'টি সনেটের মধ্য দিয়ে। বাংলা সাহিত্যে 'পুরুলিয়া' শব্দটি তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। জীবন সায়াহ্নে কবি কাশীপুরে কাটিয়ে ছিলেন মহারাজা নীলমণি সিংহদেও এর রাজদরবারে। এই নীলমণি সিংহদেওয়ের সভাগায়ক ছিলেন যদুভট্ট এবং তাঁর পিতৃদেব মধুসূদন ভট্টাচার্য। যদুভট্টকে 'রঙ্গনাথ' উপাধি দেওয়া হয়। ভাদুগানেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নীলমণি সিংহদেও। সে সময় রাজবাড়ির দরবার থেকে ভেসে আসত ঝুমুর, ভাদু সহ বিষ্ণুপুরের উচ্চাঙ্গ ঘরানার বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। মৃদঙ্গের বোল আর বাঁশির মিঠে সুরে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে থাকতো। জনশ্রুতি আছে যে সেই সময় লখনউ থেকে বাঈজিরা আসতেন সঙ্গীত রসিক রাজা নীলমণি সিংদেওকে গান শোনাতে । সেরকমই একজন সুন্দরী বাঈজি এসেছিলেন সুদুর লখনউ থেকে যার নাম ছিল মুন্নিবাঈ। তাঁর রূপের এবং কণ্ঠের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল রাজ পরিবারের বাইরেও।

প্রতি সন্ধ্যায় রাজবাড়ির সান্ধ্য বাসর কে নিজের অপরূপ রূপমাধুরী, অসাধারণ নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধুর্য্যে মুগ্ধ করে রাখার জন্যই রাজা নীলমণি সিংদেও তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন রাজবাড়ির রাজমহলে । মুগ্ধ রাজা তাঁকে মুন্নি বাঈ না বলে মণি বাঈ বলে ডাকতেন । তবলার বোল, সানাই এর মূর্ছনা, সারেঙ্গীর সুর, আড়বাঁশির আওয়াজ, মণি বাঈ এর পায়ের নূপুরের নিক্কন তার সাথে তার অসাধারণ নাচ গান রাজমহলকে মুখরিত করলেও রাজ দরবারের আভিজাত্য ও শৃঙ্খলা রাজা আর মণির প্রেমকে পূর্ণতা দেয় নি শেষ পর্যন্ত। শিক্ষিত ও পরাক্রমী রাজা নীলমণি সিংদেও ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে পুরুলিয়া ট্রেজারী লুটের অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন । কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁকে ৪৪ বিঘা জমির পরিবর্তে মুক্ত করেন। ১৮৫২ সালে রাজ সিংহাসনে বসেছিলেন। হতে পারে তার পরেই রাজা তাঁকে লখনউ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তবে তাঁর কোনও ছবি পাওয়া যায় না। লোক মুখে শোনা যায় তিনি বাঁকুড়ার বৈতল গ্রামের এক হিন্দু রমণী ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন গড় মান্দারণের পাশের কোনও গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। সেখান থেকে এক মুসলিম দর্জি তাঁকে লখনউ নিয়ে গিয়ে বাঈজী কোঠিতে বিক্রি করে দেয় । রাজ পরিবারের ঐতিহ্য ও মর্যাদা রক্ষার্থে রাজা নীলমণি সিংদেও তাঁর বড় আদরের মণিকে পুনর্বাসনের নামে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন পুরুলিয়া শহরে। বর্তমান চকবাজারের কাছে তৎকালীন শহরের কেন্দ্রস্থলে তাঁকে প্রচুর অর্থ, আবাস ও স্বাচ্ছন্দে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন রাজা । তাঁর সেই বসতবাটিটি এখন প্রায় ভগ্ন দশা এবং দোতলায় ওঠার জন্য ১৭টি সিঁড়ি থাকায় বাড়িটিকে এখনও সতেরো সিঁড়ি বলা হয় বসতবাটির সীমানা নির্দেশক রাস্তাটির নাম আজও মণি বাঈজি লেন। পুরুলিয়া শহরে থাকতে থাকতেই তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন ও তার নাম হয় মনমোহিনী দাসী । তার বাড়ির উল্টোদিকে তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতা রাধা গোবিন্দ জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে আজও নিত্য পুজা হয়। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৮ সালে তখন তাঁর বয়স ছিল ষাট। সেই হিসেবে তার জন্ম ১৮৩৮ সালে। অর্থাৎ তিনি তাঁর ১৬ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে কাশীপুরে আসেন। রাজা নীলমণি সিংদেও যখন তাঁকে পুনর্বাসন দেন পুরুলিয়া শহরে তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩২ বছর। মণি বাঈজি লেনে ঘোড়া বাঁধার মোটা মোটা লোহার কড়া দেখে অনুমান করা হয় তিনি তখনও বিগত যৌবনা হন নি এবং তার কাছে বহু রাজা, জমিদার সহ বিশিষ্ট লোক দের নিয়মিত যাতায়াত ছিল যারা ঘোড়ায় চড়ে আসতেন শুধু মাত্র তাঁর নৃত্য গীত ও রূপ মাধুরীর টানে। এবারে আসি মণি বাঈজি প্রতিষ্ঠিত পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী পেতলের রথ প্রসঙ্গে যা আজও পুরুলিয়া বাসীর গর্বের বস্তু । ১৯১১ সালে তিনি পুরুলিয়া পৌরসভার কাছে আবেদন করেন একটি রথ নির্মাণের জন্য। পুরুলিয়া শহরে তিনি রথযাত্রার অভাব অনুভব করেন তখন তাঁর বয়স ৭৩ বছর। পৌরসভা রথ নির্মাণের অনুমতি দিলে তিনি ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৬ শে পৌষ ইংরেজি ১৯১২ সালে রথ নির্মাণের কাজ শুরু করেন বাঁকুড়া পাতলাপুর নিবাসী শিল্পী শ্রী আশুতোষ কর্মকারকে দিয়ে । রথের সামনের তোরণের ওপরে লিখিত আছে 'মনমোহিনী বৈষ্ণবীর রথ' যা লোক মুখে আজও মণি বাঈজির রথ। রথ যাত্রার সূচনা হয় ১৩২০ বঙ্গাব্দ রথ যাত্রার দিন, ইংরেজি ১৯১৩ সালে । তখন রথটির উচ্চতা ছিল প্রায় ২৫ ফুট। দৈর্ঘ্য , প্রস্থ ১২/১২ ফুট। বর্গাকার রথটির দশটি চাকা ছিল, বাইরের কাঠামোর আয়তন ১৪৪ বর্গ ফুট। শিল্পী আশুতোষ কর্মকার তাঁর নিজস্ব শৈল্পিক নৈপুণ্যে লোহার কাঠামোর ওপরে পিতলের পাত বসিয়ে তৈরি করেন এই দৃষ্টি নন্দন রথটি। এটি একটি নয় চুড়োর নবরত্ন রথ। রীতি অনুযায়ী রথটিতে গর্ভ গৃহ , বহিরাঙ্গন, প্রদক্ষিণ পথ, শ্রীমুখ শালা সবই আছে। রথযাত্রায় মন মোহিনী বৈষ্ণবীর আরাধ্য দেবতা রাধা গোবিন্দর বিগ্রহ রথে অধিষ্ঠান করেন। আর রথের শীর্ষে থাকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার ছবি। প্রথমদিকে পর্যাপ্ত আলো না থাকায় সূর্যাস্তের পূর্বে রথযাত্রা শেষ করতে হতো। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা করতালি দিয়ে হরিনাম করতে করতে রথের পুরোভাগে চলতেন । ২০ জন বলশালী লোক যথেষ্ট পারিশ্রমিকের পরিবর্তে রথ টানত । ১৯৬৩ সাল থেকে গ্যাসবাতির আলোয় সজ্জিত হয়ে রথযাত্রা আরম্ভ হয় সূর্যাস্তের পরে । আরও পরে ১৯৭১ সাল থেকে বৈদ্যুতিক আলোর সংযোজনে রথ আরও ঝলমলে ও আধুনিক হয়ে ওঠে ।

অরণ্য সপ্তাহে দিঘা-মন্দারমণি বাঁচাতে বিরাট প্ল্যান প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৫ জুলাই ঃ রাজ্যের মধ্যে অন্যতম দীর্ঘ উপকূলবর্তী অঞ্চল রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে। একদিকে বঙ্গোপসাগর অন্যদিকে নানা নদ- নদীর উপকূল জেলা জুড়ে। প্রতিবছর বর্ষার সময়ে এই উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভাঙন লক্ষ্য করা যায়। সমুদ্র উপকূলের বিভিন্ন জায়গা প্রতিবছর উপকূল ভেঙে এগিয়ে আসছে সমুদ্র। তাই এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় উপকূল রক্ষায় জোর দিল প্রশাসন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে জেলার উপকূল রক্ষায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ে তোলার কাজ শুরু করছে বন দফতর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন দফতর প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০০ হেক্টর জমিতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ে তোলার কাজ শুরু করল। বন দফতরের লক্ষ্য রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এক হাজারেরও বেশি জায়গায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ে তোলার। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল উপকূলবর্তী এলাকার প্রাকৃতিক রক্ষাকবজ। বিভিন্ন ঝড় ঝাপটা বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসকে রোধ করতে পারে ম্যানগ্রোভ। এছাড়া ম্যানগ্রোভ উপকূলের মাটি দূষণ ও জল দূষণ রোধে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি উপকূলের জীববৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখে ম্যানগ্রোভ। যার অন্যতম উদাহরণ সুন্দরবন। পূর্ব মেদিনীপুর উপকূলবর্তী এলাকা হলেও এই এলাকার সমুদ্র উপকূলে স্বাভাবিক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল খুব বেশি নেই। বিশেষ করে দিঘা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সেভাবে নেই। একসময় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল দেখতে পাওয়া গেলেও নিয়মে তা ক্রমশঃ বিলীন হচ্ছে। ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই এবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল তৈরি কাজ শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উপকূল ভূ-ভাগকে রক্ষায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল তৈরির বিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুর পরিষদের সভাধিপতি বামদেব গুছাইত জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অরণ্য সপ্তাহে জেলার উপকূল বিভাগ রক্ষার জন্য ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। জেলা বন দফতর দিঘা ও তৎসংলগ্ন সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ হিসাবে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন খালপাড় ও অন্যান্য জায়গায় গাছ লাগানো হবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন বিভাগ থেকে জানা যায় প্রাথমিকভাবে দিঘা সংলগ্ন এলাকায় ১০০ হেক্টর জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। এরপর আরও ২০০ হেক্টর জায়গায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গড়ে তোলার জন্য ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য বন দফতরের পশ্চিম সার্কেলের প্রধান বন সংরক্ষক, ডঃ এস. কুলান্ডাইভেল জানান, বর্ষাকালে ম্যানগ্রোভ লাগানো যায় না। ম্যানগ্রোভ লাগানোর সময় বর্ষার পর। আমরা এই জেলায় ৮৫০ হেক্টর জায়গায় ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজে এগোচ্ছি। আগামী দিনে তা বাস্তবায়িত হবে। এখানকার জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে সাহায্য করেছে। যশ ঘূর্ণিঝড়ের সময় তীব্র জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়েছিল উপকূল ছাপিয়ে লোকালয়ে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল থাকলে অনেকটাই আটকান যেত। সমুদ্র উপকূলের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় রক্ষা করতে ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশনের কাজ অরণ্য সপ্তাহ পালনের অন্যতম লক্ষ্য।

খাবারের খোঁজে লোকালয়ে ঢুকে তাণ্ডব বুনো হাতির, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই ঃ ধান সহ ডুলি উধাও, চাবাগানের দেওয়াল ভেঙে তছনছ! কে করল এসব, বুঝতে পেরেই ভয়ে কাঁটা স্থানীয়রা। এই অতিথির তাণ্ডবে ত্রস্ত গ্রামবাসী। রাতের অন্ধকারে খাবারের খোঁজে রান্নাঘরে হাতির হানা! অঙ্গনওয়াড়ি ভাঙচুর থেকে বাড়িতে ঢুকে ধান লুট, ভয়কে সঙ্গী করেই রাত কাটাল বাতাবাড়ি। খাবারের খোঁজে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে তাণ্ডব চালাল বুনো হাতি। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘর ভাঙচুর থেকে শুরু করে বাড়িতে ঢুকে মজুত ধান নিয়ে যাওয়া এক রাতে পরপর দুই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাতাবাড়ি ও পশ্চিম বাতাবাড়ি এলাকায়। গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, খড়িয়ার বন্দর জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে প্রথমে বাতাবাড়ি ব্যাংক পাড়া এলাকায় প্রবেশ করে। সেখানে ২২০ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রান্নাঘরের দেওয়াল ভেঙে ফেলে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় রান্নার উনুনও। পাশাপাশি একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের গেটও ভেঙে দেয় হাতিটি। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এরপর হাতিটি পশ্চিম বাতাবাড়ির দিকে চলে যায়। সেখানে এক বাসিন্দার বাড়ির বেড়া ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে। ঘরে রাখা ধানসহ ডুলি তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। আচমকা হাতির হামলায় বাড়ির সদস্যরা প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদফতরের খুনিয়া স্কোয়াড। বনকর্মীদের তৎপরতায় রাতেই হাতিটি পুনরায় খড়িয়ার বন্দর জঙ্গলের দিকে ফিরে যায় বলে জানা গেছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সহায়িকা জমিলা খাতুন জানান, রান্নাঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়ায় পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দফতরকে জানানো হয়েছে। বনদফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তদের নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হবে। সরকারি নিয়ম মেনেই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। তবে বারবার এমন ঘটনার জেরে এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের দাবি, জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি আরও বাড়ানো হোক, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ট্র্যাক ব্যালাস্ট-এর সরবরাহ ও লোডিং

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. জিএমডব্লিউ-০১২০২৬-এমএলজি, তারিখঃ ১০-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.** জিএমডব্লিউ-০১২০২৬-এমএলজি। **কাজের নামঃ** ডিওয়াই.সিই/ট্র্যাক/মালিগাঁও -এর অধীনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের তালঝারি সাইডিং-এ ট্র্যাক ব্যালাস্ট (পরিমাণ - ১৩০০০০ কাম)-এর সরবরাহ ও লোডিং। কাজের মূল্যঃ ২৫,৩৬,৭৫,৫০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৫০,৭৩,৫০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১০-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **https://www.ireps.gov.in** দেখুন।

জেনারেল ম্যানেজার (ডব্লিউ)/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

DHAVAL EXPORTS LIMITED
Regd. Office: P-9, Shibtolla Street, 4th floor, Kolkata-700007
E-mail : mrgroup.del@gmail.com
CIN: L51900WB2005PLC101305

NOTICE

This is to inform you that as per **Regulation 29** of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Board of Directors of the Company have decided to meet on Friday, the 14th day of August, 2026 at 3:00 P.M at the Registered Office of the Company to consider and take on record the Unaudited Financial Result for the Quarter ended **30.06.2026.**

For Dhaval Exports Ltd.
Sd/- ASHISH MORE
(Director)
DIN - 07155893

Place : Kolkata
Date : 15.07.2026

বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-১১-২০২৬-২৭ **তারিখঃ** ১৩-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **কাজের নামঃ** ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে ২ বৎসরের জন্যে আইসিএফ এবং এলএইচবি কোচসমূহের কইল স্প্রিঙের জন্যে ২ টি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্রেক ডিটেকটরের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। মেকঃ কে -ইলেক্ট্রনিক্স। **আনুমানিক টেণ্ডার রাশিঃ** ৯,২০,৪০০/- টাকা @ ১৮% জিএসটি সহিত। **বায়না রাশিঃ** ১৮,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪-০৮-২০২৬ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ০৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

গুডস সার্কুলেটিং এরিয়া, অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদির নির্মাণ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : এলএমজি/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৬; তারিখ: ১৩-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **ক্রম নং ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** সেনচোয়া - গুডস সার্কুলেটিং এরিয়া, সংযোগকারী রাস্তা, গুডস অফিস, হাই মাস্ট টাওয়ার, মার্চেন্ট রুম/লেবার রুম, সিসিটিভি, আসবাবপত্র ইত্যাদি নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৭,০২,১৩,৭৫৭.৯২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১৪,০৪,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৪-০৮-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং টেন্ডার **খোলা** হবে ০৫-০৮-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৮-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ)/লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টানা বর্ষণের জেরে সিকিমের বিভিন্ন জেলায় রাস্তার পরিস্থিতি নিয়ে নতুন রিপোর্ট প্রকাশ সিকিম পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই ঃ টানা বর্ষণের জেরে সিকিমের বিভিন্ন জেলায় রাস্তার পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার নতুন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সিকিম পুলিশ কন্ট্রোল রুম। সেই রিপোর্টে যেমন স্বস্তির খবর রয়েছে, তেমনই এখনও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ধস ও ক্ষয়ক্ষতির কারণে যান চলাচল ব্যাহত থাকার তথ্যও উঠে এসেছে। বিশেষ করে পর্যটক এবং সাধারণ যাত্রীদের জন্য এই আপডেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর, রংপো থেকে শিলিগুড়িগামী জাতীয় সড়ক NH-10 বর্তমানে সম্পূর্ণ সচল রয়েছে। ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। তবে একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, ২০তম মাইল এলাকায় রাস্তা এখনও অবরুদ্ধ এবং সাওনে-দুগা বিকল্প রাস্তাও সাকু এলাকায় বন্ধ রয়েছে। সেখানে রাস্তা পরিস্কারের জন্য ভারী যন্ত্র নামানো হয়েছে এবং পরবর্তী আপডেটের অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসন। উত্তর সিকিমের মাঙ্গান জেলায় পরিস্থিতি এখনও মিশ্র। মাঙ্গান থেকে গ্যাংটক যাওয়ার রাকডুং-টিনটেক ও ফোদং রুট হালকা যানবাহনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মাঙ্গান-চুংথাং, চুংথাং- লাচুং, লাচুং-ইয়ুমথাং এবং ইয়ুমথাং-জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তা চালু রয়েছে। তবে তুনগ নাগা নতুন সড়কে থেং টানেলের কাছে ধসের কারণে যান চলাচল বন্ধ, পাশাপাশি চুংথাং-লাচেন রাস্তাও তারামচু এলাকায় অবরুদ্ধ রয়েছে। অন্যদিকে, পাকিয়ং, নামচি, গিয়ালশিং ও সোরেং জেলার বেশিরভাগ রাস্তা সচল থাকলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এখনও সমস্যা রয়েছে। রেনক-পেডং, রোরাথাং-রংপো, রাভাংলা-ইয়াঙ্গাং, ফংলা-বেরমইক এবং সোপাখা-চিওভাঞ্জাং রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এছাড়া সোরেং জেলার সোমবারিয়া-জোরেথাং (থারপু রুট) এবং মালবাসে রুটের স্টিল ব্রিজে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলায় ওই রাস্তাগুলিও আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। সিকিম পুলিশ জানিয়েছে, আবহাওয়া বর্তমানে স্বাভাবিক থাকলেও পাহাড়ি এলাকায় যেকোনও সময় পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে। তাই অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলা, যাত্রার আগে সর্বশেষ রোড আপডেট জেনে নেওয়া এবং প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তার স্বার্থে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে এবং রাস্তা পরিস্কারের কাজও দ্রুতগতিতে চালানো হচ্ছে।

নাবালিকা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ, উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই ঃ মালদা থেকে দুই নাবালিকাকে দক্ষিণ কোরিয়ায় মডেলিংয়ের টোপ দিয়ে পাচারের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের তৎপরতায় শিলিগুড়ি থেকে ওই দুই নাবালিকাকে সুরক্ষিত উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া দুই নাবালিকাই মালদার বাসিন্দা। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিছু ব্যক্তির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয় এবং তাদের দক্ষিণ কোরিয়ায় মডেলিংয়ের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হয়। পাচারকারীদের নির্দেশ মতো তারা ভুটান সীমান্তের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য একটি বাসে ওঠে। এদিকে, দুই নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার পর তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়েই তৎপর হয় পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ নৌকাঘাট এলাকায় বাসগুলিতে তল্লাশি শুরু করে। পরে জলপাইমোড় এলাকায় একটি সংদেহভাজন বাস আটকে ওই দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয় এবং থানায় নিয়ে আসা হয়। রাতেই তাদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ইংরেজবাজারের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী থানায় পৌঁছান। তিনি উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পুলিশের এই দ্রুত ও কার্যকর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, প্রশাসনের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে এক বড়সড় বিপত্তি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের নেপথ্যে কারা জড়িত রয়েছে, তা জানতে তদন্তে পুলিশ।

গ্রেফতার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ১৫ জুলাই ঃ বুধবার সকালে আরামবাগে চাঞ্চল্য ছড়ায় আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকারকে গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে। দুর্নীতি, তোলাবাজি ও ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে পুলিশ তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে। অভিযোগ, বাড়ি থেকে পুলিশ তাঁকে নিয়ে বের হওয়ার সময় এলাকায় উপস্থিত উত্তেজিত জনতার একাংশ চোর, চোর স্লোগান দিতে শুরু করে। সেই সময় বিক্ষুব্ধ জনতার কয়েকজন শিশির সরকারের উদ্দেশ্যে ডিম ছুঁড়ে মারেন। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমি সেখ সালাউদ্দিন গত ইং 27.02.2024 সালে 628/2024 নং দলিল মূলে সুকদেব কুমার পাল পক্ষে আমোক্তার সোমনাথ গাঙ্গুলী (পাওয়ার নং-101/24) এর নিকট হইতে ১৬ নং জে.এল. ভুক্ত বামুনপাড়া মৌজায় হাল ১৭৭১ নং খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত সাবেক ও হাল ৯১৯ নং দাগে ৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোনরূপ অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে জগৎবল্লভপুর ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Tender has Invited by the Block Development Officer, Pursurah Development Block for Construction of PCC Road, Light & others **NIT NO. 02/PUR/BDO/2026-27, Dt-15.07.2026**, Tender ID No. **2026_ZPHD_1032598_1 to 15**, Last date for submission of Tender: **22/07/2026 up to 18.55 P.M. wbtenders.gov.in.**

Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 18 nos. various works. For details visit www.wbtenders.gov.in Tender ID: 2026_ZPHD_1032499_1 and to
2026_ZPHD_1032499_2
2026_ZPHD_1032499_3.1032499
2026-ZPHD-1032499-4
2026-ZPHD-1032499-5
2026-ZPHD-1032499-6
2026-ZPHD - 1032499-7 Last Date and time 23-07-2026, 6:50 P.M. Ref. NIT01& 15/26-27.

Sd/-
BDO, Namkhana Dev. Block, Dist. South 24 Parganas

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Notice inviting e-Tender (in brief)

E-tender is hereby invited by the Office of the District Information & Cultural Officer, Jhargram (Dept. of I&CA) for engaging agency for organising various types of publicity/branding works through temporary hoarding for O/o the District Information & Cultural Officer, Jhargram Under vide Memo No– 662/DICO/Jhargram, Dated : 15.07.2026 (Tender ID. 2026_ICAD_1032587_1) for which the last date of submission of Technical and Financial Bid is 30.08.2026 up to 02.00P.M. The details may be had from the website – wbtenders.gov.in

Sd/-
District Information & Cultural Officer Jhargram

Memo no.118(3)/Adv/DICO/JGM Date:15.07.2026

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অশোক বর পিতা যুধিষ্ঠির বর, সাং- আবাদা, পোঃ ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী -২৪।১২।২০০৩ তারিখে সম্পাদিত হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী কৃত ৪ নং বহির ২৯০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রীমতী শোভারানী সরকার স্বামী- মতিলাল সরকার সাং-ঘোড়াঘাট, পোঃ ও থানা সাঁকরাইল জেলা-হাওড়ার অন্তর্গত ঘোড়াঘাট মৌজায় জে,এল ৮ নং ভুক্ত, শালি জমি এল, আর-৫৯৫ নং খতিয়ানে এল আর ৫৭৭ নং দাগে মোট ৩৭ শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা পান এবং উক্ত সম্পত্তি থেকে গত ইংরাজী ১৬।১।২০০৪ রানিহাটী সাব রাজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ৫৯৫, ৫৯৬ ও ৫৯৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারায় শ্রীমতি রীতা মাজী, স্বামী - জগদীশ মাজী, সৌমেন মাজী পিতা জগদীশ মাজী সঙ্গীতা মাজী পিতা জগদীশ মাজী সাকিম- এ,টি ঘোষ রোড জগাছা, পোঃ -জি, আই,পি, কলোনী, থানা- জগাছা, জেলা- হাওড়া মোট ৯ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল ও বিক্রয় কোবালা দলিলগুলি সম্বন্ধে কারোর কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি.এল. অ্যান্ড এল আর ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Sd/- Mobasshir Jawed
Advocate

গঙ্গা ও ফুলহার নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং তীব্র স্রোতের কারণে ভাঙনের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৫ জুলাই ঃ বর্ষা এলেই মালদার নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের উদ্বেগ বেড়ে যায়। প্রতিবছরের মতো এবারও গঙ্গা ও ফুলহার নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং তীব্র স্রোতের কারণে ভাঙনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে মানিকচক ব্লকের বিভিন্ন এলাকায়। বিশেষ করে মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শঙ্করটোলা ঘাট, ভুতনি ও গোপালপুর এলাকায় নদী ভাঙনের আতঙ্কে দিন কাটছে বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত বছর ভয়াবহ ভাঙনে বাড়ির সামনের অংশ নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। অস্থায়ীভাবে বালির বস্তা ফেলে ভাঙন রোধের চেষ্টা হলেও তা কার্যকর হয়নি। এবার ফের নদীর ধারে ফাটল দেখা দেওয়ায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বাড়িঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। নদী তীরবর্তী আর এক বাসিন্দা বলেন, চলতি বছরও নদীতে জল বাড়তে শুরু করেছে। ফাটল ধরেছে নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। প্রায় ১৫০ মিটার এলাকায় প্রতিরোধমূলক কাজ হওয়ার কথা থাকলেও এখনও তা শুরু হয়নি। নতুন সরকারের কাছে দ্রুত স্থায়ী ভাঙনরোধী প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি জানাচ্ছি। এই বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক গৌড় চন্দ্র মণ্ডল বলেন, রাজ্য সরকারের বাজেটে নদীভাঙন রোধে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গঙ্গা ও ফুলহার নদীতে ১৬৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ড্রেজিংয়ের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী বছর থেকে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় ৩,৬০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা, যার ব্যয়ভার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে বহন করবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের যৌথ কারিগরি সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী নদীর সক্রিয় তীর সংরক্ষণ, স্পার নির্মাণ এবং গঙ্গা- ফুলহারের মিলনস্থলে কাঠামোগত শক্তিশালীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এই প্রকল্প কত দ্রুত বাস্তবায়িত হবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন মানিকচকের নদী তীরবর্তী এলাকার হাজার হাজার মানুষ।

সাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

কামিয়াবি ভানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং-জি-২, এসপ্ল্যানেড, কলকাতা-৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ
সিআইএনঃ ইউ৬৫৯১০ডব্লুবি১৯৯৩পিএলসি১৩৮১০১,
ইমেল আইডিঃ kamyabivanijyapvtltd@gmail.com

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি এবং মাস্টার ডিরেক্টিভ-যার মধ্যে রয়েছে **ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নং. ০৬৫/০৩.১০.০০১/২০১৫-১৬ (তারিখঃ ৯ জুলাই, ২০১৫)** এবং **ডিওআর.জিওভি.আরইসি.নং. ২৬৩/১৮-১০-০১৩/২০২৫-২৬ (তারিখঃ ২৮ নভেম্বর, ২০২৫)** ও এগুলির সময় সময় সংশোধিত নির্দেশাবলি-মেনে এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা ও শর্তাবলি (যদি থাকে) পরিপালন সাপেক্ষে, **শ্রী সুরেশ কুমার আগরওয়াল (ডিআইএনঃ ০০৫৮৭৬২৩) এবং শ্রী সুরেশ গোয়েল (ডিআইএনঃ ১০২৯২৬৮৭)**-কে পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা **১০ জুলাই,** ২০২৬ তারিখ থেকে **মেসার্স কামিয়াবি বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড** একটি নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানি, (যা পরবর্তীতে 'কোম্পানি' হিসেবে অভিহিত)-এর পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগকারী **শ্রী অমলেন্দু বণিক (ডিআইএনঃ ১০৩৯৩৩৪৫)**-এর কাছ থেকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই নিয়োগের মূল উদ্দেশ্য হলো কোম্পানির বর্তমান অ-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমকে সুসংহত ও শক্তিশালী করা এবং এর পরিধি সম্প্রসারিত করা।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের ফলে যাদের স্বার্থ প্রভাবিত হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে-তাদের স্বার্থের প্রকৃতি ও আপত্তির কারণ উল্লেখ করে-উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা এর পরিচালনা পর্ষদ বা কর্তৃপক্ষের কাছে এবং **রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ডিএনবিএস, ১৫, এন.এস. রোড, ৫ম তল, কলকাতা**-৭০০ ০০১-এর ঠিকানায় বিষয়টি অবহিত করতে পারেন।

কোম্পানি এবং উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দ্বারা জারিকৃত।

তারিখঃ ১৫-০৭-২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা/- কামিয়াবি ভানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড

পথ দুর্ঘটনায় মৃত টোটো চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৫ জুলাই ঃ নবদ্বীপে ঘটে গেল এক হাড়হিম করা পথ দুর্ঘটনা। অনিয়ন্ত্রিত গতিতে টোটো চালিয়ে চায়ের দোকানে সজোরে ধাক্কা মারার ফলে প্রাণ হারালেন এক টোটো চালক। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। মৃত চালকের নাম স্বপন কুমার জানা (৪৫)। তিনি নবদ্বীপের রানিরচড়ার বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে এবং মৃত টোটো চালকের আত্মীয়ের কাছ থেকে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বপন কুমার জানা মদ্যপ অবস্থায় টোটো নিয়ে বের হয়েছিলেন। প্রথমে রানিরচড়া হনুমান মন্দিরের কাছে একটি ছোট দুর্ঘটনা ঘটান তিনি। সেখান থেকে কোনওমতে বেরিয়ে এসে একটি অনুষ্ঠান হলের সামনেও পুনরায় ধাক্কা মারেন। এরপর আরও দ্রুতগতিতে টোটো চালিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অরুণ মোদক নামে এক ব্যক্তির চায়ের দোকানে সজোরে ধাক্কা মারেন। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে চায়ের দোকানটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দোকানের মালিক অরুণ মোদক গুরুতর জখম হন। ঘটনার পরেই টোটো উল্টে স্বপন বাবু ছিটকে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, পড়ে যাওয়ার পর তাঁর ঠোঁট ও জিভ কেটে যায় এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্বপন বাবুর ভগ্নিপতি পরমানন্দ কর্মকার। তিনি জানান, খবর পেয়েই তিনি দ্রুত সেখানে যান এবং স্থানীয়দের সহায়তায় রক্তাক্ত অবস্থায় স্বপন বাবুকে উদ্ধার করে নবদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বুধবার দুপুরে নবদ্বীপ থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত চালকের পরিবারে তাঁর বৃদ্ধা মা ও ছেলে রয়েছেন। এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা পরিবার জুড়ে এখন শোকের ছায়া।

পঞ্জাব নैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) — punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

প্রধান কার্যালয়ঃ প্লট নং. ৪, সেক্টর-১০ দ্বারকা, নতুন দিল্লি-১১০০৭৫
ARMB, কলকাতা পশ্চিম, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, ইউনাইটেড টাওয়ার, ৪র্থ তলা, কলকাতা-৭০০০০১। ই-মেইলঃ **cs4479@pnb.bank.in**

পরিশিষ্ট-৪ [বিধি-৮(১)] দখল গ্রহণের নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে-'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন ও পুনর্গঠন এবং জামানত স্বার্থ কার্যকরীকরণ আইন, ২০০২)-এর অধীনে এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩-এর আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে-প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলোতে একটি 'ডিমান্ড নোটিশ' জারি করেছেন যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা নোটিশের তারিখ অথবা উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করেন।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর বিধি ৮-এর সাথে পঠিত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা যাচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে অন্যথায়, এই সম্পত্তির ওপর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (বিআরবিবি রোড শাখা)-এর পাওনা অর্থ, সুদ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের দাবি বা 'চার্জ' বলবৎ থাকবে।

ক্রম নং	অর্থায়নকারী শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম	ঋণগ্রহীতা / মালিক/ জামিনদার	স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	দাবি নোটিশের তারিখ	দখল গ্রহণের নোটিশ সাঁটানোর তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখে বকেয়া অর্থের পরিমাণ
১.	বিআরবিবি রোড শাখা / রাহুল আগরওয়াল	**ঋণগ্রহীতাঃ রাহুল আগরওয়াল**	১০৩/ ১এ, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬ (থানাঃ মানিকতলা) ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের প্রথম তলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ১ডি নম্বর বিশিষ্ট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট (১৬ বছরের পুরনো)-যার 'সুপার বিল্ট-আপ' আয়তন ১৫০০ বর্গফুট এবং 'কার্পেট' আয়তন ১১৯০.৪৭ বর্গফুট (কম-বেশি)-এবং সেই সাথে উক্ত ভবনের নিচতলায় একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা (১৬ বছরের পুরনো) যা জগন্নাথ আগরওয়ালের পুত্র রাহুল আগরওয়ালের নামে নিবন্ধিত (নিবন্ধন বিবরণঃ বুক-১, ভলিউম নং ১৯০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ১৩৪৪৭১ থেকে ১৩৪৫০১, ক্রমিক নং ১৯০৩০৩৭৪৭, বছর ২০২৪)।	১৫।০৫।২০২৬	১৪।০৭।২০২৬	১৫।১২।২০২৫ তারিখ অনুযায়ী ১,১৩,১৫,৫১৭.৩৬ টাকা (এক কোটি তেরো লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশ সতেরো টাকা ও ছত্রিশ পয়সা) এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ।

বন্ধকীকৃত সম্পদ খালাস বা উদ্ধার করার জন্য প্রাপ্য সময়সীমার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনটির ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা / জামিনদার/ বন্ধকদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখঃ ১৪।০৭।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বাক্ষর/-
অনুমোদিত কর্মকর্তা,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক

WBHIDCO

No.- 1400/HIDCO-17099/1/2023-IT SEC-WBHIDCO Dated 14.07.2026
WBHIDCO invites online quotation from well-established firms / agencies having relevant experience, in two bids format Providing the Internet Leased Line Connectivity for 1 Gbps (1:1uncompressed and unshared with last mile on fiber) with all equipment including router and with Cloud based Volumetric DDoS of Min.1 Gbps capacity for Volumetric attacks on link at Dhono Dhanyo Auditorium, Alipore, West Bengal under WBHIDCO for 3 Years under WBHIDCO for 3 Years in the manner as described in the detailed tender notice available on **http://wbtenders.gov.in** on and from 14.07.2026 at 6.00 P. M.
Last date of Bid Submission 29.07.2026 up to 05.00 P.M
Corrigendum / Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

System Manager (IT)
WB HIDCO

WBHIDCO

N. I. T No. 04 of AE-II/G.M.(E)-II of 2026-2027

WBHIDCO invites online Percentage Rate open tender in two bid systems for **"Providing and Re-fixing old Fencing with IRC Fabric Mesh along Median in front of Candor at Street No. 368 in AA-ID including repairing new fencing in front of TCS at Street No. 370 in AA-IIF, Newtown, Kolkata"** for resourceful bonafide Govt. Contactors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed tender notice available on **http://wbtenders.gov.in** on and from 16.07.2026 at 11:00 A.M.
Corrigendum / Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

Assistant Engineer-II
under GM(E)–II, WBHIDCO Ltd.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/26
Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation & routine upkeeping at Main Road in Ward No. 85 under BR-VIII**; Estimated Amount: **Rs. 4,93,480.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **365 days.**

(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/27
Name of the Work: **Urgent restoration of street light poles damaged due to storm on 29.05.2026 at Lake Terrace, Jatin Bagchi Road, Panditiya Road extension, Keyatal Road, Southern Avenue and surrounding areas in Ward No. 86 under BR-VIII**; Estimated Amount: **Rs. 2,73,144.00**; Earnest Money: **Rs. 5,600.00**; Period of Completion: **25 days.**

(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/29
Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation & routine upkeeping at both sides of Southern Avenue under BR-VIII**; Estimated Amount: **Rs. 3,48,210.00**; Earnest Money: **Rs. 7,000.00**; Period of Completion: **365 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/23
Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation & routine upkeeping at 3A Dover Terrace Community Halls and other institution in Ward No. 85, BR-VIII**; Estimated Amount: **Rs. 3,55,524.00**; Earnest Money: **Rs. 7,200.00**; Period of Completion: **365 days**; Last date and time of submission of bid : **27.07.2026 (6 p.m.) [For Sl. No. 1 to 4]**; Bid opening date and time for technical proposal on : **27.07.2026 (6.30 p.m.) [For Sl. No. 1 to 4]**. The bid forms and other details are available on and from **17.07.2026 (6 p.m.) [For Sl. No. 1 to 4]**.

(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/24
Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation & routine upkeeping in Ward No. 86 under BR-VIII**; Estimated Amount: **Rs. 4,97,560.00**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **365 days.**

(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/22
Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation & routine upkeeping at 9B Jogesh Mitra Road Community Halls in Ward No. 70, BR-VIII**; Estimated Amount: **Rs. 1,94,664.00**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **365 days.**

(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-27/25
Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation & routine upkeeping at surrounding of Panditiya Road, Dover Terrace, Panditiya Place, Lansdowne Place etc. in Ward No. 85 under BR-VIII**; Estimated Amount: **Rs. 4,28,432.00**; Earnest Money: **Rs. 8,600.00**; Period of Completion: **365 days**; Last date and time of submission of bid: **24.07.2026 (6 p.m.) [For Sl. No. 5 to 7]**; Bid opening date and time for technical proposal on : **24.07.2026 (6.30 p.m.) [For Sl. No. 5 to 7]**. The bid forms and other details are available on and from **14.07.2026 (6 p.m.) [For Sl. No. 5 to 7]**.

(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/10
Name of the Work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 59 under BR-VII**; Estimated Amount: **Rs. 2,44,093.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VII/2026-2027/12
Name of the Work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 64 under BR-VII**; Estimated Amount: **Rs. 2,45,058.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-2027/21
Name of the Work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 72 under BR-VIII**; Estimated Amount: **Rs. 2,45,909.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **30 days [For Sl. No. 8 to 10].**

(11) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/VIII/2026-2027/30
Name of the Work: **Supply of services of electrical system for operation & routine upkeeping at Udjapan Community Hall in Ward No. 86 under BR-VIII**; Estimated Amount: **Rs. 3,55,524.00**; Earnest Money: **Rs. 7,500.00**; Period of Completion: **365 days**; Last date and time of submission of bid: **31.07.2026 (2 p.m.) [For Sl. No. 8 to 11]**; Bid opening date and time for technical proposals (online) : **31.07.2026 (2.30 p.m.) [For Sl. No. 8 to 11]**. The bid forms and other details are available on and from **17.07.2026 (6 p.m.) [For Sl. No. 8 to 11]**. From the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 11].**

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No.: LTG/12/WD-35/BR-III/Z-I/26-27
Name of the Work: **Installation of insulating materials on the street light poles at different places in Ward No. 35 under BR-III**; Estimated Amount: **Rs. 2,44,757.34**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **30 days**; Last date and time of submission of bid : 28.07.2026 at 5 p.m. The bid forms and other details are available on and from **17.07.2026 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

236/26-27

নয়ডার বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

প্রাণ গেল ২ জনের, ধোঁয়ায় আতঙ্কে ৫০টিরও বেশি পরিবার

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই ঃ উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল অন্তত দুই জনের। বুধবার রাতে ফেজ-৩ থানার অন্তর্গত মামুরা গ্রামের একটি বহুতল আবাসিক ভবনে আগুন লাগার ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। নিচতলার পার্কিং এলাকা থেকে শুরু হওয়া আগুন দ্রুত পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে। ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় ভবনটি, যার ফলে বহু বাসিন্দা নিজেদের ফ্ল্যাটে আটকে পড়েন। দমকল, পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ তৎপরতায় শুরু হয় ব্যাপক উদ্ধার অভিযান। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভবনের নিচতলার পার্কিংয়ে একটি বৈদ্যুতিক (ইভি) গাড়ি চার্জ দেওয়ার সময় শর্ট সার্কিট বা ব্যাটারিজনিত ত্রুটির কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। যদিও আগুন লাগার সঠিক কারণ জানতে দমকল এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা তদন্ত শুরু করেছেন। প্রশাসনের দাবি, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আগুনের উৎস সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য করা হবে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্কিং এলাকা থেকে দাউদাউ করে শিখা বের হতে থাকে। এরপর ঘন ধোঁয়া সিঁড়ি এবং করিডর দিয়ে দ্রুত উপরের তলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়ার কারণে বহু মানুষ নিজেদের ঘর থেকে বেরোতে পারেননি। কেউ কেউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও উদ্ধারকাজে হাত লাগান এবং দমকল কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় করে আটকে পড়া মানুষদের নিরাপদে বের করে আনতে সাহায্য করেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। অগ্নিনির্বাপণ কর্মীরা দীর্ঘ সময় ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি ভবনের বিভিন্ন তলা থেকে বাসিন্দাদের উদ্ধার করেন। প্রশাসনের দাবি, ভবনটিতে বসবাসকারী প্রায় ৫০টিরও বেশি পরিবারকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্ট এবং আতঙ্কজনিত অসুস্থতায় কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের শারীরিক অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুই জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে প্রশাসন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত ধোঁয়ার কারণে দমবন্ধ হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। ঘটনার পর ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভবনে পর্যাপ্ত অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারযোগ্য ফায়ার অ্যালার্ম, ধোঁয়া নির্গমনের ব্যবস্থা এবং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র যথাযথভাবে কাজ করেনি বলেও অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই ভবনের মালিকের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ভবনটি নির্মাণের অনুমোদন, অগ্নি-নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা হয়েছিল কি না এবং কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্তে যদি কোনও ধরনের অবহেলার প্রমাণ মেলে, তাহলে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ড ফের একবার বহুতল আবাসনে অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত ফায়ার সেফটি অডিট, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার মহড়া থাকলে এমন দুর্ঘটনায় প্রাণহানি অনেকটাই কমানো সম্ভব।

বাংলায় ১৬ই আগস্ট আয়ুষ্মান দিবস পালন হবে, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বিশেষ সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৪ জুলাই ঃ এবার থেকে বাংলায় আর পালিত হবে না পূর্বতন শাসক দল তৃণমূলের ১৬ই অগস্ট খেলা হবে দিবস। রাজ্যে পালাবদল হতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ১৬ই আগস্ট থেকে এবার বাংলায় পালিত হবে আয়ুষ্মান দিবস। প্রসঙ্গত, ১৬ই অগস্ট কলকাতার ক্ষেত্রে একটি ভয়ঙ্কর দিন। ১৯৪৬ সালের ওই দিনই সুরাওয়ার্দির নেতৃত্বে দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং হয়েছিল। আর সেই দিনটায় তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার খেলা হবে দিবস পালন করত। কিন্তু এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এবার থেকে এই দিনটি আর খেলা হবে দিবস হিসেবে পালন করা হবে না। তার পরিবর্তে আয়ুষ্মান দিবস পালন করা হবে। পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদার একটি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ সাফ এই পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগস্ট অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ

সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' ঘটেছিল। কলকাতার ইতিহাসে এই দিনটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং অন্ধকার একটি অধ্যায়। অন্যদিকে, নতুন রাজ্য সরকারের শাসনকালের ১০০ দিন পূর্ণ হচ্ছে আগামী ১৬ই অগস্ট। সেই বিশেষ দিনটি উদযাপনের অংশ হিসেবেই এই দিনটিকে 'আয়ুষ্মান দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প 'আয়ুষ্মান ভারত' (Ayushman Bharat PM-JAY) সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

বালক সাধু জগন্নাথ মন্দিরের রথে পাঁচটি জনসেবা শিবির

ছোটন বিশ্বাস ঃ-নদীয়া- রথযাত্রা উপলক্ষে শেষ ব্যস্ত নবদ্বীপের সিদ্ধ মহাত্মা বালক সাধু মহারাজ প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ মরি। এ বছর রাজ্য সরকারের অনুদান পাওয়ায় উৎসবের প্রস্তুতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে জানাল মন্দির কর্তৃপক্ষ। ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে রথের দিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পাঁচটি জনসেবা শিবিরও চালু করা হবে। প্রায় ১২৯ বছরের ইতিহাস বহনকারী এই মন্দিরের রথযাত্রা নবদ্বীপের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় উসব। মন্দির সূত্রের দাবি, শতাধিক বছর ধরে এই রথ শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আসছে এবং প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক ভক্ত-দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে।ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের দাবি, সিদ্ধ মহাত্মা বালক সাধু মহারাজ বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলা থেকে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে নিয়ে নবদ্বীপে আসেন। পরে তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় জগন্নাথ মন্দির এবং শুরু হয় রথযাত্রার প্রচলন। বর্তমানে সারা বছর নিয়মিত নিত্যপূজা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানায়, সরকারি অনুদানের ফলে রথযাত্রার বিভিন্ন আয়োজন আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। উৎসব উপলক্ষে পুরোনো বাসস্ট্যান্ড, নিমাই জন্মস্থান মন্দির, জামতলা মো।-সহ মোট পাঁচটি স্থানে জনসেবা শিবির খোলা হবে। সেখানে পানীয় জল, ওআরএস, প্রাথমিক চিকিৎসা, অনুসন্ধান কেন্দ্র এবং যাত্রী সহায়তা কেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকবে। প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকবেন। নিরাপত্তা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনও বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Prosenjit Moitra (Old Name) S/O–Nagen Moitra resident of Putikhali , Nutanpara , Krishnaganj , Nadia , West Bengal, Pin-741507 do hereby declared that I have changed my name from Prosenjit Moitra to Prosenjit Maitra and henceforth I shall be known as Prosenjit Maitra (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/07/2026.My name Prosenjit Maitra & Prosenjit Moitra both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Nalin Chandra Das (Old Name) S/O–Kokil Das resident of Vill-Nalupur , Po-Putikhali , Ps-Krishnaganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741507 do hereby declared that I have changed my name from Nalin Chandra Das to Nalin Das and henceforth I shall be known as Nalin Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/07/2026. My name Nalin Das & Nalin Chandra Das both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Sanjay Kumar Das (Old Name) S/O–Nalin Das resident of Vill-Nalupur , Po-Putikhali , Ps-Krishnaganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741507 do hereby declared that I have changed my name from Sanjay Kumar Das to Sanjoy Kumar Das and henceforth I shall be known as Sanjoy Kumar Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/07/2026. My name Sanjoy Kumar Das & Sanjay Kumar Das both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Abdul Awal (Old Name) S/O–Abdul Odud resident of Vill & Po-Barua , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Awal to Md Abdul Awal and henceforth I shall be known as Md Abdul Awal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 15/07/2026. My name Md Abdul Awal & Abdul Awal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Husnera Bibi (old name) W/o- Sk Nazem Ali residing at Tildanga, Tildanga, Farakka, Dist-Murshidabad, Pin-742212 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from HUSNERA BIBI to HASNARA BIBI and henceforth I shall be known as HASNARA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 15/07/2026. HUSNERA BIBI (old name) and HASNARA BIBI (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Gafur (old name) S/o- Mostakim Sk residing at Mukundapur, Mukundapur, Nabagram, Dist-Murshidabad, Pin-742187 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from GAFUR to GAFUR SK and henceforth I shall be known as GAFUR SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 02/07/2026. GAFUR (old name) and GAFUR SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sanfa Bibi (Old Name) W/o-Anarul Mondal, resident of Vill- Patenda Po- Gobarhati, Ps-Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby declare that I have changed my name from Sanfa Bibi to Samena Bibi and henceforth I shall be known as Samena Bibi (new name) for all purposes, vide an affidavit sworn before the Notary Public, Berhampore Court on 14/07/2026. My name Samena Bibi & Sanfa Bibi are one and the same person.

NAME CHANGE

I, SHABINA PARVEEN, wife of Abdul Haleem, residing at 118, Elliot Road, Police Station – Park Street, Kolkata-700016, West Bengal, have by way of an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Calcutta on 14.07.2026, declared that my real and correctly spelt name is SHABINA PARVEEN. I further declare that the name "Sahbina Parveen," which was inadvertently recorded in the passport of my younger daughter, BUSHRA GHAZAL (wife of Md. Aftabuddin), refers to me and is the same identical person as myself, Shabina Parveen. Henceforth, I shall be known as SHABINA PARVEEN for all official purposes.

NAME CHANGE

I, ABDUL HALEEM, son of Late Mohammad Kaleem, residing at 118, Elliot Road, Police Station – Park Street, Kolkata-700016, West Bengal, have by way of an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Calcutta on 14.07.2026, declared that my real and correctly spelt name is ABDUL HALEEM. I further declare that the name "Abdul Halim," which was inadvertently recorded in the passport of my younger daughter, BUSHRA GHAZAL (wife of Md. Aftabuddin), refers to me and is the same identical person as myself, Abdul Haleem. Henceforth, I shall be known as ABDUL HALEEM for all official purposes.

নোটিশ

আমি, সম্ভব খান্ডেলওয়াল, পিতা মনীশ খান্ডেলওয়াল, ধর্ম বিশ্বাসে হিন্দু এবং জাতীয়তায় ভারতীয়, বর্তমানে ডঃ আর. আহমেদ ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, ১৪২, এ.জে.সি. বোস রোড, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ (পশ্চিমবঙ্গ)-এ বসবাসরত এবং স্থায়ীভাবে ২০ / ২১৪-এ, স্যার কি মান্ডি, লোহা মান্ডি, আগ্রা, জেলা আগ্রা, উত্তর প্রদেশ- ২৮২০০২-এ বসবাসরত, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার নাম সম্ভব খান্ডেলওয়াল, সংক্ষিপ্ত নাম সম্ভব, যা শিয়ালদহ, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)-এর মাননীয় প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ১২.০৬.২০২৬ তারিখে প্রদত্ত হলফনামা নং ১২০৪০-এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে। আমি আরও ঘোষণা করছি যে সম্ভব খান্ডেলওয়াল এবং সম্ভব নাম দুটি একই ব্যক্তিকে বোঝায় এবং সকল আইনি, দাপ্তরিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে এ দুটি নাম অভিন্ন বলে গণ্য হবে।

সুন্দরবনে বাল্যবিবাহ রুখে নজির গড়ছেন 'দাবাং দিদি'

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট, ১৫ জুলাই ঃ বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জের মহিলা সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে ২২টি পঞ্চায়েত জুড়ে কাজ করে চলেছে। প্রায় ২৬ জন মহিলা কর্মী নিয়ে এই সংগঠন। পিছিয়ে পড়া মহিলাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই সংগঠনের অন্যতম মুখ এক সাহসী নারী, যিনি অত্যন্ত দুস্থ বিড়ি শ্রমিক পরিবারে জন্ম নিয়েও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের জীবন গড়ে তুলেছেন। মাত্র ১১ বছর বয়স থেকে বিড়ি বেঁধে পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং গ্রামের প্রথম মেয়ে হিসেবে কলকাতায় গিয়ে উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ করে এমএ পাশ করেন। ২০০৮-০৯ সাল থেকে তিনি মহিলাদের অধিকার নিয়ে কাজ শুরু করেন। এই পথ মোটেও সহজ ছিল না-নানা ধরনের হুমকি, অপমান, এমনকি প্রাণনাশ ও ধর্ষণের হুমকির মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। তবুও তিনি নিজের লক্ষ্য থেকে একচুলও সরেননি। বাল্যবিবাহ রোধ, স্কুলছুট বন্ধ করা, বিড়ি শ্রমিকদের আইডি কার্ড ও শিশুদের জন্মসনদ তৈরি, মহিলাদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা-এইসব কাজই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে ওঠে। কিশোরী বাহিনী গঠন করে গ্রামে গ্রামে সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি বাবা-মায়েদের বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক বোঝান তিনি। গত ১৮ বছরে শতাধিক বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন এই সাহসী নারী। এলাকাবাসীর কাছে তিনি আজ 'দাবাং দিদি' নামে পরিচিত।আগামী দিনে তিনি কয়েকটি মডেল গ্রাম গড়ে তুলতে চান, যেখানে বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন সম্পূর্ণ বন্ধ হবে।

পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগের আশ্বাস

শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শনে মহকুমা শাসক ও বিধায়ক

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৫ জুলাই ঃ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন কালনা মহকুমার মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন, পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেঃেদ্রর বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার, বিডিও অনন্যা বিশ্বাস-সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিক ও প্রতিনিধিরা। হাসপাতালের সার্বিক পরিকাঠামো, চিকিৎসা পরিষেবার মান এবং রোগীদের জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা খতিয়ে দেখতে এদিন হাসপাতালের একাধিক ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন তাঁরা। পরিদর্শনের সময় হাসপাতালের চিকিৎসক, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। বর্তমান স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ভবিষ্যতে কীভাবে আরও উন্নত ও আধুনিক পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা আরও সহজ ও মানসম্মত করা যায় এবং হাসপাতালের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা যায়, সেই বিষয়েও মতবিনিময় হয়। এদিন হাসপাতাল চত্বরে থাকা সরকারি আবাসনগুলিও পরিদর্শন করেন তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হাসপাতালের একাধিক সরকারি কোয়ার্টার ভগ্নদশায় পড়ে রয়েছে, যার ফলে সেগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করেন প্রতিনিধিদল। বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার জানান, হাসপাতালের ভগ্নপ্রায় সরকারি কোয়ার্টারগুলিকে সংস্কার করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আবাসনের সমস্যা দূর করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। মহকুমা শাসক অহিংসা জৈনও হাসপাতালের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন, পরিকাঠামোর উন্নতি এবং সাধারণ মানুষের জন্য আরও উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর যৌথভাবে কাজ করবে।এই পরিদর্শনের ফলে শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে তার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত হলে চিকিৎসা পরিষেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে এবং এলাকার সাধারণ মানুষ তার সরাসরি সুফল পাবেন।

নৈহাটি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নৈহাটি, ১৫ জুলাই ঃ নৈহাটি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক চট্টোপাধ্যায়কে আজ সকালে তাঁর নিজস্ব বাসভবন থেকে গ্রেফতার করেছে নৈহাটি থানার পুলিশ। গ্রেফতারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মন জিতলেন অরিজিৎ সিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ তারকা নয়, যেন বাড়িরই ছেলে! ভাইয়ের বিয়েতে সস্ত্রীক হাজির হয়ে ফের মন জিতলেন অরিজিৎ সিং। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক অরিজি সিং বারবার প্রমাণ করেছেন, খ্যাতির শিখরে পৌঁছেও তিনি নিজের শিকড়কে ভোলেননি। মুম্বইয়ে বসবাস করলেও জন্মভূমি জিয়াগঞ্জের সঙ্গে তাঁর টান আজও অটুট। সম্প্রতি বহরমপুরে পাড়াতুতো ভাই দেবাশিস বিশ্বাসের বিয়েতে সস্ত্রীক হাজির হয়ে সকলের মন জিতে নিলেন অরিজিৎ। শুধু বিয়ের মূল অনুষ্ঠানেই নয়, সকাল থেকেই গায়ে হলুদ-সহ একাধিক আয়োজনে পরিবারের সদস্যের মতোই অংশ নেন তিনি। গোলাপি পাঞ্জাবি পরে স্ত্রী কোয়েল সিং ও বাবা সুরিন্দর সিংকে সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেন অরিজিৎ। নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করার পাশাপাশি স্থানীয়দের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলেন এবং অনুরাগীদের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তুলতেও দেখা যায় তাঁকে। তারকা হয়েও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর এই সহজ-সরল মেলামেশা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছে। আবারও প্রমাণ করলেন, জনপ্রিয়তার শীর্ষে থেকেও মাটির মানুষ হয়ে থাকাই অরিজি সিংয়ের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

ভিডিও কলে সদ্যোজাত নাতনির মুখ দেখেই শেষ বিদায়!

ভিয়েতনাম, ১৫ জুলাই ঃ বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন ছিল বহু দিনের। কিন্তু সেই স্বপ্নই শেষ পর্যন্ত পরিণত হল এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিতে। ভিয়েতনামে ভয়াবহ নৌকাডুবির ঘটনায় প্রাণ হারালেন তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লির ব্যবসায়ী শেখ আবদুল্লা আবদুল মজিদ। পরিবারের সঙ্গে শেষবার ভিডিও কলে কথা বলার সময় তিনি আনন্দের সঙ্গে দেখেছিলেন সদ্যোজাত নাতনির মুখ। সেই হাসিমুখেই জানিয়েছিলেন, এবার তিনি সমুদ্রপথে দ্বীপ ভ্রমণে যাচ্ছেন। কিন্তু সেই সফরই হয়ে উঠল তাঁর জীবনের শেষ যাত্রা। পরিবারের সদস্যদের কাছে সেই ভিডিও কল আজ শুধুই এক বেদনাদায়ক স্মৃতি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর আসবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। পরিবারের সদস্যদের কথায়, নৌকা ভ্রমণে বেরোনোর ঠিক আগে মজিদ বাড়িতে ফোন করেন। ভিডিও কলে স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন। সেই সময় পরিবারের নতুন সদস্য, সদ্যোজাত নাতনির মুখও দেখেন তিনি। প্রথমবার নাতনিকে দেখে ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলেন মজিদ। পরিবারের এক সদস্য জানান, ভিডিও কলে তিনি শুধু পরিবারের সঙ্গেই কথা বলেননি, আশপাশের মনোরম সমুদ্র ও দ্বীপের দৃশ্যও দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এখন দ্বীপ ঘুরতে যাচ্ছেন। তাই সফর শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন তাঁকে আর ফোন না করা হয়। ফিরে এসে নিজেই সবাইকে ফোন করবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আর রাখা হল না।

ভিডিও কল শেষ হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পরেই পরিবারের কাছে পৌঁছায় ভয়াবহ খবর। ভিয়েতনামে পর্যটকবাহী নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যুর খবর আসে। প্রথমে তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে সেই নৌকাতেই ছিলেন মজিদ। পরে সরকারি সূত্রে নিশ্চিত হওয়া যায়,দুর্ঘটনায় নিহতদের তালিকায় রয়েছে তিরুচিরাপল্লির বাসিন্দা শেখ আবদুল্লা আবদুল মজিদের নামও। এক আত্মীয় জানান, মুহূর্তের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ শোকে ডুবে যায়। যে মানুষটি কিছুক্ষণ আগেও হাসিমুখে পরিবারের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনিই আর কখনও ফিরবেন না- এই সত্য মেনে নেওয়া পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। পরিবারের সদস্যদের মতে, এটাই ছিল মজিদের জীবনের প্রথম বিদেশ সফর।

'দেখব, ভাবব না, কাজ করব-তে বিশ্বাসী'

১-র পাতার পর-২০২১ সালের এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আইনি ধারা ও 'ভারতয় ন্যায় সংহিতা' অনুযায়ী পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলেও স্পষ্ট করে দেন শুভেন্দু। উল্লেখ্য এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে হাজির হলেন কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তাঁরা খুশি বলে জানালেন নির্যাতিতার ভাই। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে খুশি নির্যাতিতার পরিবার। নির্যাতিতার ভাই বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বলেন, আগের সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি চাপা দিয়ে রেখেছিল। আমরা সেটা করব না।'' এরপরই নির্যাতিতার ভাই বলেন, ''ফাঁসি তো অবশ্যই চাই। কিন্তু, আজকাল যা ধর্ষণ বাড়ছে, এতে সরাসরি এনকাউন্টারে মেরে দেওয়া হোক। এনকাউন্টার আইন হোক।'' একইভাবে নির্যাতিতার দাদাও সেই দাবি করছেন। যদিও তিনি আইনের প্রতি বেশি ভরসা রাখছেন। মেয়ের ধর্ষণ-খুনের বিচার এতদিন পর পাবেন বলে আশাবাদী নির্যাতিতার মাও। তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমি সব জানি। আমরা বিচার পাব। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত হয়েছি।'' টুম্পা ও মৌসুমী বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উপর আস্থা রাখতে বলেছেন।'' কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বারাসত আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। আগের সরকার ১৬ জন সরকারি কৌঁসুলিকে বদল করে আসামিদের খালাস করার ব্যবস্থা করে। এবারে যে পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে। মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আমি তাঁদের বলেছি, সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের আইনজীবীরা সহযোগিতা করবেন, যাতে তাঁরা যে আবেদন করেছেন, সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে তাঁদের আবেদনের সুবিচার পান। এই মুহূর্তে বিষয়টি রাজ্য সরকার কিংবা রাজ্যের পুলিশের হাতে নেই। সুপ্রিম কোর্টে আইনি লড়াইয়ে রাজ্যের আইনজীবীরা নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকবেন। তা নিয়ে নির্দেশিকা ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে।'' কামদুনির নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দেখা করা নিয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''কামদুনির নির্যাতিতার পরিবার বিচার পায়নি। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য আগের সরকার এটা করতে দেয়নি। আমি তো আগেই মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি, কামদুনির ফাইল ফের খোলা হোক। নির্যাতিতার পরিবার এসেছে, খুব ভালো কথা।''

সভা করতে পারবেন মমতা

১-র পাতার পর-বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম ভালো হবে। কারণ এটা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা চেয়েছেন। এটা গান্ধী মূর্তির থেকে দূরেও। কিন্তু এক দিকের রাস্তায় কি দশ হাজার লোক ধরবে? দু'হাজার লোক নিয়ে করুন।'' তখন ফের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আজ যে বিক্ষুব্ধ তৃণমূল অনুমতি চাইছে, ১৯৯৪ সালে তাঁদের অনেকের রাজনীতিতে জন্ম হয়নি। আমাদের নেত্রী এই দিবসকে তুলে ধরেছিলেন। আমার গাড়িতেই আট জন আহতকে এনেছিলাম। আমাদের ইমোশন আলাদা। পাঁচ হাজার সমর্থককে নিয়ে করতে দিন।'' সেই সময় এএজি বা অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, ''ওটা ১৯৯৪ নয় ১৯৯৮ হবে।'' কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''পিটিশনে সব লেখা আছে।'' বিচারপতি আবার বলেন, ''আপনাদের আবেগকে গুরুত্ব দিচ্ছি তাই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।'' তবে, বিচারপতি তিন হাজার লোককে নিয়ে সভা করার অনুমতিতে রাজ্য প্রবল আপত্তি জানায়। বলা হয়, পুলিশের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এরপর ফের বিচারপতি আড়াই হাজার লোক আনার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আগের দিন হাজরায় (তৃণমূল কর্মীদের চোর স্লোগান দেওয়া হয়। ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে) হওয়া ঘটনার উল্লেখ করেন। মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন। তখন বিচারপতির স্পষ্ট নির্দেশ, মিটিং বিকেল ৩.৩০ পর্যন্ত করা যাবে আড়াই হাজার লোককে নিয়ে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের সামনে।

কালীঘাট তৃণমূল ছাড়লেন মদন মিত্র!

১-র পাতার পর- না দিয়ে তাঁর পুত্র সন্দীপনকে প্রার্থী করে, যিনি ওই একই আসন থেকে জয়ী হন। কিন্তু ২০২৬ সালের নির্বাচনে তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরই দল আড়াআড়িভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দলের সুপ্রিমো মমতার হাত ছেড়ে উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে একে একে যোগ দিতে শুরু করেন দলের বহু হেভিওয়েট নেতা। এমনকি, দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা মমতার রাজনৈতিক লড়াইয়ের ঘনিষ্ঠ সাক্ষী ও ভরসাযোগ্য ছিলেন- সেই ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, ও অনুব্রত মণ্ডলের মতো শীর্ষ নেতারাও দলনেত্রীর সঙ্গ ত্যাগ করেন। এই দলবদলের ঝড়েও মদন মিত্র এতদিন নিজের অবস্থানে অনড় ছিলেন। তবে ইডির নোটিসের পর মদন মিত্রের এই সাম্প্রতিক 'হাবভাব' ও পদক্ষেপ রাজনৈতিক মহলে আলোচনার মূল কেন্দ্রে উঠে আসে। দেখা গেল, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে দিলেন মদন মিত্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস দলের জন্মলগ্ন থেকে যে সব নেতা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মদন অন্যতম।

পুলিশের কাছে জানতে চাইল হাইকোর্ট

১-র পাতার পর- দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সে সময় বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা তাঁকে একটি বিশেষ রক্ষাকবচ দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে কোনও নতুন এফআইআর দায়ের করতে গেলে আদালতের আগাম অনুমতি নিতে হবে। রাজনৈতিক পালাবদলের পর, এবার সেই একই ধরণের রক্ষাকবচ বা 'ব্ল্যাঙ্কেট প্রটেকশন' পাওয়ার আশায় আদালতের দরজায় কড়া নেড়েছেন।

মহুয়া মৈত্রকে স্বস্তি দিল হাইকোর্ট!

১-র পাতার পর-কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানোর অভিযোগও সামনে এসেছে। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা যেমন বেড়েছে, তেমনই আইনি লড়াইও শুরু হয়েছে। এই ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে। আদালত রাজ্যের ডিজিকে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা তৈরি করে তা দ্রুত কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে। জনসমক্ষে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের অপমানজনকভাবে হেনস্থা করার প্রবণতা বন্ধে পুলিশকে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার কথাও আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে। গত দু'মাসে রাজনৈতিক প্রতিবাদের এক নতুন রূপ হিসেবে ডিম নিক্ষেপের ঘটনা বারবার সামনে এসেছে। বিষয়টি নিয়ে আদালত এবং আইনজীবী মহলের একাংশ উদ্বেগ প্রকাশ করলেও এই প্রবণতায় এখনও লাগাম টানা যায়নি। গত মে মাসের শেষদিকে সোনারপুরে নিহত এক দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জনতার বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় পাথরের পাশাপাশি তাঁর দিকেও ডিম ছোড়া হয়েছিল। এরপর থেকে একের পর এক রাজনৈতিক নেতাকে লক্ষ্য করে একই ধরনের প্রতিবাদের ছবি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গিয়েছে। মহুয়া মৈত্রর ঘটনাও সেই ধারাবাহিকতারই অংশ বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে। তবে এই মামলায় আদালতের অন্তর্বর্তী নির্দেশে আপাতত স্বস্তি মিললেও, ২১ জুলাইয়ের পরবর্তী শুনানিতে মামলার ভবিষ্যৎ দিক নির্ধারণ হবে।

ভারতের বৃহত্তম পারমাণবিক

১-র পাতার পর- ভারতের জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা সিইআরটি। সূত্রের দাবি, নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এবং রিলায়েন্সের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ চলছে। অন্যদিকে ইয়োটা জানিয়েছে, গত ২৯ মে তাদের নজরে একটি সার্ভারে সন্দেহজনক কার্যকলাপ ধরা পড়ে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাদের দাবি, সম্ভাব্য র‍্যানসমওয়্যার কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা হয়েছিল। পরে জুনের শেষে রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার জানায় যে, বাইরের হুমকিদাতারা ডেটা ফাঁসের দাবি করেছে। উল্লেখ্য, কুডানকুলম পারমাণবিক কেন্দ্র এর আগেও ২০১৯ সালে একটি সাইবার ঘটনার সঙ্গে জড়িয়েছিল। তখন উত্তর কোরিয়ার একটি হ্যাকার গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ম্যালওয়্যার প্রশাসনিক নেটওয়ার্কে শনাক্ত হলেও, এনপিসিআইএল জানিয়েছিল যে বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল পরিচালন ব্যবস্থায় তার কোনও প্রভাব পড়েনি। বর্তমান ঘটনায় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তথ্য ফাঁসের প্রকৃত পরিধি এবং সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এই ঘটনা দেশের গুরুত্বপূর্ণ এই কাঠামোর সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রীকে

১-র পাতার পর- স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। জানা যায়, একসময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও তাঁকে বড় বাড়িতে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তাঁর মৃত্যুর পরও একই সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছেন মীরা ভট্টাচার্য। এখনও সেই সাধারণ ফ্ল্যাটেই অত্যন্ত সাদামাটা জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর নতুন সরকারকে স্বাগতও জানিয়েছিলেন মীরা ভট্টাচার্য। মতাদর্শগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, নতুন সরকার নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিল, সেগুলি বাস্তবায়িত হবে। একই সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন, বাংলায় এমন একটি পরিবেশ ফিরে আসুক যেখানে সিন্ডিকেট রাজ বা সাধারণ মানুষের উপর অযথা চাপের অভিযোগ থাকবে না। সব মিলিয়ে, মীরা ভট্টাচার্যের নিরাপত্তা পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবেই নয়, রাজনৈতিক সৌজন্য ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবেও উঠে এসেছে। বিরোধী মতের একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই উদ্যোগ রাজ্যের নতুন সরকারের রাজনৈতিক বার্তাকেও স্পষ্ট করে তুলেছে।

১৮ দিনে সোনমের আমরণ অনশন!

১-র পাতার পর-ধরে যন্তরমন্তরে আমরণ অনশনে বসে রয়েছেন সোনম। দিন যত এগোচ্ছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা ততটাই আশঙ্কাজনক হয়ে উঠছে। 'ককরোচ' জনতা পার্টির দাবি, অনশনের কারণে তাঁর ওজন ইতিমধ্যেই অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। এই কঠিন লড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারের ভূমিকা ও নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তারা। এদিকে সোনমের এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে গত সোমবার অনশনমঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন দেশের বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অরুন্ধতী রায়, অভিনেতা নসীরুদ্দীন শাহ, অভিনেত্রী রত্না পাঠক শাহ এবং খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ জয়তী ঘোষ। তাঁরা সোনম-সহ বাকি অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে অনশন তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান। তবে বিশিষ্টদের সেই অনুরোধের পরেও অনশন প্রত্যাহারের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক সিদ্ধান্তের কথা জানাননি সোনম ওয়াংচুক।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় নতুন রূপে সজ্জিত মালদা বিভাগের শিবনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশন

মালদা, ১৫ জুলাই ঃ ভারতীয় রেলের আধুনিক ও যাত্রীবান্ধব রেলস্টেশন গড়ে তোলার

অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবে, পূর্ব রেলের মালদা বিভাগের অন্তর্গত শিবনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প -এর আওতায় আধুনিকীকরণ ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন রূপে সজ্জিত এই স্টেশনটি আধুনিক যাত্রীসুবিধার সঙ্গে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে আরও নিরাপদ, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে এবং একই সঙ্গে আঞ্চলিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। মালদা বিভাগের সাহিবগঞ্জ-ভাগলপুর রেলপথে অবস্থিত এনএসজি-৫ (NSG-5) শ্রেণিভুক্ত শিবনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশন বিহারের ভাগলপুর জেলার মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগস্থল। জাতীয় সড়ক-৮০ (NH-80)-এর নিকটবর্তী এই স্টেশন প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী, ছাত্রছাত্রী, ব্যবসায়ী ও কর্মজীবী মানুষের যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। এই অঞ্চল তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য সুপরিচিত এবং নিকটবর্তী ভাগলপুর শহর ভারতের সিল্ক সিটি নামে খ্যাত, যা শতাব্দীপ্রাচীন রেশম শিল্পের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। পুনর্নির্মিত স্টেশনটি যাত্রীসুবিধা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক যোগাযোগের উন্নয়ন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসা- বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। 'বিকশিত ভারত' গঠনের লক্ষ্যে ভারতীয় রেলের উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় ₹১৭.৯৪ কোটি ব্যয়ে শিবনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো যাত্রীসুবিধার সম্প্রসারণ, সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং স্টেশন চত্বরকে আধুনিক ও আকর্ষণীয় রূপ প্রদান করা। পাশাপাশি এলাকার স্থানীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণও এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। স্টেশনের স্থাপত্য নকশায় ভাগলপুর অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, যা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও স্থানীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য সমন্বয় উপস্থাপন করে। শিবনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশন এখন আধুনিক অবকাঠামো ও উন্নত যাত্রীসুবিধাসহ যাত্রীদের আরও নিরাপদ, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এই উন্নয়নের ফলে যাত্রীরা আরও উন্নত পরিষেবা, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং উচ্চমানের সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন, যা অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান পরিবহন চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। যাত্রীসুবিধার পাশাপাশি এই পুনর্নির্মাণ প্রকল্প এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেও নতুন গতি সঞ্চার করবে বলে আশা করা হচ্ছে। উন্নত রেল যোগাযোগের মাধ্যমে স্থানীয় বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সংযোগ আরও সুদৃঢ় হবে। একই সঙ্গে এই আধুনিক স্টেশনটি এলাকার বাসিন্দা ও আগত দর্শনার্থীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় ও স্বাগতপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে টেকসই আঞ্চলিক উন্নয়নে আরও উৎসাহিত করবে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প ভারতীয় রেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ, যার লক্ষ্য দেশের রেলস্টেশনগুলিকে আধুনিক যাত্রীসুবিধাসম্পন্ন, ভবিষ্যতমুখী এবং প্রাণবন্ত পরিবহন কেন্দ্রে রূপান্তর করা, একই সঙ্গে তাদের স্থানীয় ঐতিহ্য ও স্থাপত্যগত স্বকীয়তা সংরক্ষণ করা। শিবনারায়ণপুর রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণ যাত্রীদের বিশ্বমানের রেল অবকাঠামো, নিরাপদ, স্মার্ট ও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদান করার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের অবিচল অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের পুনর্বিকশিত রেল স্টেশনগুলি স্থানীয় জনগণের জন্য বয়ে এনেছে উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা

E-Auction Notice

e- Auctions are invited for Ferry Ghats under Hariharpara Panchayat Samity in N.I.e.A. No.-01/HPS/FG/2026-27(2ND Call), 03/HPS/FG/2026-27(2nd Call), 04/HPS/FG/2026-27(2nd Call), 05/HPS/FG/2026-27(2nd Call), 06/HPS/FG/2026-27(2nd Call), 07/HPS/FG/2026-27(2nd Call), 08/HPS/FG/2026-27(2nd Call), 09/HPS/FG/2026-27(2nd Call) & 12/HPS/FG/2026-27(2nd Call). Documents and other details is available in the website eauction.gov.in. The last date of submission for all the auctions are up to 18.00 hours on dated 23/07/2026 & 31/07/2026 respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any queries in the office hours.

Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৩.০৭.২০২৬, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং ১, টেন্ডার নংঃ টিএন-১০৬-২৬-২৭, কাজের নাম ঃ** ক্যানিং-ক্যানিং স্টেশনে অতিরিক্ত স্টেবলিং লাইনের প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৩,৬৫,৮৭৮.৩৪ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪,২৭,৩০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নংঃ টিএন-১০৭-২৬-২৭, কাজের নাম ঃ** সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কমন লুপ লাইন সহ কুলপিতে নতুন ব্লক স্টেশন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৫৮,০৬,৬৫৪.৯৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১১,১৬,১০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, টেন্ডার নংঃ টিএন-১০৮-২৬-২৭, কাজের নাম ঃ** ডায়মন্ড হারবারে প্ল্যাটফর্ম নং ৩-এর পাশে অতিরিক্ত স্টেবলিং লাইনের ব্যবস্থা (সিএসআর দৈর্ঘ্য ২৭৫ মি)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৩,১১,৪৮৫.৯১ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৮৬,২০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ২৪.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ০৯ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৭.২০২৬ বিকেল ৩টে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। ভারতীয় রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।

SDAH-137/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ক্যানিংয়ে জলে ডুবে মৃত্যু দুই শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং, ১৫ জুলাই ঃ জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই শিশুর। মৃতের নাম প্রীতি মণ্ডল (১৩) ও দীপ মণ্ডল (১১)। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের তালতলা গ্রামে। দুই শিশুকে জল থেকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ক্যানিংয়ের হিমচেখালি গ্রামের বাসিন্দা বাদল মণ্ডল ও জয়ন্তী মণ্ডল দুই সন্তানকে নিয়ে তালতলায় গিয়েছিলেন আত্মীয়ের বাড়িতে। মামার বাড়ি পাশেই পুকুরে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায় তাঁরা। বেশ খানিকক্ষণ দুই ভাইবোন ঘরে ফেরেনি দেখে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। এরপর পুকুর থেকে উদ্ধার হয় দেহ। তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে জানিয়ে দেন। বাদল জানিয়েছে তাঁর দুই সন্তানের কেউই সাঁতার জানতো না। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

রবীন্দ্রনাথের পথে, বিশ্বভারতী দত্তক নিতে চলেছে আরও ২০টি গ্রাম

দেবর্ষি মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ১৫ জুলাই ঃ গ্রাম -ই দেশের উন্নয়নের ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা থেকেই গ্রামোন্নয়ন ও পল্লী-পুনর্গঠনের জন্য শান্তিনিকেতনের কাছেই শ্রীনিকেতন গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্য হলো কৃষি, সমবায়, কারুশিল্প ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি। শিক্ষার পাশাপাশি, গ্রামবাংলার সার্বিক উন্নয়নের এক প্রাণবন্ত ইতিহাস শ্রীনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বাস করতেন, দেশের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন গ্রামের মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসংস্থান, আত্মনির্ভরতা ও সামাজিক সচেতনতায় বলীয়ান হবে। এই আদর্শকে সামনে রেখেই ১৯২২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীনিকেতন। শ্রীনিকেতনের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পল্লি পুনর্গঠনের একটি কার্যকরী মডেল গড়ে তোলা। কৃষির আধুনিকীকরণ, কুটিরশিল্পের প্রসার, কারিগরি শিক্ষা, নারীশিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ থেকে সর্ব ক্ষেত্রেই শ্রীনিকেতন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। বর্তমানে বিশ্বভারতী ৬৫ টি গ্রাম দত্তক নিয়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এবার বিশ্ব পল্লি উন্নয়ন দিবসে ঘোষণা করা হয়েছে, আরও ২০ টি গ্রাম এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। এর ফলে ভবিষ্যতে মোট ৮৫ টি গ্রামে শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে বিশ্বভারতী। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ড. প্রবীর কুমার ঘোষ, অধ্যাপক ড. অমিত হাজরা, দুবরাজপুরের বিধায়ক অনুপ সাহা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশ্বভারতীর অধীন বিভিন্ন গ্রামের কৃষক, মহিলা কৃষক, ছাত্রছাত্রী এবং গ্রামবাসীরাও অংশগ্রহণ করেন। নতুন প্রকল্পের বিশেষ উদ্যোগ এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি দত্তক নেওয়া গ্রামে নেওয়া হবে একাধিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর। জানা গেছে, প্রতিটি গ্রামে তৈরি হবে নিউট্রিশনাল গার্ডেন, যাতে পরিবারগুলি পুষ্টিকর শাকসবজি উৎপাদনে উৎসাহিত হয়। গোবর গ্যাস বা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে, যা পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে। গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিবছর পানীয় জলের গুণমান পরীক্ষা করা হবে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে মাটির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া হবে। গ্রামের শিক্ষার উন্নয়নে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগকে সরাসরি যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক ড. অমিত হাজরা জানান, বর্তমানে ৬৫ টি গ্রামে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চললেও খুব শীঘ্রই আরও ২০টি গ্রাম যুক্ত হবে। ফলে রবীন্দ্রনাথের পল্লি উন্নয়নের স্বপ্ন আরও বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়িত হবে। উপাচার্য ড. প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, গ্রামীণ উন্নয়নই দেশের সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথের দেখানো পথ অনুসরণ করেই বিশ্বভারতী ভবিষ্যতেও গ্রামবাংলার মানুষের পাশে থেকে উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাবে। এক শতাব্দীরও বেশি আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পল্লি পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, আজও সেই আদর্শই বিশ্বভারতীর পথপ্রদর্শক। আরও ২০টি গ্রামকে উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত করার এই উদ্যোগ শুধু গ্রামবাংলার উন্নয়ন নয়, আত্মনির্ভর ভারত গঠনের দিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১৭ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব

কলকাতা, ১৫ জুলাই ঃ আগামী শুক্রবার ১৭ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব। ২০ থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন দফতরের বাজেট নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা হবে। ২৫ জুলাই পাশ হওয়ার কথা অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল ও অর্থ বিল। পাশাপাশি কয়েকটি নতুন বিলও আনা হতে পারে। প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী, ২০ জুলাই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং পরিবহণ দফতরের বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে। ২১ জুলাই উচ্চশিক্ষা, স্কুলশিক্ষা এবং শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের বাজেট নিয়ে বিতর্ক হবে। ২২ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর অধীনস্থ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের বাজেট নিয়ে বিতর্ক হবে। ২৩ জুলাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ এবং পর্যটন দফতরের বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে। ২৪ জুলাই পূর্ত ও নগরোন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের বাজেট নিয়ে আলোচনা নির্ধারিত হয়েছে। বাকি দফতরগুলির বাজেট গিলোটিন প্রক্রিয়াতেই পাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

Namkhana Gram Panchayat

Shibnagar Abad,Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana,South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: (1) 03/NAMGP/26 (Tied), (2) 04/NAMGP/26 (Un-Tied), (2026-27) dt: - 15/07/2026.** Last Date of Bid Submission: **22/07/2026, 04:00 Hrs.** Date of Opening: **24/07/2026, 04:00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS,.or Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

ABRIDGED SHORT NOTICE INVITING TENDER

SNIT No. 08/EE-II/CD of 2026-27

Sealed offline tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the bonafied contractors having credential of 30% of similar nature of work in last 5 (Five) years, for 1 (One) no. emergent restoration to the left embankment of river Hooghly within Block - Falta, for Amount Put to Tender **Rs. 13.30 Lakh. (i)** Last date of application is **20.07.2026 up to 14.00 Hrs. (ii)** Last date of issue Tender Document is **20.07.2026 after 14.30 Hrs. (iii)** Last date of submission Tender Document is **22.07.2026 up to 14.00 Hrs. (iv)** Date of opening Tender is on **22.07.2026 after 14.30 Hrs.** For other details the website **www.wbiwd.gov.in** and Office Notice Board to be followed.

Sd/-
Executive Engineer-II
Canals Division
I & W Directorate

Government of West Bengal Irrigation & Waterways Directorate

SNIT No. : 7/EE/MDD-I/2026-27 under MDD-I is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafied contractors for 1 (One) No. Emergent work related to repair and painting of Sech Nibas Irrigation Bunglow amounting to **Rs.38.80 Lakhs**. Last date and time of application of SNIT is **20.07.2026** up to **12:00 Hrs**. Other details may be seen in the website : **https://iwd.wb.gov.in** and in the office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No.-I
Jalasampad Bhavan, 4th Floor, Kol.-91

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়গপুর- ৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৬-২৭-১৬-আরটি তারিখ ১৪.০৭.২০২৬।** সাঁতরাগাছি ঃ এসআরসি কোচিং ইয়ার্ডের রিসেপশন ইয়ার্ডে (স্টেবলিং লাইনের ০৪টি এবং পিআইটি লাইনের ০৩টি তৎসহ রিসেপশন ইয়ার্ড এসআরসি-র সিএটি-র কাজ) সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এলএইচবি রেকগুলির পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দরকারি পরিকাঠামোর ব্যবস্থা এবং পিট-এর সম্প্রসারণ সমেত ০২টি লাইনে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৮৭,২১,০১৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৭৪,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ০৬.০৮.২০২৬ তারিখ। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **দাখিলের তারিখঃ** ০৬.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।

(PR-480)

CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE

Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. : **WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-28/2026-27** (Tender Id No. : **2026_WBPWD_5015952_1**) is hereby extended up to **2.00 P.M.** on **20.07.2026**.

Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website : **https://wbpwd.gov.in** and e-Tender portal : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Electrical Construction Division

CORRIGENDUM FOR e-TENDER NOTICE

Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. : **WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-29/2026-27** (Tender Id No. : **2026_WBPWD_5015956_1**) is hereby extended up to **2.00 P.M.** on **20.07.2026**.

Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website : **https://wbpwd.gov.in** and e-Tender portal : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Electrical Construction Division

তারকেশ্বরে ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারকেশ্বর, ১৫ জুলাই ঃ তারকেশ্বরে বুধবার ভক্তি ও বিশ্বাসের আবহে সূচনা হল মহা রুদ্রযজ্ঞ এবং শ্রাবণী মেলার। ভগবান শিবের আশীর্বাদ প্রার্থনা এবং সকলের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনায় আয়োজিত এই পাঁচ দিনব্যাপী মহা রুদ্রযজ্ঞকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। বুধবার তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান জানিয়েছেন, ভগবান শিবের আরাধনার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও কল্যাণের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৩.০৭.২০২৬, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ টিএন-১২৩-২৬-২৭, কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসন ট্রিম্বল জিইডিও ভর্সিস ট্রলি সিস্টেম ব্যবহার করে ট্র্যাক জিওমেট্রি এবং ট্র্যাক প্যারামিটারগুলির উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৩৬,১৬,২১৬.৫০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৬,৭২,৩০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৮.২০২৬ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। ভারতীয় রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশনস অফ কন্ট্র্যাক্ট ২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য।

SDAH-135/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মহেশ রথযাত্রায় হেলিকপ্টার থেকে হবে পুষ্পবৃষ্টি, ঘোষণা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৫ জুলাই ঃ শ্রীরামপুরের ঐতিহাসিক মহেশ রথযাত্রা উৎসবকে ঘিরে এ বছর উৎসাহ তুঙ্গে। রথযাত্রার একদিন আগে, বুধবার মহেশের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিতে পৌঁছান রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। সেখানে তিনি ভগবান জগন্নাথদেবের আরাধনা করে রাজ্যের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেন। পুজোর পর মন্দির প্রাঙ্গণে উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষালের সঙ্গে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন শিল্পমন্ত্রী। দুই নেতাকে একসঙ্গে দেখা যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হলেও এ বিষয়ে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাননি তাপস রায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিল্পমন্ত্রী জানান, এ বছরের মহেশ রথযাত্রা নিয়ে ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি একাধিক বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন, এ বছর প্রথমবারের মতো রথযাত্রার দিন হেলিকপ্টার থেকে ভগবান জগন্নাথদেবের রথের উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হবে। এই আয়োজনকে আরও বর্ণাঢ্য ও স্মরণীয় করে তুলতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। তাপস রায় আরও বলেন, শিশুদের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ছোট রথ বিতরণ করা হয়েছে। মহেশ রথযাত্রার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মর্যাদাকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে রাজ্য সরকার নিরন্তর কাজ করে চলেছে। মন্ত্রীর কথায়, বর্তমান রাজ্য সরকার মহেশ রথযাত্রাকে যে গুরুত্ব ও উৎসাহ দিচ্ছে, অতীতে এমনটা দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, মহেশের রথযাত্রা দেশের প্রাচীনতম রথযাত্রাগুলির অন্যতম। প্রতি বছর লক্ষাধিক ভক্ত ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার দর্শনে এখানে সমবেত হন। এ বছর হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টির ঘোষণা ঘিরে ইতিমধ্যেই ভক্তদের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।

ভুয়ো নথি ব্যবহার করে প্রায় চার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় হাওড়া থেকে গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৫ জুলাই ঃ ভুয়ো নথি ব্যবহার করে প্রায় চার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় হাওড়া থেকে গ্রেফতার ৩, কলকাতা পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল উদ্ধার করেছে ১.৫৫ কোটি টাকাও। জমির ভুয়ো নথি ব্যবহার করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় চার কোটি টাকার ঋণ নেওয়ার অভিযোগে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ তদন্তকারী দলের হাতে হাওড়া থেকে ধৃত তিন ব্যক্তি। অভিযোগ, এরা একাধিক সহযোগী সংস্থার সঙ্গে যোগসাজশ করে পুরসভার একটি বিল্ডিংয়ের ভুয়ো স্যাংশনড প্ল্যান তৈরি করে সেটিকেই আসল নথি হিসেবে ওই ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিলেন। এই ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতি-কাণ্ডের ধৃতেরা হলেন মানস রায়, তাপস রায় এবং তন্ময় রায়। বুধবার এদের কলকাতার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের আদালতে পেশ করে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। একই সঙ্গে এই প্রতারণা চক্রে আর কেউ জড়িত রয়েছেন কিনা এবং ঋণের অর্থ কোথায় কোথায় সরানো হয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল। জমির 'ভুয়ো' কাগজ দেখিয়ে ওই ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় চার কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল। ২০১৮ সাল নাগাদ ওই বিপুল অঙ্কের টাকা ব্যবসার জন্য ঋণ নেওয়া হয়। বন্ধক হিসেবে একাধিক জমি ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছিল। অভিযোগ, পরবর্তী ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখা যায় ওই জমির কাগজপত্র ভুয়ো। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ২০১৮ সালেই হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করে। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ওই ঘটনার তদন্তে টিম গঠন করা হয়। লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ব্যাঙ্ক জালিয়াতি দমন শাখা তদন্তে নামে। তদন্তকারীরা মঙ্গলবার রাতে হাওড়ায় হানা দেন। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় মানস রায়কে। পরবর্তীতে তাপস ও তন্ময়কেও পাকড়াও করা হয়। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় প্রায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। প্রতারণা-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তরা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একটি ভুয়ো ভবন অনুমোদন পরিকল্পনাও ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছিলেন। অভিযোগ, মানস রায় এর আগেও একাধিক প্রতারণার সঙ্গে জড়িত। সেসব ঘটনাও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। ধৃতদের সঙ্গে কি রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দলের কোনও সম্পর্ক ছিল ? সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, ধৃতের বাবা জানান, তাঁর ছেলে কী ধরনের ব্যবসা বা কর্মকাণ্ডে জ।তি তা তিনি জানেন না। তিনি এসব বিষয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলে দাবি করেন। তিনি দাবি করেন তাঁর বা।তিতে কোনও রেইড হয়নি। তবে অন্য কোথাও হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে তিনি অবগত নন। ছেলেদের সাথে তাঁর নিয়মিত কোনও যোগাযোগও নেই। তাদের কাজ ও ব্যবসার বিষয়ে তিনি কোনও তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের পেশা বা ব্যবসার বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী তমোনাথ রামচন্দ্র বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি, জমি দখল এবং অবৈধ ব্যবসায় (যেমন- মদের ব্যবসা ও মধুচক্র) জ।তি থাকার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। আগে রাজনৈতিক আশ্রয়ের কারণে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার পরিবর্তনের পর তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। আইন মেনেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চলছে।

পূর্ব রেলওয়ে

বিশেষ সীমিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

চিফ রোলিং স্টক ইঞ্জিনিয়ার/কোচিং, মেকানিকাল ডিপার্টমেন্ট, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭ এন.এস. রোড, ফেয়ারলি প্লেস কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য তালিকাভুক্ত সংস্থাদের নিকট থেকে "সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম"-এ সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

১	কাজের নাম	দুই বছরের (৭৩০ দিন) মেয়াদের জন্য তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ের নির্দিষ্টকৃত ট্রেনগুলিতে উন্নততর অন-বোর্ড পরিষেবা (ওবিএইচএস এবং লিনেন বণ্টন)
২	কাজের স্থান	পূর্ব রেলওয়ে (হাওড়া এবং শিয়ালদহ ডিভিসন)
৩	কাজের মেয়াদ	দুই বছর (৭৩০ দিন)
৪	কাজের আনুমানিক মূল্য	৪০,০৩,৩৪,৭৭৮.৫২ (জিএসটি সমেত)
৫	বায়না অর্থ (অনলাইন)	এফ অ্যান্ড সিএও, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতার অনুকূলে ২১,৫১,৭০০ টাকা।
৬	টেন্ডার ফর্মের মূল্য	শূন্য
৭	টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে	www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে
৮	টেন্ডার নথি যে তারিখ ও সময় পর্যন্ত পাওয়া যাবে	০৪.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৫০ মিনিট পর্যন্ত পাওয়া যাবে
৯	টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	০৪.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে
১০	টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়	০৪.০৮.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটের পরে। যদি খোলার তারিখে ছুটির দিন বা অন্য কোনো কারণ ঘটে তাহলে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে।
১১	টেন্ডার খোলার স্থান	পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তর, ফেয়ারলি প্লেস, মেকানিকাল ডিপার্টমেন্ট, ২য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১

নং এমসি/৩৮৫/রিফর্ম ওবিএইচএস-০১/২৬ তারিখ ১৫.০৭.২০২৬

MISC-104/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/083/03/2026-2027/R

Name of the work: **Maintenance of greenery related work at median boulevard from junction of R.B. Ave & S.P.M Rd. to T.G. Rd, Southern Side Garden of Hazra Rd & junction of Hazra Rd & S.P.M Rd in Ward No. 083.** Estimated Cost (incl. GST & CESS: **₹ 2,99,250.29.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **29.07.2026 - 12 noon.** Date & time of opening of tender: **31.07.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.07.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Br.-VII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EEC/VII/66/59/25-26/U

Name of the work: **Enlargement of Uttaran Sewer System at 4 Tiljala Lane and surroundings in Ward No. 66.** Estimated Cost (incl. GST & CESS: **₹ 3,59,190.40.** Earnest Money: **₹ 7,200.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/EEC/VII/65/1/26-27/R (2nd Call)

Name of the work: **Repairing of boundary wall of KMC Health Unit at 9B, Tiljala Shibtala Lane in Ward No. 65.** Estimated Cost (incl. GST & CESS: **₹ 3,48,830.67.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(3) NIT No.: KMC/EEC/VII/57/18/26-27/U

Name of the work: **Repairing of Majherpara Uttaran Passages at Canal South Road and its surrounding in Ward No. 57.** Estimated Cost (incl. GST & CESS: **₹ 2,73,791.24.** Earnest Money: **₹ 5,500.00.** Period of Completion: **60 days.**

(4) NIT No.: KMC/EEC/VII/66/56/25-26/R

Name of the work: **Maintenance of drainage system at different places in Ward No. 66.** Estimated Cost (incl. GST & CESS: **₹ 2,98,489.42.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(5) NIT No.: KMC/EEC/VII/57/20/26-27/U

Name of the work: **Repairing of Parghata Uttaran Passages at Canal South Road and its surrounding in Ward No. 57.** Estimated Cost (incl. GST & CESS: **₹ 1,70,118.18.** Earnest Money: **₹ 3,500.00.** Period of Completion: **60 days.**

(6) NIT No.: KMC/EEC/VII/57/19/26-27/U

Name of the work: **Repairing of Chingrighata Uttaran Passages at Canal South Road and its surrounding in Ward No. 57.** Estimated Cost (incl. GST & CESS: **₹ 2,57,597.94.** Earnest Money: **₹ 5,200.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **24.07.2026 up to 10.30 a.m. (for Sl. No. 1 to 6).** Tender will be opened on: **27.07.2026 at 10.30 a.m. (for Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **15.07.2026 at 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 6).** The website **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app (for Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/006/26-27

Name of the work: **Maint. of road by laying Jhama and hot mix at Srijani Star Jalsha Studio near Pr. No. 185/13 in Ward No. 143.** Estimated Cost (incl. GST & CESS: **₹ 2,50,275.19.** Earnest Money: **₹ 5,500.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/004/26-27

Name of the work: **Improvement of damage road disturbed due to laying of U.G sewer line at Borobagan Bye Lane Road near Pr. No. 555-C in Ward No. 124.** Estimated Cost (incl. GST & CESS: **₹ 2,95,473.91.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/005/26-27

Name of the work: **Supply and spreading of good earth in different road (Swamiji Abasan, Friend Society, Sonar Bangla, Kajirchak, Kalyannagar, Dhalipara etc.) in Ward No. 143.** Estimated Cost (incl. GST & CESS: **₹ 2,83,595.42.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **25.07.2026 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **27.07.2026 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **17.07.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 3).**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. LTG/33/40/V/Z-II/26-27, (2) NIT No. LTG/34/48/V/Z-II/26-27 published in this Newspaper on **04.07.2026 (Key No. 192/26-27)** of **Electrical/Lighting/Zone-II/Department (for Sl. No. 3 & 5).** Last date and time of submission of bid will be read as **18.07.2026 upto 4 p.m.** instead of 13.07.2026 upto 4 p.m. **(for Sl. No. 1 & 2).**

234/26-27

পূর্ব রেলওয়ে

নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনের স্টেশনগুলিতে ০৫টি ক্যান্টিনের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা করতে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। আরও তথ্যের জন্য **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ ক্যান্টিন-জুলাই-২০। এসইকিউ নং, লট নং/বিভাগ এবং বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **এএ/১, এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচপিএল-এসটিজিইএন- ৯৫-২৬-১, (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)।** ০৫ বছরের জন্য ক্যান্টিন নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (হরিপাল স্টেশন চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা)। **বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৮.০৭.২০২৬ দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। **এএ/২, এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল- এসটিজিইএন-৯৪-২৬-১, (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)।** ০৫ বছরের জন্য ক্যান্টিন নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (নালিকুল স্টেশন চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা)। **এএ/৩, এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এজেড-এসটিজিইএন-৯১-২৬-১, (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)।** ০৫ বছরের জন্য ক্যান্টিন নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (আজিমগঞ্জ স্টেশন পার্কিং-এর পাশে)। **বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৮.০৭.২০২৬ দুপুর ১টা ৫০ মিনিট। **এএ/৪, এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি-এসটিজিইএন-৯৩-২৬-১, (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)।** ০৫ বছরের জন্য ক্যান্টিন নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (আরামবাগ স্টেশন চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা)। **বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৮.০৭.২০২৬ দুপুর ২টো। **এএ/৫, এমএসএস-এইচডব্লুএইচ- কেকিউইউ- এসটিজিইএন-৮৬-২৬-১, (বিবিধ-স্থায়ী-পরিষেবা-স্থায়ী সাধারণ)।** ০৫ বছরের জন্য ক্যান্টিন নির্মাণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ (কামারকুণ্ডু স্টেশন)। **বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ২৮.০৭.২০২৬ দুপুর ২টো ১০ মিনিট। **দর হার ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি (এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিক্ষেত্রে)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) ঃ** ০.২ (এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিক্ষেত্রে)। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১০% (এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিক্ষেত্রে)।

HWH-218/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল জলের ট্যাঙ্ক, আহত ২ ইসিএল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৫ জুলাই ঃ বুধবার সাতসকালে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল দুর্গাপুরের অণ্ডাল। অণ্ডালের শ্যামসুন্দরপুর কোলিয়ারি এলাকায় ইসিএল (ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড)-এর একটি বহু পুরনো জলের ট্যাঙ্ক আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এই ঘটনায় ইসিএল-এর দুই মহিলা কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। দুর্ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে আচমকাই বিকট শব্দে জলের ট্যাঙ্কটি ভেঙে পড়ে। শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে ইসিএল-এর দুই কর্মী সঙ্গীতা দেবী এবং প্রভাবতী ভুঁইঞাকে উদ্ধার করেন। তাঁদের তড়িঘড়ি দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, সেখানেই বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। কোলিয়ারি এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই জলের ট্যাঙ্কটি প্রায় ৭০ বছরের পুরনো। দীর্ঘদিন ধরে এটি সংস্কার বা মেরামত করা হয়নি। কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই এদিন এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ইসিএল কর্মী প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, আজ ভাগ্য ভালো থাকায় বড়সড় প্রাণহানি এড়ানো গেছে। তবে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকেও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের দাবি, কোলিয়ারি এলাকায় এমন বহু পুরনো জরাজীর্ণ আবাসন ও নির্মাণ রয়েছে, যেগুলি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করায় শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। অবিলম্বে এই সমস্ত পুরনো ও বিপজ্জনক কাঠামোগুলির সংস্কার এবং উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানিয়েছে তারা।

ছন্নছাড়া ফ্রান্সকে আবার হারিয়ে ফাইনালে স্পেন

ফাইনালে ওঠার মঞ্চে এসে এতদিনের চেনা পথটা একদম ভুলে গেল ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপে-উসমান দেম্বেলে হয়ে গেলেন ভোঁতা, বিপরীতে স্পেন হয়ে উঠল আরও গোছানো। ফলাফল- হাইভোল্টেজ লড়াই হয়ে উঠল একপেশে। দিদিয়ে দেশোঁর দলকে আবার হারিয়ে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল লুইস দে লা ফুয়েন্তের ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা।

সংবাদ সংস্থা, ডালাস, ১৫ জুলাইঃ ডালাসে মঙ্গলবার প্রথম সেমি-ফাইনালে গোছানো ফুটবল খেলে ২-০ গোলের জয়ে শিরোপা লড়াইয়ে পা রাখল স্প্যানিশরা। প্রতিপক্ষের এক অমার্জনীয় ভুলে পাওয়া পেনাল্টিতে দলকে এগিয়ে নেন মিকেল ওইয়ারসাবাল। পরে দারুণ গোলে ব্যবধান গড়ে দেন ডিফেন্ডার পেদ্রো পররো। এই নিয়ে টানা তিন সেমি-ফাইনালে ফ্রান্সকে হারাল স্পেন। আগের দুইবার- ২০২৪ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ও ২০২৫ সালের উয়েফা নেশন্স লিগে। ২০১০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা দ্বিতীয়বারের মতো উঠল বিশ্বকাপের ফাইনালে। আগামী রবিবার নিউ জার্সির ফাইনাল। ষোড়শ মিনিটে প্রতিপক্ষের একটি আক্রমণ রুখে, দ্রুততায় বল সামনে বাড়ান দেম্বেলে আর বল ধরে ক্ষিপ্রতায় দৌড় দেন এমবাপে। তার ও গোলরক্ষকের মাঝে একমাত্র বাধা তখন পররো, পেছন থেকে পাউ কুবার্সি ও এমরিক লাপোখ্ত ছুটে গিয়ে তিন জন মিলে দলকে বিপদমুক্ত করেন। ওই একটি মুহূর্তে ফ্রান্সের ভয়ানক গতির আভাস মিলল ঠিকই কিন্তু বাকি সময়ে সেটা কখনোই পূর্ণতা পেল না। তারকাসমৃদ্ধ দল, ব্যক্তিগত নৈপুণ্যনির্ভর পারফরম্যান্স, এসবের পাশেও আরেকটি দিক ছিল, যেটা প্রথম ছয় ম্যাচে ফ্রান্সকে করে তুলেছিল অজেয়, আর সেটা হলো দলগত পারফরম্যান্স। এদিন এর কোনোটাই দৃশ্যমান হয়নি। বরং সময়ের সঙ্গে তাদের বিবর্ণতাই আরও বেশি করে ফুটে উঠেছে। বরং শেষের কয়েক মিনিটের আগে পর্যন্ত তো ফরাসিদের কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্যেই ছিল না! শেষ কয়েক মিনিটে তাদের কয়েকটি শট ঠিকঠাক লক্ষ্যে থাকলেও, তা আসলে তেমন কোনো রোমাঞ্চ জাগাতে পারেনি। বল দখলে দুই দলই ছিল সমানে-সমান। পরিসংখ্যানের হিসাবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য আক্রমণেও তাই তবে

ম্যাচের পুরোটা সময় ছন্দ খুজে ফিরেছে ফ্রান্স। তাদের ১০ শটের তিনটি ছিল লক্ষ্যে, স্পেনের ১০ শটের দুটি। এমবাপের ওই শুরুর ব্যর্থ প্রতি-আক্রমণের চার মিনিট পরই ডি-বক্সে অদ্ভুত এক ফাউল করে পেনাল্টি হজম করেন লুকা দিনিয়ে। ডি-বক্সে ডান দিকে উঁচু হয়ে আসা বল ঠিকঠাক নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার অবস্থায় ছিলেন না লামিন ইয়ামাল, কিন্তু ডিফেন্ডার দিনিয়ে যেন কোনো কিছু না দেখেই ভলি করতে যান এবং মেরে বসেন প্রতিপক্ষের পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। দারুণ স্পট কিকে বল জালে পাঠিয়ে দলকে এগিয়ে নেন ওইয়ারসাবাল। আসরে তার গোল হলো পাঁচটি। আর জাতীয় দলের হয়ে তার মোট গোল হলো ৬০ ম্যাচে ৩০টি। শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে এসে, আসরে সপ্তম ম্যাচে প্রথমবার পিছিয়ে পড়ল ফ্রান্স। সেই ধাক্কা সামলে ওঠার চেষ্টার আগেই আরেক ধাক্কা খায় তারা ৩০তম মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন উইলিয়াম সালিবা, বদলি নামেন আরেক ডিফেন্ডার মাক্সস লাকোয়া। ৩৮তম মিনিটে দুর্দান্ত ওয়ান-টাচ স্প্যানিশ আক্রমণের দেখা মেলে। যার শুরুটা অবশ্য হয় মাইক মিয়াঁর ভুল পাসে। ডি-বক্সের মুখ থেকে দানি ওলমোর পাস ডান দিকে পেয়ে ইয়ামাল মাঝে খুঁজে নেন ফাবিয়া রুইসকে তবে দাইয়ু উপামেকানোর চ্যালেঞ্জে দারুণ পজিশন থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন রুইস। চার মিনিট পর আবার তড়ি পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করে ফরাসিরা। তবে এমবাপে বল পাওয়ার আগে, সময়মতো ডি-বক্সের অনেকখানি বাইরে এসে ক্লিয়ার করেন উনাই সিমন। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যা করতে হতো, দ্বিতীয়ার্ধেও তেমন কিছু করতে পারেনি এমবাপে-দেম্বেলেরা। তাদের পাশাপাশি মাইকেল ওলিসেও এদিন ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রতিপক্ষকে সেভাবে সুযোগই দেয়নি রদ্রি-রুইস-ওলমোরা। ৫৮তম মিনিটে ফরাসিদের লড়াইয়ে ফেরার আশা একরকম শেষই হয়ে যায়। ডি-বক্সের মুখে ওলমোকে বল বাড়িয়ে চোখের পলকে ভেতরে ঢুকে পড়েন পররো, প্রতিপক্ষের বাধায় ঠিকঠাক বলে পা ছোঁয়া দিতে পারেননি ওলমো, তবে সৌভাগ্যবশত বল ঠিকই যায় পররোর কাছে এবং নিখুঁত শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন এই রাইট-ব্যাক। একটু পর দারুণভাবে ডি-বক্সে ঢুকে জালে বল পাঠান ইয়ামাল, তবে অফসাইডে ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় হাইড্রেশন ব্রেকের আগে জোরাল কোনাকুনি শট নেন এমবাপে, কিন্তু পা বাড়িয়ে বলের গতিপথ পাল্টে দেন কুকুরেইয়া। নির্ধারিত সময়ের আট মিনিট বাকি থাকতে সুবর্ণ এক সুযোগ আসে ফ্রান্সের সামনে। তাদের একটি আক্রমণ রুখতে আবারও ডি-বক্সের অনেকটা বাইরে চলে আসেন সিমন কিন্তু এবার তিনি পারেননি ক্লিয়ার করতে। সেই সময় ফাঁকায় বল পেয়ে যান দেজিরে দুয়ে। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে গোলরক্ষক বিহীন পোস্টেও শট নিতে অনেক দেরি করেন পিএসজির এই উইঙ্গার। পরে পজেশনও হারান তিনি! শেষের কয়েক মিনিটে কিছু ভালো সুযোগ অবশ্য আসে দলটির সামনে। কিন্তু এমবাপে যেমন লক্ষ্যভ্রষ্ট ফ্রি-কিকে হতাশা বাড়ান। হতাশার বশেই কিনা, তিনি মাঝে একবার অহেতুক সিমনকে ফাউলও করেন। অন্তিম সময়ে দেম্বেলে ডি-বক্সে ভালো পজিশনে বল পান কিন্তু তার শট রুখে দেন ম্যাচজুড়ে দুর্দান্ত খেলা সিমন। প্রথম কয়েক ম্যাচের দাপুটে পারফরম্যান্সে চারপাশে আলোচনা শুরু হয়েছিল, এই দুর্বার ফ্রান্সকে আটকাবে কে? গোছানো পারফরম্যান্সে সগৌরবে উত্তরটা দিয়ে দিল দে লা ফুয়েন্তের সেনারা। সেই সঙ্গে পুরোনো এক ধারাও অব্যাহত রইল- র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা দলের হাতে সোনালী ট্রফিটি এবারও উঠল না।

৪ বছর পর বাংলাদেশ সফরে ভারত

সংবা সংস্থা, ঢাকা, ১৫ জুলাইঃ দীর্ঘদিন পর আবার বাংলাদেশে খেলতে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ওপার বাংলার দলের সঙ্গে সাদা বলের সিরিজ অনুমোদন পাওয়ার মুখে। সেটা আয়োজন করতে, পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। আগের সূচি অনুযায়ী, ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে খেলার কথা ভারতের। সেটা কয়েকদিন পিছিয়ে দেওয়ার কথাবার্তা চলছে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে আফগানদের বিরুদ্ধে সিরিজ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্টের পর বাংলাদেশের সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত সিরিজ আয়োজনের চেষ্টা চলছে। সেপ্টেম্বরে ছয় ম্যাচের সাদা বলের সিরিজের আয়োজন করতে চাইছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। মাসের শুরুতে টিভি এবং ডিজিটাল মিডিয়া স্বত্ব বিক্রি করে তাঁরা। বাংলাদেশিদের টুরিস্ট ভিসা দিতে শুরু করেছে ভারত সরকার। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে রাজনৈতিক ডামাডোলের পর থেকে ওপার বাংলার নাগরিকদের ভিসা দেওয়া

বন্ধ করে দিয়েছিল ভারত সরকার। কিন্তু সম্প্রতি সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া শুরু হয়েছে। এই পদক্ষেপের এক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। বিসিবির এক কর্তা বলেন, ‘‘সফরের বিষয়ে আমি আশাবাদী। বিসিসিআইয়ের থেকে এখনও আমরা সবুজ সঙ্কেত পাইনি। তবে ওরা আসবে না, সেটাও বলেনি। তাই আমরা বিসিসিআইয়ের ইতিবাচক জবাবের অপেক্ষায়।’’ সদ্য স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে আইসিসির বৈঠকে যোগ দিয়ে ফেরেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নতুন সভাপতি তামিম ইকবাল। সেখানেই সিরিজ নিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়। এই সিরিজ গতবছর হওয়ার কথা ছিল। দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য সিরিজ পিছিয়ে দেওয়া হয়। বিসিবির ডিরেক্টর হওয়ার পরপরই তামিম জানিয়েছিলেন, তিনি ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নিয়ে আশাবাদী। তামিম বলেছিলেন, ‘‘বছরের শেষে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ হওয়ার কথা আছে। আমি ভারতের খেলতে আসা নিয়ে আশাবাদী। এই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ দেখতে উপভোগ করবে বাংলাদেশের মানুষ। ভারতের বিরুদ্ধে শেষ সিরিজে ভাল খেলেছিল বাংলাদেশ।’’ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, অবশেষে চার বছর পর বাংলাদেশ সফরে যাবে ভারতীয় দল।

‘এই পারফরম্যান্স ফাইনালের অযোগ্য!’

ছিটকে গিয়ে সতীর্থদের কাঠগড়ায় তুললেন এমবাপে

সংবাদ সংস্থা, ডালাস, ১৫ জুলাইঃ বিশ্বমঞ্চে স্বপ্নভঙ্গ ফরাসি ব্রিগেডের। স্পেনের কাছে ০-২ গোলে হেরে চলতি বিশ্বকাপের ফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে গেল ফ্রান্স। পেনাল্টিমেট হার্ডলে এসে স্প্যানিশদের ট্রেডমার্ক টেকনিক্যাল ফুটবলের সামনে দিশেহারা দিদিয়ের দেশঁ-র রক্ষণভাগ। আর এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াই হেরে সতীর্থদের বিন্দুমাত্র রেয়াত করলেন না ফরাসি অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাফ জানালেন, দল খেতাবি লড়াইয়ের যোগ্য পারফরম্যান্স দেখায়নি। ফরাসি দলপতির অকপটে স্বীকারোক্তি, ‘‘আমার মনে হয় না ট্যাকটিক্যাল, টেকনিক্যাল কিংবা সামগ্রিক পারফরম্যান্সের দিক থেকে আমরা যেমন ম্যাচ খেলতে চেয়েছিলাম, তেমনটা পেরেছি। যখন আপনি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যা করণীয় তা করতে ব্যর্থ, তখন আপনি জিততেও পারবেন না।’’ মাঠের লড়াইয়ে শুরু থেকে দাপট দেখিয়েছে ইউরোপ চ্যাম্পিয়নরা। ফরাসিদের প্রধান শক্তিগুলোকে বোতলবন্দি করে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ্যে আনে স্পেন। দলের ব্যর্থ রণনীতি নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি মহাতারকা। এমবাপের কথায়, ‘‘আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিপক্ষকে মাঠে উপরের দিকে চেপে ধরা, যাতে ওরা ধীরগতির ও নিয়ন্ত্রিত ছন্দে খেলা গুছিয়ে নিতে না পারে। কারণ, খেলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কিন্তু আমরা সেই কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ!’’ মাঝমাঠের লড়াইয়ে ফরাসিদের পরিকল্পনার অভাব স্পষ্ট। হতাশ অধিনায়ক যোগ করেন, ‘‘আমরা মাঝমাঠে বারবার ৩-বনাম-২ পরিস্থিতির মুখে পড়ে যাচ্ছিলাম। স্পেনের মতো দলের বিরুদ্ধে যা মারাত্মক সমস্যা। সব মিলিয়ে ফলাফল এই পরাজয়। আমাদের টাচ এবং মুভমেন্ট বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের উপযুক্ত ছিল না।’’ চলতি টুর্নামেন্টে আটটি গোল করে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে থাকলেও, প্রথম সেমিফাইনালে ওয়ান ম্যান শো দেখাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ কিলিয়ান। সারা ম্যাচে মাত্র ৩৪ বার বল টাচ করেছেন। আরও লজ্জার বিষয়, স্প্যানিশ গোল নিশানা করে একটিও নিখুঁত শট রাখতে পারেননি এমবাপে। সব মিলিয়ে দেশের মানুষকে ফুটবলের ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন দেখাতে না পারার যন্ত্রণা এখন গ্রাস করেছে গোটা ফরাসি শিবিরকে। অধিনায়কের কণ্ঠে সেই হতাশার সুর স্পষ্ট। এমবাপে বলেন, ‘‘ফাইনালে পৌঁছনো আমাদের স্বপ্ন ছিল, যাতে দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখা জারি রাখতে পারেন এবং আমরা ইতিহাস গড়তে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে দলে এক চরম হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে। স্কোয়াড এবং আমি নিজে কতটা হতাশ, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।’’ বিশ্বমঞ্চের ব্যর্থতা ভুলে এবার ক্লাব ফুটবলে মন দিতে চান ইউরোপের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। রিয়াল মাদ্রিদের নতুন সিজন শুরুর আগে কিছুদিনের জন্য ছুটিতে যাচ্ছেন তিনি। মাথা উঁচু করেই এই পরাজয়কে বরণ করে নিতে চান এমবাপে। ফ্রান্স দলপতির পরিপক্ক মন্তব্য, ‘‘এখন আমাদের মাথা উঁচু করেই এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, যখন আপনি জেতেন, তখন মাথা উঁচু করেই জেতেন। তাই যখন হারবেন, তখনও মাথা উঁচু করেই হারতে হবে।’’ পরাজয়ের ধাক্কা সামলে নতুন করে শুরুর বার্তা দিয়ে এমবাপে বলেন, ‘‘যদিও এটা শুনতে কিছুটা রোবটের মতো লাগতে পারে, তাও আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে, ছুটিতে যেতে হবে এবং পরের অধ্যায়ে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ ফুটবল কারও জন্য অপেক্ষা করে না। আমাদের আবার নতুন করে শুরু করতে হবে, এই ব্যর্থতাকে পিছনে ফেলে এর থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি!’’

সব নিয়ম মেনেই হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ আগামী ২০ জুলাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-এর বিশেষ সাধারণ সভা। সেখানে যুগ্ম সচিব পদে নির্বাচনের কথা থাকলেও তা বাতিল হয়ে গিয়েছে। কারণ, এই নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার ঠিক আগে একাধিক সংস্থা চিঠি দিয়ে সিএবিকে জানায়, এই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে লোঢা কমিটির নির্দেশ মানা হচ্ছে না। এ বার সিএবির ইলেক্টোরাল অফিসার চিঠি দিয়ে প্রতিবাদী সংস্থাগুলিকে জানালেন সব নির্দেশ মতোই করা হয়েছে। সিএবির বিদায়ী যুগ্ম সচিব মদন ঘোষের জায়গায় কে আসতে চলেছেন, তা নিয়ে ২০ জুলাই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল সিএবিতে। এর জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল ১২ জুলাই। তার এক দিন আগে ১৫টি জেলা ত্রীড়া সংস্থা এবং ১০টি ক্লাব সিএবিতে চিঠি দিয়ে জানায়, এই সভায় যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার কথা, তা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে হচ্ছে না। এর পর সিএবির শাসক বা বিরোধী কোনও পক্ষই কোনও মনোনয়ন জমা দেয়নি। সিএবির ইলেক্টোরাল অফিসার এ বার প্রতিবাদী সকল জেলা সংস্থা এবং ক্লাবগুলিকে চিঠি দিয়ে জানালেন, কোথাও কোনও নিয়ম লঙ্ঘন হয়নি। বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি।

কেভিন অধ্যায় অতীত, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের প্রাক্তনী এবার লাল-হলুদে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাইঃ সদ্যই শুরু হয়েছে কলকাতা লিগ। জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে এর মধ্যেও রয়েছে দুশ্চিন্তা। কারণ, ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টর ইমামির সঙ্গে দলের প্রায় বিচ্ছেদ ঘটেই গিয়েছে। সূত্রের খবর, আগামী মরশুমে আর ইমামি ইস্টবেঙ্গলে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক নয়। তবে ২৫ জুলাই থেকে শুরু হয়ে যাবে ডুরান্ড কাপ। এবার মরশুমের প্রথম টুর্নামেন্টের দল গঠনের জন্যই আবার নতুন খেলোয়াড়কে নিল লেসলি ক্লডিয়াস সরণীর ক্লাব। নতুন ডিফেন্ডার নাচো মন্সালভেসকে সই করিয়েছে ক্লাব। শোনা গিয়েছে, কেভিন সিবিয়ের বদলে নাচোকে দলে নেওয়া হয়েছে। তিনি স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের প্রাক্তন খেলোয়াড়। ২০১৬ সালে এটিএম-এ খেলেছিলেন নাচো। আসলে তিনি ছিলেন সিমিওনের দলের অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়। তবে সিনিয়র দলে খেলেছিলেন মাত্র ১ ম্যাচই। অ্যাটলেটিকো ছাড়ার পর তিনি যান দেপোর্তিভো লা করুনা-তে। তবে যাঁর জায়গায় তিনি আসছেন, সেই কেভিন গত মরশুমে ইস্টবেঙ্গলকে সাফল্য দিয়েছিলেন। তাঁর দল ছাড়ার পর লাল হলুদের ডিফেন্সের অসহায়তা কাটানোর জন্যই নাচো যোগ দিলেন দলে। ২০০৬ সালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে যোগ দেন নাচো। ইয়ুথ দল থেকে ধীরে ধীরে সিনিয়র দলের দিকে পা বাড়ালেও সিনিয়র দলে খুব একটা স্থায়ী হয়নি তাঁর কেরিয়ার। এরপর স্পেন ছেড়ে পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, বুলগেরিয়ার পর তিনি আবার ফেরেন স্পেনে। এবার সেখান থেকেই ফ্রি এজেন্ট হিসেবে তাঁর আগমন হচ্ছে কলকাতায়।

এবার ফিফার বিরুদ্ধে তদন্তে অলিম্পিক সংস্থা!

সংবাদ সংস্থা, লওসানে, ১৫ জুলাইঃ ক্রমশ চাপ বাড়ছে ফিফার উপর। এর আগে ইউরোপের ফুটবল নিয়ামক সংস্থা উয়েফা তোপ দেগেছিল ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে লক্ষ্য করে। এবার আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিও বিশ্বকাপের বিভিন্ন অনিয়ম ও রাজনৈতিক প্রভাব খতিয়ে দেখতে চলেছে। এই বিশ্বকাপে রেফারিং নিয়ে নানা বিতর্ক হয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকার ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড প্রত্যাহারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ডো ট্রাম্পের প্রভাবের কথাও আছে। সেসব নিয়েই অসন্তুষ্ট আইওসি। এবার সরাসরি অভিযোগ দায়ের করেছে একটি পরামর্শদাতা সংস্থা। তাদের বক্তব্য, আইওসি’র উচিত ইনফান্তিনোর ভূমিকা খতিয়ে দেখা। ফিফা প্রেসিডেন্ট ২০২০ সাল থেকে আইওসি’র সদস্য। সেই নিয়ম মানতে তিনি বাধ্য। ট্রাম্পের সমর্থনে তিনি অন্তত পাঁচটা ক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। শুধু বালোগানের লাল কার্ড প্রত্যাহার নয়। ট্রাম্পের সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থার প্রচারের জন্য ফিফার ব্যবহার করা হয়েছে বলেও বক্তব্য। এছাড়া ট্রাম্পকে ফিফা শান্তি পুরস্কার দেওয়া বা নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করাও আইওসি ভালোভাবে নিচ্ছে না।

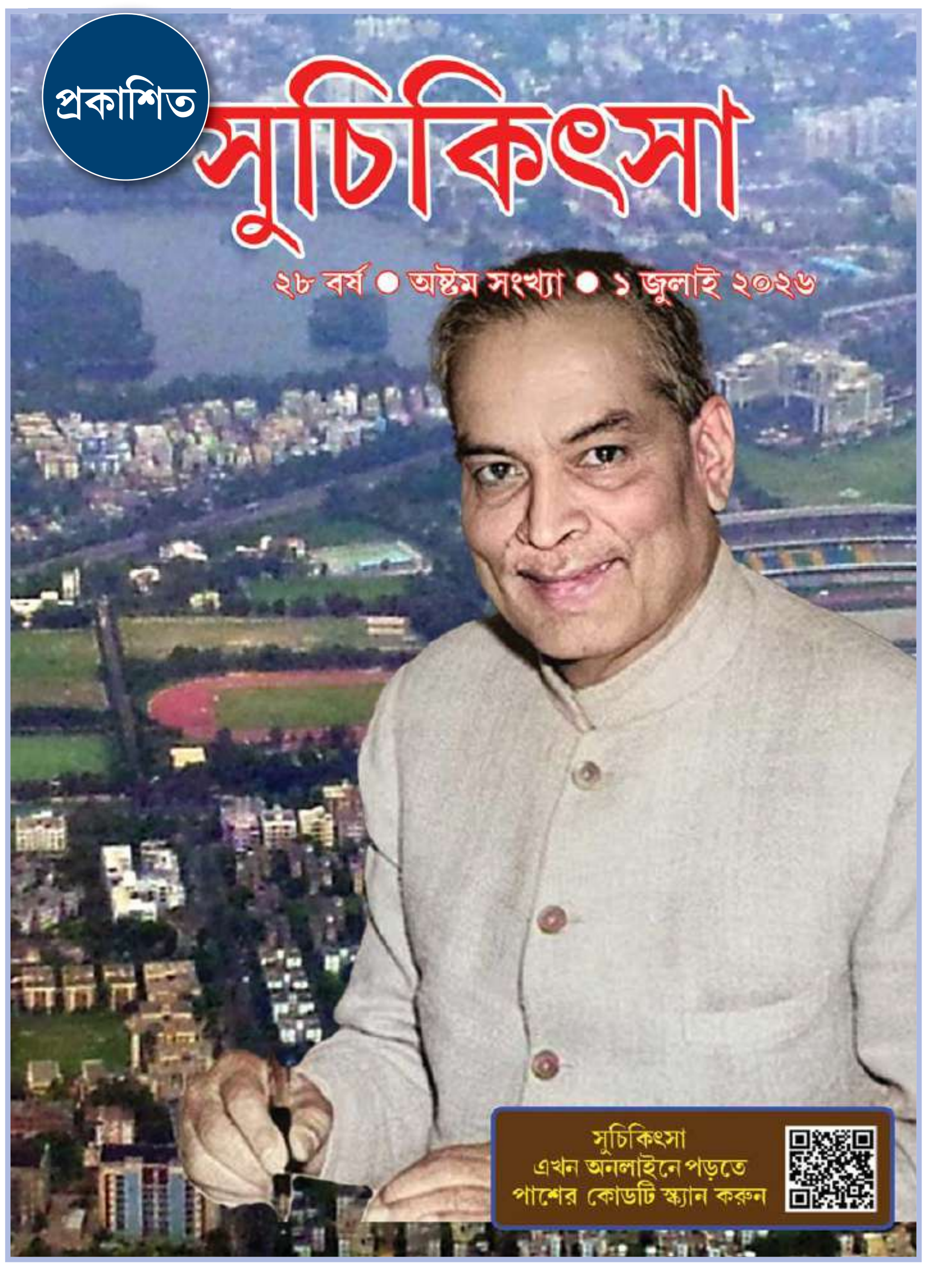

বিশ্বকাপে সেনেগাল দলের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন ‘স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ’!

উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশ থেকে বিদায় নেওয়ার কারণ অনুসন্ধানে নেমে, বিস্ময়কর এক তথ্য পেয়েছে সেনেগাল ফুটবল ফেডারেশন। তাদের দলের প্রধান চিকিৎসক নাকি প্রশিক্ষিত ‘স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ।’

সংবাদ সংস্থা, ডাকার, ১৫ জুলাইঃ খেলোয়াড়দের চোট বা ফিটনেস সমস্যা দেখভালের জন্য ফুটবল দলে থাকেন দক্ষ চিকিৎসক। কিন্তু পুরুষ ফুটবলারদের চিকিৎসার দায়িত্বে গাইনোকোলজিস্ট, এমনটা কখনও কি শোনা গিয়েছে? শুনতে অবাক লাগলেও সেনেগাল দলের চিকিৎসক গাইনোকোলজিস্ট। সেনেগাল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি আবদুলায়ে ফল এমন তথ্য জানিয়েছেন। এবারের বিশ্বকাপে সেনেগাল দলের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন ফেদিওর। শুধু এ বছর নয়, ফেদিওর ২০১৭ সাল থেকে সেনেগালের সঙ্গে আছেন। তিনটি বিশ্বকাপ এবং পাঁচটি আফ্রিকান কাপ অব নেশনসে কাজ করেছেন তিনি। অথচ এত দিন পর নাকি তাঁর দক্ষতার বিষয়ে জেনেছে ফেডারেশন। সেনেগাল ফুটবলের প্রধান আবদুলায়ে ফল সাংবাদিক

বৈঠকে বলেছেন, ‘‘আমি সম্প্রতি জানতে পেরেছি যে আমাদের প্রধান চিকিৎসক ফেদিওর আসলে গাইনোকোলজিস্ট। আমাদের অ্যাথলিটদের শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসা তদারক করার জন্য যে উপযুক্ত অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা বা স্পোর্টস মেডিসিনের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা দরকার, সেটি তাঁর ছিল না। বিষয়টি আমি অনেক দেরিতে জানতে পেরেছি।’’ আবদুলায়ে আরও বলেন, ‘‘আমি খেলোয়াড়দের কাছ থেকে যে তথ্য পেয়েছি, তাতে স্পষ্ট যে তাঁর ওপর দলের পূর্ণ আস্থা ছিল না। বিশ্বকাপ চলাকালীন খেলোয়াড়দের আশ্বস্ত করতে এবং তাঁদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিশ্চিত করতে আমাদের তড়িঘড়ি করে অন্য স্পোর্টস মেডিসিন বিশেষজ্ঞ দলের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়েছিল।’’ তবে চিকিৎসক ফেদিওরের হয়ে এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে সেনেগালিজ অ্যাসোসিয়েশন অব স্পোর্টস মেডিসিন। এবারের বিশ্বকাপে সেনেগাল নানা অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত ছিল। বকেয়া বেতন, লজিস্টিক সমস্যা-সহ নানা সমস্যার কথা বিশ্বকাপের সময় সামনে আসে। বিশ্বকাপে শেষে তাদের কোচকে বরখাস্তও করা হয়। বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যায় সেনেগাল। বিদায়ের পর এখন এই গাইনোকোলজির বিতর্ক সেনেগালের ফুটবলকে লজ্জায় ফেলেছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com